هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

(কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম ও মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর দলীল-প্রমাণ নির্ভর বক্তব্যের এক অদ্বিতীয় সংকলন: 'এসো আল্লাহর পথে' -১)

কিতাবুল ঈমান

শাইখুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব: হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস: জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার ঢাকা
মোবাইল: ০১৬৭৬৯১৩৬১৪, ০১৭৪০১৯২৪১১

কিতাবুল ঈমান

শাইখুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সংকলন ও সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

প্রকাশনায়: আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স
মোবাইল: ০১৬৭৬৯১৩৬১৪, ০১৭৪০১৯২৪১১
প্রকাশকাল : মার্চ, ২০১১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

KITABUL EMAN
SHAIKH MUFTI JASHIMUDDIN RAHMANI
AL BAYAN PUBLICATIONS
FIXD PRICE : 100.00 TK. 5 DOLAR (US).

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের...
....
....কে
'কিতাবুল ঈমান' বইখানা উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

....
....
স্বাক্ষর
....
তারিখ
....

উৎসর্গ

কোন নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব কিংবা জশ-খ্যাতির জন্যে নয়, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ সা. অবশম্ভাব্য ভবিষ্যতবাণী 'নবুওয়াতের আদলে আবারও ফিরে আসবে খিলাফত' এই মহান সত্যকে বাস্ণবে রূপ দিতে যারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত -দীনের সেই সকল দায়ী ও কল্যাণকামীদের উদ্দেশ্যে।

প্রকাশকের আরয

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য । অত:পর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি । যিনি এধরার বুকে এসেছিলেন রাহমাতুল লিল আলামীন হয়ে । বিশ্বমানবতাকে মানব রচিত মতবাদ আর মতাদর্শের জুলুম থেকে, মানুষকে মানুষের ইবাদাত আর গোলামী থেকে মুক্ত করে পরম করুণাময় এক আল্লাহর ইবাদত আর গোলামীতে নিয়ে যাবার জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের অবস্থা যে কি করুণ আর ভয়াবহ তা বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না । মুসলিম উম্মাহর এই দূরাবস্থার পেছনে যে বিষয় গুলো প্রধান ভূমিকা রাখছে তার মধ্যে অন্যতম দু'টি বিষয় হচ্ছে, ১. দীন ইসলামকে নিছক ধর্মে রুপান্তর করা । ২. ইসলামের অন্যতম প্রধান কিছু পরিভাষা যেমন খিলাফত, বাইআত, ইমামত ইত্যাদির ভুল ব্যাখ্যা ।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অমুসলিম ও অনৈসলামিক শক্তি ইসলামকে দীন তথা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা থেকে ইহুদী-খৃষ্টানদের ধর্মের মতো নিছক কিছু রিচুয়েলস তথা আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে রূপান্তরের মাধ্যমে ইসলামের সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি বিসর্জন দেয়ার জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি এজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে । অধিকাংশ মিডিয়া আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী গুলোও কাফিরদের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছে ।

অপরদিকে খিলাফত, বাইআত, ইমামতসহ ইসলামের অন্যতম প্রধান পরিভাষা গুলোর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে গুটিকয় খানকাহ আর পীর-মুরিদী সিলসিলার মধ্যে বিসর্জন দেয়া হচ্ছে । অথচ খিলাফত ছিলো ইসলামের মূল শক্তি, বায়আতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এক খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ রেখে সারা বিশ্বের সকল বাতিল জীবনাদর্শের উপর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য অপরিহার্য উপাদান ।

মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান এই অধ:পতিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ঈমান-আকীদা-তাওহীদ, কুফর-শিরক এবং তাগুতসহ উপরোক্ত বিষয় দু'টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইলম অর্জনের কোন বিকল্প নেই ।

এ লক্ষ্যে ব্যাপক মুসলিম জনসাধারণের কাছে এই বিষয় গুলোকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য বর্তমান আধুনিক যুগের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক

মিডিয়া অকল্পনীয় ভূমিকা রাখতে পারে । কিন্তু দু:খজনক সত্য আর বাস্তবতা হলো, বর্তমান মিডিয়ার অধিকাংশই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সেই সাম্রাজ্যবাদী আর তাগুতেরই দাসত্য করছে । যার ফলে মুসলিম উম্মাহ্ বঞ্চিত হচ্ছে সত্য ও সঠিক তথ্য থেকে । দূরে সরে যাচ্ছে তাওহীদ ও ঈমানের মূল জ্ঞান থেকে । ইসলামকে আবারো বিজয়ী করা ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়কে ভাবতে শিখছে চরমপন্থা বা সন্ত্রাস হিসেবে ।

এই দূরাবস্থা নিরসন ও ইসলামের সঠিক স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য একটি শক্তিশালী মিডিয়ার প্রয়োজন অনেক আগ থেকেই সমভাবে বিরাজমান ছিলো, এখনো আছে । দীনের এই প্রয়োজন পূরণ এবং মুসলিম উম্মাহর চিন্তার স্তরকে আরো উন্নত করার জন্যই আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার বহি:প্রকাশ হচ্ছে, আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স ।

মহান আল্লাহ এবং তার প্রিয় রাসূলের অমীয় বাণী এবং দীন ইসলামের সুমহান আদর্শ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এই পাবলিকেশন্স থেকে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছি । যার প্রথম প্রকাশনা হচ্ছে বক্ষমান এই বই । ইনশাআল্লাহ আমরা এধরণের প্রকাশনা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবো । তবে এজন্য প্রয়োজন হলো আপনাদের সকলের সর্বাত্মক আন্তরিক নেক দুয়া ও সহযোগীতা ।

সচেতন পাঠকদের জন্য শাইখ মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী সাহেবের পরিচয় নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না । আর যারা নতুন তারা এ বই পড়লেই তার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

শাইখের সীমাহীন ব্যস্ততা আর ধারাবাহিক সফরের মধ্যে খুবই স্বল্পতম সময়ে এক সাথে দু'টি বই বের করায় এতে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশীই বানান ও শব্দ বিভ্রাট থেকে যেতে পারে । তবে আকীদা ও কুরআন সুন্নাহর খেলাফ কোন বিষয় আশা করি এতে নেই । বইতে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা লেখকের নয়, প্রকাশকের বলে গ্রহণ করার ও সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ রইলো সবার প্রতি । এটি দীন দরদী ভাইদের জন্য একটি ছোট পরীক্ষাও বটে । দেখা যাক দীনের জন্য কার কাছ থেকে কতটুকু আন্তরিকতা পাওয়া যায়!

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দীনের জন্য কবুল করুন - এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবারকার মতো আল্লাহ হাফেজ ।

-মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান
আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাত করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ: "আমি জীন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আর ইবাদাত করার পূর্বে প্রয়োজন হলো যার ইবাদাত করবো তার সঠিক পরিচয় জানা এবং তার পছন্দ মতো ইবাদাত করা। এক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক না করা। ইরশাদ হচ্ছে,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

অর্থ: "সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (কাহফ, ১৮ঃ ১১০)

একারণেই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। **এক. إخلاص النية। দুই. إتباع السنة।** إخلاص النية বা নিয়তকে বিশুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে ইবাদাতকে শিরক মুক্ত করে খালেসভাবে এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পেশ করা। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.

অর্থ: "তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।" (বাইয়্যিনাহ, ৯৮ঃ ৫)

দুই. إتباع السنة বা সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। অর্থাৎ যে কোনো ইবাদাত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরীত রাসূল সা. এর সুন্নাহ (বা আদর্শ) কে অনুসরণ করা। ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ তো সীমাহীন দয়াময় ও ক্ষমাশীল।" (আলে ইমরান, : ৩১)

এই দুই শর্ত পূরণ না করলে কোন ইবাদাত ই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ প্রথম শর্ত ইখলাসের অবর্তমানে ইবাদাত টি শিরক যুক্ত হবে। আর শিরক যুক্ত ইবাদাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গ্রহণ করেন না। বরং যে ব্যক্তি শিরক করে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

অর্থ: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। (মায়েদা, ৫ঃ ৭২)

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বহু নবীদের নাম উল্লেখ করার পরে বলেছেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ: "তারা যদি শিরক্ করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।" (সূরা আন'আম, আয়াত : ৮৮)

এমনকি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা. কে উদ্দেশ্য করেও আল্লাহ সুবঃ ইরশাদ করেছেন,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (যুমার, ৩৯ঃ৬৫)

তাছাড়া আল্লাহ সুবঃ আরও সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

অর্থ: "নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচছা করেন। (নিসা, ৪ঃ ৪৮)

আর দ্বিতীয় শর্ত তথা إتباع السنة এর অবর্তমানে যে ইবাদাত করা হয় সেটি হবে বিদ'আহ্।

আর এ বিষয়ে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

অর্থ: হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, “যে ব্যক্তি এই দীনের মাঝে নতুন কোন বিদ‘আত প্রবেশ করাবে, সে আমার উম্মত নয়।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫০)
রাসূল সা. আরো ইরশাদ করেছেন,

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار.

অর্থ: “জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, “প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীরই নিশ্চিত পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।” (সহীহ ইবনে খুজাইমান, নং ১৭৮৫)
সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা. এর তরীকার অনুসরণ ছাড়া কোন ইবাদাত করলে তা যত ভালো উদ্দেশ্যেই করা হোক না কোন মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। মনে করুন, জোহরের ফরজ সালাত চার রাকাত। আসরের সালাত চার রাকাত। ইশার সালাতও চার রাকাত। মাঝ খানে মাগরিবের সালাত তিন রাকাত। এখন কেউ যদি মাগরিবের সালাতকেও পূর্ণ খুশু-খুযূ ও ইখলাসের সাথে চার রাকাত পড়ে তাহলে তার এই সালাত কি আদায় হবে? মোটেই নয়। এ বিষয়টি যেমন সকলের কাছে স্পষ্ট তেমনিভাবে আল্লাহ সুব: এর যে কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রেই ইখলাস ও রাসূলের অনুসরণ ছাড়া তা গ্রহণ যোগ্য হবে না।
কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা লক্ষ্য করছি এদেশের দীনদার ও ধার্মিক লোকদের অনেকেও শিরক ও বিদ‘আতে জর্জরিত। যেমনটি স্বয়ং মহান আল্লাহ সুব: ইরশাদ করেছেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থ: “তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শির্ক করা অবস্থায়।” (সুরা আল ইউসুফ ১২:১০৬)
রাষ্ট্র থেকে দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে আলাদা করে বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদাতের রাস্তা খোলা হয়েছে। এরপরে রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই শিরক এবং বিদ‘আত ঢোকানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শিরক ও বিদ‘আত যেমন: জনগণ সমস্ত ক্ষমতার মালিক, সংসদকে স্বার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা, প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরীর ক্ষমতা দেয়া, মানব রচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করা এবং সে আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে

মূর্তি তৈরী করা, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির সামনে মূর্তি তৈরী করা, মূর্তির সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা, নগ্ন পায়ে হেটে যাওয়া, মূর্তিকে ফুল দেয়া, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণের নামে অগ্নি পূজা করা। তাছাড়া প্যারেড করার সময় রাসূলের সুন্নাহ রাইট-লেফট (ডান-বাম) না বলে শয়তানের সুন্নাহ (লেফ্ট-রাইট) বাম-ডান বলা, যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাস্তার ডান দিকের পরিবর্তে বাম দিক ব্যবহার করা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় শিরক ও বিদ‘আত।
অপরদিকে ধর্মীয় শিরক ও বিদ‘আত হচ্ছে মুসলিম জাতীর খিলাফাহ ও বাইআতের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বিষয়কে ব্যক্তি পর্যায়ে এনে পীর প্রথা চালু করে গোটা মুসলিম উম্মাহকে এক খলীফা বা ইমামের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথকে স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দিয়ে বিভিন্ন দল-উপদল, ফেরকা, মনগড়া তরীকা ইত্যাদিতে বিভক্ত করা। পীরদের নামে বিভিন্ন তরীকা তৈরী করা। তাছাড়া কবর পূঁজা, মাজার পূঁজা, পীর পূঁজা, কুমির পূঁজা, কচ্ছপ পূঁজা, পাথর পূঁজা, কবরে ফুল দেয়া, টাকা-পয়সা, আগরবাতি-মোমবাতি দেয়া, এমনকি সেজদা করা ও প্রার্থনা করা আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতকেও হার মানিয়েছে। পীর-বুজুর্গ আর খাজাবাবা, গাঁজা বাবা, লেংটা বাবাদেরকে গাউছ, কুতুব, আবদাল, আকতাব, আওতাদ, বান্দানেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, আতাবখশ্, গঞ্জেবখশ, গাউছুল আজম ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তাদেরকে এবং নবী, ফিরিশতা, ওলী-আউলিয়া, সাধু-স্বজনদেরকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, তাদেরকে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে “মাধ্যম” সাব্যস্ত করে তাদেরকে ক্ষমতার অধিকারী, হেদায়াত দানকারী এবং ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করার অধিকারী বিশ্বাস করে তাদেরকে রবের আসনে বসানো। এ চিত্রটিই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এভাবে তুলে ধরেছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

অর্থ: “তারা তাদের ধর্মীয় পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত।” (তাওবা : ৩১)
অথচ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

অর্থ: “আল্লাহ বললেন: তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, তোমাদের ইলাহ তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর।” (নাহল : ৫১)

ইসলামের সঠিক শিক্ষার অবর্তমানে সৃষ্ট এই নারকীয় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে হলে সকল প্রকার তাগুত ও বহু ইলাহ-বহু রবের ইবাদাত এবং তাদের তৈরী করা তন্ত্র-মন্ত্র ও সকল বিধান বাতিল করে ওহীর বিধান কায়েম করতে হবে। ফিরে আসতে হবে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে। আঁকড়ে ধরতে হবে কুরআন-সুন্নাহকে। কায়েম করতে হবে খিলাফাহ 'আলা মিন্হাজিন নুবুওয়্যাহ। সেই মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই এই সিরিজ প্রকাশনার সূচনা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনতকে কবুল করে তার খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দিন, আমীন।

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থ: “আসুন! আমরা অন্তত: একটি বিষয়ের ব্যাপারে একমত হই যে, - যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান- যে, আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া কাউকে ‘রব’ বানাবো না।” (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩।

সূচীপত্র

রবের পরিচয় ও মানুষের অঙ্গীকার ১৫
প্রাণীজগত দ্বারা আল্লাহর পরিচয়-১........ ৩২

প্রাণীজগত দ্বারা আল্লাহর পরিচয়-২ .... ৪০
প্রাণীজগত দ্বারা আল্লাহর পরিচয়-৩ .... ৪৭
পাহাড় দ্বারা আল্লাহর পরিচয় ৬০
আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত ৬৫
ইসলাম ও মুসলিম........ ৭৭
আল্লাহ তাআলার আদেশ দুই প্রকার ৭৮
সকল নবীর দ্বীন ছিল ‘ইসলাম’, সকল উম্মতের পরিচয় ছিল মুসলিম’ তবে শরীয়ত ছিলো ভিন্ন........ ৮২
ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন ৮৪
ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বা মতবাদ বাতিল ৮৭
আত-তাওহীদ........৯১
মক্কার লোকদের সাথে আমাদের পার্থক্য ৯৫
সকল নবী-রাসূলগণের সম্মিলিত দাওয়াত ছিল তাওহীদ........১০২
তাওহীদের বিষয়ে ৯ নবীর ভাষণ........১০২
لا اله الاّ اللّٰه ঘোষণার সারমর্ম/মূলকথা ১০৭
‘লা ইলাহা’র ঝগড়া’........১১০
এক শ্বাসে দুই গালি ১১১
ও’ এবং ই’-র পার্থক্য........১১৪
পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল........১১৫
তাওহীদের শর্তাবলী বনাম لاإله إلا الله এর শর্তাবলী........১১৮
তাওহীদের শর্ত ৭ (সাত) টি........১১৮
তাওহীদের দুই রুকন ১২৮
তাওহীদের দুটি রুকন (মৌলিক উপাদান) ঃ ১১০
(ত্বা-গুত) এর পারিভাষিক অর্থ........১৩০
প্রধান প্রধান তাগুত........১৩৬
তাগুতী রাষ্ট্রের চার মৌলিক উপাদান........১৩৯
আইন প্রণয়নের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন তা কেবল আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায় ১৪১
সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ কী?........১৪৭
সার্বভৌমত্বের কমান্ড বা আদেশই হচ্ছে আইন ১৪৭

সুরা হাশরের শেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় সার্বভৌম সত্তার পরিচয় দিচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়- ১৫৩
বর্তমানে যারা মানুষের জন্য আইন প্রনয়ণ করেছেন সেই সকল ত্বাগুতদের মধ্যে কি এই গুণাবলী আছে ? ১৫৬
যেহেতু তাগুতদের আইন তৈরী ও সার্বভৌম ক্ষমতা নেই তাই সৃষ্টি যার, আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারও কেবলমাত্র তার...................... ১৫৭
মানব রচিত আইনের স্বরূপ.. ১৫৮
কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান ১৬৭
যারা আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজেরা আইন তৈরী করে তারা নিজেরাই আল্লাহ এবং রব হয়ে যায় । ১৭০
ইবলিস কেন কাফের হলো? ১৭২
মানব রচিত আইন-বিচার মান্য করলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়.. ১৭৫
ঈমান ভঙ্গের কারণ ১৭৮
একটি সংশয়ের নিরসন ১৮৪
দ্বিতীয় প্রধান ত্বা-গুত ‘শয়তান’ ১৯৩
জ্বিন শয়তান শ্রেনীর ত্বাগুত হচ্ছে: ১৯৯
মানুষ শয়তান শ্রেনীর ত্বাগুত হচ্ছে: ২০০
যুগে যুগে ইসলামের ক্ষতি করেছে দুই শ্রেণীর লোকেরা ২০২
তৃতীয় প্রধান ত্বা-গুত تقليد اباء ‘তাক্বলীদে আবা’ ২০৫
চতুর্থ প্রধান ত্বা-গুতالهوى ‘হাওয়া’ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ............... ১৬৬

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

অর্থ: “যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত এক রজ্জুকে আকড়ে ধরলো ।”
(সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৬)

معرفة الله আল্লাহর পরিচয়

রবের পরিচয় ও মানুষের অঙ্গীকার

আমরা সকলেই বলি যে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। এর মানে কি? তাই আমরা প্রথমেই আলোচনা করবো 'আল্লাহ বিশ্বাস করা'-র অর্থ নিয়ে। কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারার ৮ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

অর্থ: "মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, (আমরা তাকে বিশ্বাস করি) কিয়ামতকে বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা মুমিন নয়।" (সূরা বাকারা, আয়াত ০৮)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা নিজেদেরকে ঈমানদ্বার দাবীকারী কিছু লোকের ব্যাপারে বলছেন যে ওরা মুমিন নয়, ওরা মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের আলোচনা শুরুই করেছেন মূলত: এই আয়াত দিয়ে। এর আগে কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াত হচ্ছে মুমিন সম্পর্কে। তার পরের ২টি আয়াত কাফিরদের সম্পর্কে। তার পরের ১৩ টি আয়াত নাযিল হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে মুনাফিক। কাফিরের চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে মুনাফিক।

কুরআনুল কারীমে কাফিরদের নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে কাফিরুন -যা মাত্র ৬ আয়াতের। একইভাবে মুনাফিকদের নামেও একটি সূরা নাযিল হয়েছে মুনাফিকুন -যা প্রায় দেড় পৃষ্ঠা। যার আয়াত সংখ্যা ১১। সূতরাং বুঝা গেলো যে মুনাফিকরা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা আবার এই মুনাফিকদের দলে পরে যাই কি না?

এজন্যই আমরা আলোচনা টি শুরু করবো 'আল্লাহকে বিশ্বাস করা' না করা নিয়ে। প্রথমেই আসুন জেনে নেয়া যাক আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ কি? আল্লাহকে বিশ্বাস করা সম্পর্কে আমরা কুরআন এবং হাদীস থেকে যতটুকু ধারণা পাই তাতে দুটি বিষয় আসে।

১) আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ হলো আল্লাহর উযুদ বা আল্লাহ আছেন এবং তার অস্িত্বকে বিশ্বাস করা। সংক্ষেপে যাকে বলে তাওহীদ।

২) আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা এককত্বে বিশ্বাস করা।

আল্লাহর এই এককত্ব তিনভাবে পাওয়া যায়। ১. উলূহিয়্যাত। ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ব বজায় রাখা। ২. রুবুবিয়্যাত। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদকে বজায় রাখা। ৩. আল আসমা ও সিফাত। আসমাউস সিফাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদকে বজায় রাখা।

আমরা আজকে যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হচ্ছে উযুদে বারি তাআলা বা আল্লাহর অস্িত্ব। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে মাজীদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ: "আমি জীন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত, আনুগত্য, দাসত্য করার জন্য। এখন আমরা যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব করবো, তাকে তো আগে চিনতে হবে। না চিনে কিভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবো? কিভাবে তার গোলামী ও দাসত্য করবো? এজন্য আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এটা ঈমান আনার জন্য প্রথম শর্ত। কে সে আমরা যার ইবাদত করবো?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানব জাতিকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠাবার আগেই রূহ গুলোকে একত্রিত করে এ উপলক্ষ্যে বিশাল এক সমাবেশ করলেন। যেখানে হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যে মানুষেরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে সকলকেই সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন। কুরআনুল কারীমে সূরা আরাফের ১৭২-১৭৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

অর্থ: "আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব হযরত আদম আ. এর পিঠের থেকে তার সন্তানদের রুহ গুলোকে বের করলেন। আবার সেই সন্তানদের পিঠের থেকে তাদের সন্তানদের এইভাবে সকলের রুহ গুলোকে বের করলেন। এরপর তাদের উপরে তাদের নিজেদেরকে সাক্ষ্য বানালেন। এরপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? তখন সকলে সমস্বরে ঘোষণা করলো, অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের রব এবং আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। (মহান আল্লাহ বললেন) আমি এটা এজন্য করেছিলাম যাতে করে তোমরা কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো যে, (আপনি যে আমাদের রব) আমরা এসম্পর্কে জানতাম না, অজ্ঞ ছিলাম।" (সূরা আরাফ :১৭২)

এই আয়াতে مِنْ ظُهُورِهِمْ দ্বারা হযরত আদম আ. এর পিঠের থেকে এবং তাদের পিঠের থেকে এমন করে ধারাবাহিকভাবে যত মানুষ জন্ম নিবে সকলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা সেই মহা সমাবেশে তাদের সামনে নিজের পরিচয় দিলেন, তাদেরকে তাদের রব আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা দিলেন এরপর তাদেরকে পরীক্ষা নিলেন এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদেরকে সাক্ষী বানালেন। এজন্য তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? তখন তারা সকলে উত্তর দিয়েছিলো, قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا সব লোকেরা বললো অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের রব এবং আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।

আরবীতে কোন কিছু স্বীকার করা, সাক্ষ্য দেয়া দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটি হচ্ছে بَلَى আর অপরটি হচ্ছে نعم । এই দুটির মাঝে পার্থক্য হচ্ছে। যখন কোন বিষয়কে প্রমাণ সহকারে ব্যক্ত করা হয় তখন বলা হয় بَلَى। তার মানে অবশ্যই আপনি আমাদের রব। কেনই বা আপনি আমাদের রব হবেন না। شهدنا আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে এই সাক্ষ্য আমি কেন নিলাম?

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.

অর্থ: "যাতে করে কিয়ামতের দিন এটা বলতে না পারো যে আমরা তো এ সম্পর্কে গাফেল ও অজ্ঞ ছিলাম। (আপনি যে আমাদের রব তা আমরা জানতাম না।)" (সূরা আরাফ, আয়াত ১৭২)

অথবা যাতে তোমরা একথা বলতে না পারো,

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

অর্থ: "আমাদের পিতৃপুরুষরা আগে শিরক করেছে। আমরা তো তাদের পরবর্তী তাদের সন্তান ছিলাম তাদের অনুসরণ করেছি মাত্র। আপনি কি আমাদেরকে আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা আগে যেই শিরক করেছে সেই পূর্ববর্তী বাতিলদের অন্যায়ের কারণে শাস্তি দিবেন?" (সূরা আরাফ, আয়াত ১৭৩) এই অভিযোগ যাতে না করতে পারো সেজন্য তোমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষী বানালাম।

এই আয়াতের মাধ্যমে আরো একটি বিষয় পরিস্কার হয়, তা হলো পূর্ববর্তী লোকেরা দলীল নয়। দলীল হবে কুরআন এবং সুন্নাহ। যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে সে বিষয়ে মহান আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে যেতে হবে। কুরআন এবং হাদীসের সমাধান মানতে হবে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো এবং তোমাদের মধ্যকার আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করো এবং উলিল আমরদের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তার ফায়সালা ও সমাধানের জন্য তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" (সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

একইভাবে মহানবী সা. বিদায় হজ্জের ভাষণেও কয়েক স্থানে বার বার বলেছেন,

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. موطأ مالك لمالك بن أنس

অর্থ:- রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, আরেকটি হলো তাঁর নবীর সুন্নাহ্।"(মুআত্তা মালেক: ৩৩৩৮ তাকদীর অধ্যায়: ৩ নং হাদিস যয়িফ সনদে)

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي.

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: রাসুল (সাঃ) বলেছেন: আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা এর উপর আমল কর তবে কখনো গোমরাহ হবে না। প্রথমত: আল্লাহর কিতাব। দ্বিতীয়: আমার সুন্নাহ।" (মুসতারাকে হাকেম -৩১৯, হাকেম সহীহ সনদে, সহীহ আল জামেউস সাগীর : ২৯৩৪)

এটা বর্তমানেও অনেক সময় হয়ে থাকে। যখন কোন বিতর্কিত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান দেয়া হয় তখন অনেকে সেই কুরআন ও সুন্নাহর সমাধান না নিয়ে বরং সে ব্যাপারে নিজেদের পূর্ববর্তীদেরকে কিংবা কোন বড় আলেম, হুজুরকে দলীল হিসেবে সামনে নিয়ে আসেন। তারা বলেন যে, আরে আপনারা কি বেশি বুঝেন। এতো বড় বড় আলেমগণ কি বুঝেন নি? ইত্যাদি।

এজন্যই মহান আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আসার আগেই আমাদের থেকে এব্যাপারে অঙ্গীকার নিলেন। أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? তখন তারা সকলে উত্তর দিয়েছিলো, قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا সব লোকেরা বললো অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের রব এবং আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং বিষয়টি যথাযথভাবে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা রূহের জগতে মানুষদের থেকে সাক্ষ্য আদায় করলেন। যাতে করে দুনিয়াতে আসার পরে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে না পারে। অত:পর আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছু ইবাদত নির্ধারণ করে দিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নাম হচ্ছে সালাত বা

নামাজ। সেই সলাতের মধ্যে একটা সূরাকে নির্দিষ্ট করে দিলেন যা না পড়লে নামাজ হবে না। সেই সূরার নাম কি? সেই সূরার নাম হচ্ছে সূরা ফাতিহা। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (صحيح البخاري : 723)

অর্থ: "হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, যেই ব্যক্তি তার নামাজে সূরায়ে ফাতিহা না পড়বে তার নামাজ হবে না।" (সহীহ বুখারী, ৭২৩)

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন যে, নামাজে সূরায়ে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ না পড়ে তাহলে নামাজ দোহরাতে হবে। অন্য ইমামরা বলেছেন ফরজ সূরায়ে ফাতেহা না পড়লে নামাজই হবে না। উদ্দেশ্য একই, তাহলো এই সূরার গুরুত্ব বুঝানো। আল্লাহর রাসূল সা. এই সূরার এতো গুরুত্ব দিলেন কেন? কি রয়েছে এই সূরার মধ্যে যা না পড়লে নামাজই হবে না?

এই সূরাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন। তাফসীরের কিতাবে লিখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম আ. থেকে হযরত মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত রাসূলদের প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন সমস্ত কিতাবের সার মর্ম হচ্ছে আল কুরআনুল কারীম। আর কুরআনুল কারীমে যা কিছু রয়েছে তার মূল হলো সূরায়ে ফাতিহা। আর সূরায়ে ফাতিহায় যা কিছু রয়েছে তার মূল সার মর্ম হচ্ছে একটি আয়াত সেটি হলো

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

অর্থ: "আপনারই আমরা ইবাদাত করি, এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।" (সূরায়ে ফাতিহা, আয়াত ৪)

সূরায়ে ফাতিহা যেই আয়াত দ্বারা শুরু বা তার প্রথম আয়াত

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি জগত সমূহের জাহানের রব।" এই সূরায়ে রবের পরিচয় আছে। এই আয়াতটির মাঝেই আল্লাহ

তা'আলার পরিচয় রয়েছে। আবার যখন আমরা রুকুতে যাই তখন তাসবীহ পড়ি, বলি-

سبحان ربى العظيم

অর্থ: "আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" এখানেও রবের প্রশংসা করা হচ্ছে। আবার যখন আমরা রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়াই তখন পাঠ করি ربنا لك الحمد হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। এখানেও রবের প্রশংসা করা হচ্ছে। আবার যখন সিজদায় যাই, তখন পাঠ করি سبحان ربى الأعلى অর্থ: আমার সুমহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এর অর্থ হচ্ছে, নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় রব, রুকু অবস্থায় রব, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে রব, সিজদায় গিয়ে রব। সব স্থানেই রবের আলোচনা হচ্ছে। দুনিয়াতে আসার আগেও রবের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো। দুনিয়াতেও সব জায়গাতেই রবের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আখেরাতের সফর শুরু হবে। আখেরাতের সফরের প্রথম ঘাটি হচ্ছে কবর। সেই কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তার মধ্যে সর্ব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, من ربك؟ তোমার রব কে? জীবনে তুমি কাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছো? তোমার রব কি কোন শাসক, না ফিরআউন না নমরুদ না হামান? নাকি কোন নেতা-নেত্রী। কোন জনক বা ঘোষক তোমার রব ছিলো কি না?

যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে من ربك؟ তোমার রব কে? তখন আমরা কি জবাব দিবো? রবকেই তো চিনি না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে রবের অস্তিত্বের বিষয়টি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে পাঠানোর আগে পরীক্ষা নিলেন,

ألست بربكم؟... আমি কি তোমাদের রব নই?

এরপর দুনিয়াতে আসার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকু অবস্থায়, সিজদা অবস্থায় সব জায়গাতেই রবের আলোচনা করা হচ্ছে। আখেরাতের প্রথম ঘাটি কবরেও প্রথম প্রশ্ন করা হবে রব সম্পর্কে। সুতরাং রব সংক্রান্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কি না? এই রবের পরিচয় নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা হচ্ছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রবের পরিচয় কুরআন শরীফে উল্লেখ করে দিয়েছেন। সূরা ত্বহা এর ৫০ নং আয়াতে। এই সূরায় ফিরআউনের কাছে হযরত মূসা আ. এর দীনের দাওয়াত দেয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ হযরত মূসা আ. এবং হারুণ আ. কে বললেন,

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.

অর্থ: "তোমরা যাও (যেই ফিরআউন নিজেই নিজেকে রব বলে দাবী করেছে সেই) ফিরআউনের কাছে, গিয়ে তাকে আমি রবের দাওয়াত দাও।" (সূরা ত্বহা, আয়াত ৪৩)

হযরত মূসা আ. যখন ফিরআউনের কাছে গিয়ে তাকে রবের দাওয়াত দিলেন তখন ফিরআউন হযরত মূসা আ. কে জিজ্ঞেস করলো,

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.

অর্থ: "হে মূসা কে তোমার রব? (কি তার পরিচয়?)" (সূরা ত্বহা, আয়াত ৪৯)

কারণ রবের একটা অর্থ যে, প্রতিপালক, লালন-পালন করা সেটা ফিরআউনও বুঝতো। তো হযরত মূসা আ. যেহেতু ফিরআউনের ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাই ফিরআউন জানতে চাইলো সে ছাড়া আর কে আছে রব। অর্থাৎ ফিরআউন এটাই বলতে চাচ্ছিলো যে, তোমার রব তো আমিই। তুমি অন্য কোন রবের দাওয়াত দিচ্ছো?

মহান আল্লাহ হযরত মূসা আ. কে ফিরআউনকে বুঝানোর জন্য রবের যেই সংজ্ঞা শিখিয়েছিলেন, আমাদেরকে বুঝাবার জন্য সেটিই জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.

অর্থ: "হযরত মূসা আ. বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছুর যিনি ব্যবস্থা করে দেন।" (সূরা ত্বহা : ৫০)

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর জীবন-যাপনের পদ্ধতি যিনি শিক্ষাদান করেছেন, জীবনের পদে পদে যা যা তাদের লাগবে তার সব যিনি পূরণ করেন, ব্যবস্থা করেন তিনিই হচ্ছেন রব।

এর উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, মানুষ যখন তার মায়ের পেটে আসে তখন মহান আল্লাহ কিভাবে এক ফোঁটা পানি থেকে তাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুন্দর করে তৈরী করেন। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

অর্থ: "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে।" (সূরা আর রাহমান : ১৪) অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.

অর্থ: "আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশ্‌তপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর গোশ্‌তপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্‌ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়! এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মু'মিনুন : ১২-১৬) আরো ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

অর্থ: "তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর 'আলাকা' থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা গাফির : ৬৭)

এভাবে মানুষ মায়ের পেটে তৈরী হলো, পাঁচ মাস সময় চলে গেছে। বডি তৈরী হয়েছে। রূহ চলে এসেছে। ক্ষুধা লেগে গেছে। এবার মায়ের পেটে

ক্ষুধা লাগলে খাওয়াবে কে? বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করবে কে? এটি তো এমন এক স্থান যেখানে কোনো আন্দোলন করার সুযোগ নেই। এমনকি বাচ্চার জন্য কান্না-কাটি করাও সম্ভব নয়। সেখানে কে খাবার দিবে?

আল্লাহু আকবার! দেখুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাবারের ব্যবস্থা করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে মায়ের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ করে দিয়ে শিশুর নাভির সাথে মায়ের নাভি সংযুক্ত করে দিয়ে বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে করে বাচ্চার কান্না-কাটি না করতে হয়। যেন বাচ্চার কষ্ট না হয়। যিনি এমনটি করেছেন তিনিই হলেন রব। সুবহানাল্লাহ। ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.

অর্থ: "হযরত মূসা আ. বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছুর যিনি ব্যবস্থা করে দেন।" (সূরা ত্বহা : ৫০)

এখানে রবের আলোচনা থেকে শুরু করা হয়েছে। কারণ রব থেকে উলুহিয়্যাতের আলোচনা আসবে। আল্লাহ তাআলা এখানে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন রব। এবার মায়ের পেটে থেকে সন্তান ধীরে ধীরে বড় হলো। সন্তানের বয়স বাড়লো ৯ মাস পূর্ণ হলো ১০ দিন পেরিয়ে গেলো। এবার সে দুনিয়াতে আসলো। এখন তার খাবারের প্রয়োজন। দুনিয়াতে এসেই তো শিশু বাচ্চা মানুষের তৈরী খাবার খেতে পারবে না। ঠান্ডা হলে সর্দি লাগবে। গরম হলে মুখ পুড়ে যাবে। শক্ত হলে গলায় আটকে যাবে। তার শরীর এখন দুর্বল। খুবই দুর্বল। বিভিন্ন রোগ-জীবানু এসে তাকে আক্রমণ করবে। তাই তার জন্য চাই শক্তিবর্ধনকারী, রোগ প্রতিরোধকারী এবং সুষম খাবার। এমন খাবার যা কোন মানুষ তৈরী করে দিতে পারবে না। কে ব্যবস্থা করবে সন্তানের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় এমন খাবারের? এবারও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে শিশুর জন্য তার মায়ের বুকের মাঝে এমন এক দুধ তৈরী করলেন যার বিকল্প আজ পর্যন্ত কেউ করে দেখাতে পারেনি। মায়ের দুধের মধ্যে প্রথম যেই শালদুধ বের হয় তা অন্য দুধ থেকে একটু গাঢ় হয়। হলুদ বা হালকা হলুদ রঙের। ঘন দুধ। আগে গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েরা বলতো যে, এই শালদুধ ফেলে দিতে হবে। কারণ এটি খেলে

নাকি ধনুষ্টংকার রোগ হবে। আল্লাহ কি এই দুধ ফেলে দেয়ার জন্য বা ধনুষ্টংকার হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন? কখনো নয়। বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা আবিষ্কার করেছেন যে, জন্মগ্রহণের পর শিশুর জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য্য পানাহার হচ্ছে মায়ের শালদুধ। তাই আজকাল যে কোন হাসপাতালে দেখবেন লেখা রয়েছে, জন্মের পরই শিশুকে মায়ের শালদুধ খাওয়ান। কেননা, এই দুধের মাঝে একদিকে খাবার আছে, অপর দিকে রয়েছে পানীয় সমানভাবে এতে আছে রোগ প্রতিরোধকারী ঔষধও। এভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মায়ের বুকের দুধের মাঝে সন্তানের জন্য খাবার, পানীয় এবং ঔষধ তৈরী করে তাকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন। এর নামই হলো রব।

এবার বাচ্চা দুধ পান করে করে বড় হচ্ছে। প্রায় ২ বছর বয়স হয়ে গেলো। এবার তার খিচুরী খেতে হবে। মুরগীর বাচ্চা খেতে হবে। এবার মহান আল্লাহ সেই বাচ্চার মুখে দাঁত গজিয়ে দিলেন। বাচ্চা সেই দাঁত দিয়ে খিচুরী খেতে লাগলো। মুরগী-কবুতরের বাচ্চা খেতে লাগলো। খেতে খেতে বড় হতে লাগলো। এভাবে বড় হতে হতে তার বয়স ৭/৮ বছর হয়ে গেলো। এবার শুধু বাচ্চা মুরগীতেই কাজ হবে না। তার গরুর গোশত, খাসীর গোশত এবং হাড্ডি চাবাতে হবে। তাই মহান আল্লাহ এবার তার মুখের সেই কচি দাঁত গুলো ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে সেখানে শক্ত ও কোনাচে কোনাচে দাঁত গজিয়ে দিলেন। মুখটাও একটু একটু করে বড় হতে লাগলো। দাঁতের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। কি সুন্দর ব্যবস্থা। এক সাথে নয়। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন হতে লাগলো। সুবহানাল্লাহ। - ইনিই হলেন সেই রব। যিনি কোন দরখাস্ত বা আবেদন ছাড়াই নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে এই সকল ব্যবস্থা করছেন তিনিই হলেন সেই মহিমান্বিত রব।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.

অর্থ: "(তিনিই আমার রব) যিনি আমাকে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেন, যখন আমি অসুস্থ্য হই তখন তিনি আমাকে সুস্থ্য করেন।" (সূরা শুআরা : ৭৯-৮০) এজন্যই মহান আল্লাহ অন্যত্র বলছেন,

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ.

অর্থ: "আর তোমাদের মধ্যেও (ভালোভাবে লক্ষ্য করো) আমার পরিচয় পেয়ে যাবে। এরপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?" (যারিয়াত : ২১) অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষও তো একটি প্রাণী। মানুষের আলোচনা বাদ থাকবে কেন, আল্লাহ বলছেন তোমরা আমাকে চেনার জন্য এবার তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে লক্ষ্য করো, আমার পরিচয় পেয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, আগুন, মাটি, মরুভূমি, সাগর, পানি, বাতাস তার সবই এই মানুষের মধ্যে নমুনা রেখেছেন। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মানুষের রক্তের মাঝে অনেক ব্যাকটেরিয়া চলাচল করে। মানুষের মুখের মধ্যে ২০০ প্রজাতির জীবানু বাস করে। সাধারণ ঝড় তুফানের গতি ১৫০ থেকে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ২০০ কিলোমিটার গতির ঝর হলে মানুষ পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখেছে মানুষের নাকের ভেতর যে পশমের নেট আছে তা ভেদ করে যখন ভেতরে ধুলো-বালি প্রবেশ করে তখন নাকের পানি দিয়ে তা বের করা হয়। এরপরও যদি কিছু ভেতরে থাকে তাহলে যখন হাঁচি আসে। হাঁচির গতিবেগ হলো ২০০ কিলোমিটার। এই গতির মাধ্যমে ভেতরের সকল ধুলো-কণা ও রোগ-জীবানু বের করে দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ।

এবার মহান আল্লাহ বলছেন, হে মানুষ তোমরা এবার চিন্তা করে দেখো তোমার নিজের ভেতরকার এই মিনি পৃথিবী চালাবার মতো অন্য কেউ আছে কি না। দুনিয়ার সকল জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একমত যে, এই ছোট্ট পৃথিবীটাকে পরিচালনা করার জন্য একটি শক্তি কাজ করছে। যেটা থাকলে মানুষ কথা বলতে পারে, না থাকলে মানুষ মৃত লাশ হয়ে যায়। যেটা থাকলে সন্তান বাবা ডাকে, স্ত্রী স্বামী ডাকে, পাড়া-প্রতিবেশী সম্মান করে। ওটা না থাকলে সবাই বলে একে তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। সবাই বুঝে একটা শক্তি আছে। যাকে আরবীতে বলে রূহ। বাংলায় বলে প্রাণ। এজন্য রূহ বিষয়ে মানুষের কৌতুহল ছিলো আগে থেকেই। এমনকি আল্লাহর রাসূল সা. কে পর্যন্ত কাফিররা জিজ্ঞাসা করেছিলো এ সম্পর্কে। সূরায়ে ইসরা'র মধ্যে আছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلًا

অর্থ: “হে নবী! তারা আপনার কাছে জানতে চায় রূহ সম্পর্কে, আপনি বলে দিন রূহ হচ্ছে আমার রবের একটি আদেশমাত্র। (এর বেশি আর কি বোঝাবো তোমাদের) এব্যাপারে তোমাদেরকে খুব কমই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।” (সূরা ইসরা, আয়াত ৮৫)

এটি এমন এক বিষয় যা বুঝানোর জন্য একটি উপমা দেয়া যায়। যেমন কূয়ার ব্যাঙ সাগরের ব্যাংঙ এর কাছে জিজ্ঞাসা করছে, তোমার সাগরে পানি কতটুকু? সাগরের ব্যাং চুপ করে বসে আছে। চিন্তা করছে এই কূয়ার ব্যাংকে সে কিভাবে সাগরের পানি সম্পর্কে ধারণা দিবে। এরপর আবারো কূয়ার ব্যাং একটি লাফ দিয়ে বললো তোমার সাগরের পানি কি আমার এই কূয়ার পানির অর্ধেক হবে। সাগরের ব্যাং বললো, হ্যাঁ হবে। অর্থাৎ কূয়ার ব্যাংকে একটি প্রবোধ দিলো মাত্র।

মহান আল্লাহ তা’আলাও একইভাবে কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করলেন, আরে তোমরা রূহ সম্পর্কে জানতে চাও, অথচ তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য যেই সক্ষমতা থাকা দরকার তার কিছুই তো তোমাদের নেই। তোমরা কেবল এতোটুকুই বুঝে নাও যে সেটি আমার একটি আদেশ।

সত্যিই তো, আল্লাহর আদেশ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে। আদেশ শেষ কাজও শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছেন, হে মানব, তোমার এই ছোট্ট পৃথিবীকে পরিচালনা করতে যদি একটি শক্তি প্রয়োজন হয় -যা তোমরা সকলেই মানো। তাহলে তোমরা এখান থেকেই বুঝে নাও যে, এই বিশাল বিশ্ব, আকাশ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, সাগর-নদী এই সব গুলোকেও পরিচালনা করার জন্য একজন আছেন, তিনিই হচ্ছেন রব।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: “সকল প্রশংসা সারা জাহানের সেই রবের জন্যই।” সূরায়ে ফাতিহা।

এখন প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ বা এই রব কয়জন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য হে মানুষ, তুমি তোমার নিজের মাঝেই চিন্তা করো। সকল বিজ্ঞানী, মহা বিজ্ঞানীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করো তোমার এই ছোট্ট পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করার যদি একের অধিক শক্তি থাকে তাহলে অবস্থা কেমন হবে?

সকল জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বলে যে, মানুষের রূহ একটিই। যদি একাধিক রূহ থাকতো তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেতো। একটি রূহ বলতো আজকে ঠাণ্ডা প্রয়োজন। আরেকটি রূহ বলতো গরম দরকার। এই দুই রূহের সংঘর্ষে দেহটাই ধ্বংস হয়ে যেতো। একইভাবে বিষয়টি সমগ্র বিশ্ব নিয়ে ভেবে দেখো। যদি এই পুরো বিশ্ব জাহানে এক রবের অধিক কোন নিয়ন্ত্রক ও ইলাহ থাকে তাহলে কি হবে?

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.

অর্থ: “যদি এই জগতে এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোন ইলাহ থাকতো, তবে এটি ধ্বংস হয়ে যেতো।” (সূরায়ে আম্বিয়া, আয়াত ২২)।

যদি বলেন যে, আল্লাহর রং ও কালার কি? দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি? আল্লাহ বলেন, তুমি তোমার মাঝে গবেষণা করো। তোমার দেহটা পরিচালনার জন্য যেই রূহ টা রয়েছে, তার দৈর্ঘ্য কি? প্রস্থ কি? তার ভেদ কি? কালার কি? বলা যাবে কিছু? মহান আল্লাহ তার সম্পর্কে এতোটুকু বলেছেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

অর্থ: “আল্লাহ তা’আলা আরশে সমাসীন।” (সূরায়ে ত্বহা, আয়াত ৫)।

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

অর্থ: “আল্লাহ তা’আলা সকল কিছুকে তার ইলম দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন।” (সূরায়ে তালাক, আয়াত ১২)।

এখন আল্লাহ কিভাবে আরশে আছেন, সেটি আমাদের জানা নেই। এজন্য বলেছেন তোমার রূহ নিয়ে চিন্তা করো। তোমার ভেতরে তোমার রূহ আছে এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এব অবস্থান সম্পর্কে যদি চিন্তা করো তবে তুমি তোমার রব সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবে। তার পরিচয় পেয়ে যাবে। রূহের কোন কালার নেই। রূহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আমরা জানি না। যদি শরীরের কোথাও একটি পিঁপড়া কামড় দেয় বা কোন অংঙ্গে আঘাত পাওয়া যায় তাহলে যেখানেই সমস্যা হোক না কেন রূহের মাধ্যমে আমরা বুঝে ফেলি যে, কোথায় ব্যাথা। একইভাবে মহান আল্লাহও সেই আটলান্টিক মহাসাগড়ের নীচেও যদি কোন পিপিলিকা চলে তাহলে তিনি সেটিও দেখতে পান এবং তার সম্পর্কেও খবর রাখেন।

সুতরাং আমাদের এই দেহটি যে পরিচালনা করে সেই রূহ সম্পর্কেই যদি আমরা কিছু জানতে না পারি তাহলে কিভাবে সকল জগতের রব সেই মহান আল্লাহর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সম্পর্কে কি বুঝবো?

মহান আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অর্থ: "তিনিই সেই মহান আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তার কখনো তন্দ্রা বা নিদ্রা কিছুই আসে না। আসমান এবং জমীনের সকল কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তারই জন্য নির্দিষ্ট। কে এমন আছে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে? কিন্তু তিনি যাকে অনুমতি দিবেন তার কথা ভিন্ন। তিনি তার সামনে পিছনের সকল বিষয়ে সমানভাবে অবগত। তার জ্ঞানের বিশালতাকে কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যা চান তা ব্যতীত। তার কুরসী আসমান এবং যমীনে বিস্তৃত এবং তিনি কখনো ক্লান্ত হননা। তিনিই শ্রেষ্ঠ, সুমহান।" (সূরায়ে বাকারা, আয়াত ২৫৫)।

এজন্যই যারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, যেই সকল বিজ্ঞানী মহা-বিজ্ঞানী গবেষণা করেন তারা মহান আল্লাহর সামনে নত হয়ে আসেন। আল্লাহর অস্তিত্ব তারা অনুভব করেন এবং এক সময় ঈমান আনেন। যারা মহান আল্লাহর এই সকল সৃষ্টির পরিচালনা নিয়ে চিন্তা করেন তারা বুঝেন যে এগুলো কোন একজন পরিচালক ছাড়া চলতে পারে না, আর সেই পরিচালকই হচ্ছেন মহান রব বা আল্লাহ। তাই তারা আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যান।

ইমাম আবূ হানীফা রা. এর সময়ের একটি ঘটনা। সেই সময়কার খলীফার দরবারে একবার একজন উচ্চ শিক্ষিত নাস্তিক এসে বললো, আল্লাহ বলে কিছু নেই। যদি প্রমাণ করতে পারো তাহলে আমি মানবো। তোমাদের মধ্যে কে জ্ঞানী আছে তাকে ডাকো। খলীফার অনুরোধ করলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে সেই নাস্তিকের সাথে আলোচনা করার

জন্য। সময় দেয়া হলে ধরেন বিকাল ৩ টা। ইমাম সাহেব আসলেন অনেক পরে। একেবারে ৫ টা বাজে। নাস্তিক এর মধ্যে খুশি হয়ে গেলো যে, ইমাম আবূ হানীফা ভয় পেয়েছেন। তিনি পরাজিত হবেন বলে দেরি করছেন। এরপর যখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. আসলেন তখন সেই নাস্তিক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইমাম সাহেব আপনি এতো দেরি করলেন কেন? আপনার না ৩ টা বাজে আসার কথা?

তখন জবাবে আবূ হানীফা রহ. বললেন, দেখো আমার বাড়ি দজলা নদীর ঐ পাড়ে। আর আলোচনার এই স্থান হলো এই পাড়ে। আসতে হলে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার প্রয়োজন। আমি নদীর পাড়ে এসে দেখলাম সেখানে নদী পাড়াপাড়ের মতো কোন ব্যবস্থা নেই। কোন নৌকা নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ পরে দেখলাম নদীর ভেতর থেকে বিশাল এক গাছ বের হয়ে আসলো। কি আশ্চর্য যে, গাছটি আস্তে তক্তা হয়ে গেলো। এরপর তক্তা গুলো একটি আরেকটির সাথে লেগে যাচ্ছে। এরপর দেখলাম পেরেক চলে এলো। সেই পেরেক গুলো তক্তার গায়ে লেগে গেলো। এরপর একটি নৌকা হয়ে গেলো। সেই নৌকাটি এসে নদীর পারে আমার কাছে ভিড়লো। আমি তাতে উঠে এখানে আসলাম। এই জন্য আমার দেরি হয়ে গেছে।

নাস্তিক এই ঘটনা শুনে বললো, আরে আমি তো শুনেছিলাম আপনি নাকি বড় একজন জ্ঞানী। তাই আপনার সাথে আলোচনা করতে এসেছিলাম। এখন তো দেখছি আপনি একজন মহা বোকা। আপনার সাথে কি কথা বলবো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, যে নদীর মাঝ থেকে গাছ এসে তক্তা হয়ে পেরেক লেগে নৌকা হয়ে গেলো। এটা অসম্ভব।

এবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আরে বোকা আমি না, বোকা হলে তুমি। তোমার সাথে আমার আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। তুমি যেহেতু বস্তুবাদী তাই আমি তোমার সাথে কুরআন-হাদীস নিয়ে আলোচনা করবো না, বস্তু দিয়েই তোমাকে জবাব দিবো। তুমি এতোই বোকা যে একটি নৌকা এমনি এমনি তৈরী হওয়াকে তুমি মানতে পারো না, তার একজন স্রষ্ঠা খোঁজো। অথচ তোমার মতো এমন সুন্দর একটি মানুষ, যার নাক আছে, কান আছে, চোখ আছে এবং সব গুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার আপন আপন স্থানে খুবই সুন্দরভাবে ফিট করা হয়েছে এটি কিভাবে একজন স্রষ্টা

ব্যতীত এমনি এমনি হতে পারে তা তুমি চিন্তা করলে না? তোমার জন্য চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছু কে সৃষ্টি করে দিলেন তা নিয়ে তুমি গবেষণা করে আল্লাহর পরিচয় পেলে না তোমার চেয়ে বোকা আর কে আছে?
এবার নাস্তিক তার ভুল বুঝতে পারলো। আমাদেরও বুঝতে হবে যে, এই সকল সৃষ্টির মাঝেই মহান আল্লাহর পরিচয় লুকিয়ে আছে। আমি আপনি মহান আল্লাহর যে কোনো সৃষ্টির দিকে তাকালেই তার পরিচয় পেতে পারি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

জুমার বয়ান। তারিখ : ১২-০৬-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

প্রাণীজগত দ্বারা আল্লাহর পরিচয়-১

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধু মানুষের জন্যই নয়। বরং সকল মাখলুকাতেরই ব্যবস্থা করছেন। ডিম থেকে হাস, মুরগী, কুমীর, কচ্ছপ, সাপসহ অনেক প্রাণীর বাচ্চা হয়ে থাকে। আপনার দেখবেন ডিমের ভেতর দু'টি অংশ থাকে। একটি হলো সাদা, অপরটি হলুদ বা লাল। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে ডিমের হলুদ অংশ দিয়ে বাচ্চা তৈরী হয়। ডিমের ভেতরে তো আর তার মায়ের নাভির সাথে সম্পর্ক দেয়া সম্ভব নয়, এখানে তার খাবারের ব্যবস্থা হবে কিভাবে? মহান আল্লাহ এখানে তার খাবারের ব্যবস্থা করলেন ডিমের অবশিষ্ট্য সাদা অংশ দ্বারা। এভাবে যখন ডিমের ভেতর বাচ্চা বড় হয়ে গেলো, ডিমের ভেতরের সাদা খাবার শেষ হয়ে গেলো তখন আল্লাহ তাকে জ্ঞান দিলেন এবার তুমি দুনিয়াতে আসতে পারে। দুনিয়াতে আসার জন্য তুমি তোমার ঠোঁট দ্বারা তোমার চারপাশের প্রাচীরে আঘাত করো। এটা কোন চীনের মহাপ্রাচীর নয়। তুমি আঘাত করলে তা ভেঙ্গে যাবে। বাচ্চা তখন ডিমের ভেতর বসে সমানভাবে চারপাশে আঘাত করতে থাকে। একটা পর্যায়ে যখন চতুর্পাশ্ব দূর্বল হয়ে যায় তখন সে মাথা দিয়ে উপর দিকে ধাক্কা দেয়। উপরের ছাদ সরে যায়, সে দুনিয়াতে বেড়িয়ে আসে।
দুনিয়াতে আসার পর মনে হয় সে কি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। মুরগীর বাচ্চা যখন চিল দেখে তখন তার মা একটি আওয়াজ করলে সে দৌড়ে এসে তার মায়ের আচলের নিচে আশ্রয় নেয়। মুরগীর বাচ্চা আর হাসের বাচ্চা একই সাথে বড় হলেও আপনারা দেখবেন যে, হাসের বাচ্চা যখন পানি দেখে তখন সে আনন্দে নেচে ওঠে। সাঁতার কাটতে শুরু করে। তার মনে কোন ভয় নেই। সে মনে করে যে পানি মনে হয় তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মুরগীর বাচ্চা পানির কাছে নিয়ে যান, পানিতে নামবে? মরতে রাজি কিন্তু পানিতে নামতে সে রাজি হবে না। কে তাকে শিক্ষা দিলো যে, পানি তার জন্য উপযুক্ত নয়? কে তাকে বোঝালো যে, তুমি পানিতে নামবে না। পানিতে নামলে তোমার ক্ষতি হবে। যিনি তাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই হলেন সেই রব।
শীতকালে শীতপ্রধান দেশগুলোতে যখন অধিক ঠান্ডার কারণে পানি বরফ হয়ে যায়, অতিথী পাখীদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করা এবং সেখানে থাকা যখন কষ্টকর হয়ে যায় তখন তারা সেখান থেকে

হিজরত করে। বাংলাদেশের হাওড়-বাওর খাল-বিলে চলে আসে। আনন্দে নেচে-গেয়ে একেবারে মাতিয়ে তোলে। তাদের জন্য সরকারও নিরাপত্তা দিয়েছে। কেউ এই সকল পাখি শিকার করলে তার জন্য শাস্তি আছে। এরপর যখন শীত চলে যায় তখন কি এরা এখানে বসে থাকে? না। তারা আবার তাদের আগের স্থানে চলে যায়। কে তাদেরকে এই জ্ঞান দান করেছেন? -তিনিই সেই রব।

একটি বাবুই পাখি যখন তালগাছে বাসা বাঁধে তখন কি সুন্দর করে তারা বাসা বানায়। বাসা বানানোর পর যাতে করে স্ত্রীর মুখ দেখা যায় সেজন্য কাঁদা দিয়ে তা রং করে। এরপর জোনাকি পোকা দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করে। কারণ সেখানে তো আর বিদুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিদুৎ সাপ্লাই দেয়া হবে না।

এইভাবে আপনারা দেখবেন যে প্রত্যেকটা প্রাণী যার যা প্রয়োজন মহান আল্লাহ তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এমনকি আমাদের দেশের কুকুর গুলোর গায়ে পশম কম। বিদেশের কুকুরগুলির গায়ে পশম বেশী থাকে। কেন? কারণ সেখানে শীত বেশি। শীতের সময় মানুষ যখন কম্বল গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করে কুকুর গুলোর গায়ে কম্বল পড়াবে কে? সুবহানাল্লাহ মহান আল্লাহ তাদের শরীরে পশম বাড়িয়ে দিয়ে তাদের জন্য স্থায়ী কম্বলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের দেশের কুকুরদেরও যদি এরকম বেশী পশম থাকতো তাহলে গরমের দিন মহিষ যেমন পানিতে সাঁতরায় তেমনি কুকুর গুলোকেও পানিতে সাঁতরাতে হতো।

হায়াতুল হায়াওয়ান বইতে দেখলাম, ঘোড়ার ঘাড়ে যে পশম কেন এই পশম? এই পশম গুলো দিয়ে সে গরম নেয়। একইভাবে ইঁদুরের যে লম্বা লেজ এই লেজ দিয়ে সে তার শরীরের এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করে। যখন তাপ বেড়ে যায় তখন সে এই লেজ দিয়ে তার শরীরের অতিরিক্ত তাপ বাহির করে দেয় আবার যখন তাপ কমে যায় তখন সে এই লেজ দিয়ে তার শরীরে তাপ বাড়ায়। কি সুন্দর ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করে দিয়েছেন। এজন্যই বলা হয়েছে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি জগত সমূহের রব।"

অর্থাৎ মহান আল্লাহ স্থলভাগ, আকাশ, সমুদ্র ও পানি জগতসহ সকল জগতের রব। ধারাবাহিকভাবে এগুলো আলোচনায় আসবে। মহান আল্লাহও এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: "যারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে, (তারা বলে) হে আমাদের রব তুমি কিছুই অহেতুক সৃষ্টি করো নি। আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১)।

তাই যে সকল জ্ঞানীরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করে দেখবেন তারা অবশেষে কুরআনের সামনে নত হয়ে আসেন। বহু বিজ্ঞানীদের মত আছে স্রষ্টা সম্পর্কে। এজন্যই বলা হয় যে বিজ্ঞানীরা নাস্তিক হয় না। এমনিও দুনিয়াতে নাস্তিকদের সংখ্যা অতি নগন্য। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দায়ীদের জন্য এ বিষয়গুলো খেয়াল করা উচিত। ডারউইনের অনুসারী আগে খুব কম ছিলো। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে নাস্তিকদের লেখা পড়ানোর কারণে সমাজে নাস্তিকদের সংখ্যা ভাড়ী হচ্ছে।

ডারউইনের বক্তব্য মানুষ নাকি বানর থেকে এসেছে। গাছে ঝুলতে ঝুলতে ঘসা লেগে লেগে এক সময় তার লেজ পড়ে যায় এবং সে মানুষ হয়ে যায়। সে বলে বিশ্বাস না হলে পেছনে হাত দিয়ে দেখো এখনো সেখানে পূর্বের লেজের আলামত নাকি দেখা যায়। আরে বোকার দল, এখনও চিড়িয়াখানায় বানর দেখা যায়। বনে জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ বানর পাওয়া যাবে। যদি সত্যিই মানুষ বানর থেকে এসে থাকে তাহলে এখন আধা মানুষ আধা বানর, বা পোয়া মানুষ পাওয়া যায় না কেন? এখন সেই বিবর্তন বন্ধ কেন?

কোন একটি প্রাণীর সঙ্গে অপর প্রাণীর কোন একদিকে মিল থাকলেই যে সে তার অংশ এটি সম্পূর্ণ বোকার প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাবদা মাছ আর বোয়াল মাছ দেখতে প্রায় এক হলেও পাবদা মাছ কিন্তু বোয়াল মাছের পূর্বপুরুষ নয়। গজাল মাছ, শৌল মাছ, টাকি মাছের মধ্যে মিল আছে, তাই বলে কি এগুলো একটি অপরটির পূর্ব পুরুষ? মোটেই নয়।

এরকমভাবে আরেক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন যে এই পৃথিবী নাকি একটি মহা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিগব্যাং আবিস্কার করলো আর খুব খুশি হলো। এর বিপক্ষের বক্তব্য আমরা কুরআন এবং বিজ্ঞান থেকে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এজন্যই আমরা বলেছি সত্যিকারের বিজ্ঞানী যারা তারা কুরআনের সামনে নত হয়ে আসে। আল্লাহর দীনের সামনে নত হয়ে আসে। তুলা গাছেও ফল হয় তুলা হয়। আর আম-কাঠাল গাছেও ফল হয়। কিন্তু তুলা গাছের তুলা যখন পাকে তখন তা হাল্কা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ঘার মোটা হয়ে যায় এরপর তা ফেটে যায় এবং বাতাসে উড়ে যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য উপকারী ফল গাছের ফল পাকলে তা নত হয়ে নিচের দিকে নেমে আসে।

একইভাবে নাস্তিক যারা তারা দুনিয়াতে থাকে যেন দুনিয়াই সর্বস্ব। খাও-দাও ফুর্তি করো। দুনিয়াটা মস্ত বড়ো। মক্কায়ও এধরণের গুটি কতেক মুশরিক ছিলো। তাদের সম্পর্কে কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37)

অর্থ: "জীবন তো কেবলমাত্র একটিই, (খাবো আর আনন্দ ফুর্তি করবো)। আমরা মরে যাই এবং বেঁচে থাকি। আমরা কখনোই পুনুরুজ্জীবিত হবো না।" (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ৩৭)

নাস্তিকরা এসব অন্যদেরকেও শেখায়। এরপর মরার আগে তাদের মনে ভয় ঢুকে। তারা তখন বলতে থাকে আমাকে হাসপাতালে দান করো। কবর দিয়ো না। কারণ তারা জানে যদি তাকে কবর দেয়া হয় তাহলে তাকে সেই কবরের মাঝে এমন বাড়ি মারা হবে মাথা ভেঙ্গে ৭০ গজ দূরে চলে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে আবার বাড়ি মারা হবে। এই ভয় মৃত্যুর আগে তাদের মনে ঢুকে আল্লাহই এটি তাদের ভেতর ঢুকিয়ে দেন। এজন্যই তারা বলে, আমাকে কবর দিয়ো না, হাসপাতালে দান করো।

এক নাস্তিক (ড. আহমদ শরীফ) যে সারা জীবন আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। মরার আগে সে বললো আমাকে হাসপাতালে দান করে দিও। তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলো গবেষণার জন্য এর লাশ আমাদের দরকার নাই বলে ফেরত দিলো। আরেক হাসপাতালে নিয়ে গেলো সেখান থেকেও

ফেরত পাঠানো হলো। শেষ পর্যন্ত একটা প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে গেলো আর কি করবে। এই হলো তাদের দূরাবস্থা।

আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার পরিচয় জানানোর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই যারা প্রকৃত জ্ঞানী বিজ্ঞানী তারা আল্লাহর সামনে নত হয়ে আসবে। এজন্য আল্লাহ তার নিজের বিস্তারিত পরিচয় দেন নি। তার মাখলুকাতের মাঝেই তার পরিচয় নিহিত রয়েছে। সূরায়ে নাহলের ৬৬ নয় আয়াতে তার পরিচয় দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: "আর তোমাদের জন্য পশুর মধ্যে রয়েছে শিক্ষনীয় বিষয়। এর রক্ত এবং বর্জের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য আমি সুপেয় দুধ বের করে দেই। যা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিদায়ক সুন্দর ও সুস্বাদু। আর বিভিন্ন ফল-ফলাদি যেমন খেজুর-আঙুর এর মাধ্যমে তোমরা রিযক গ্রহণ করে থাকো। নিশ্চয়ই এই সকল বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন আছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা নাহল, আয়াত ৬৬-৬৭) এরপর বলছেন,

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন তোমরা পাহাড়ে গিয়ে, গাছের উপরে এবং বিল্ডিংয়ের কার্ণিশে তোমরা ঘর তৈরী করো। অত:পর তোমরা সব ফল এবং ফুল থেকে রস সংগ্রহ করো। তোমার রবের দেখানো পথে চলতে থাকো। এরপর তার পেট থেকে বিভিন্ন রংয়ের সুমিষ্ট পানীয় বের হয় যার মধ্যে মানুষের জন্য শেফা বা রোগমুক্তি। নিশ্চয়ই এই সকল বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন আছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা নাহল, আয়াত ৬৮-৬৯)

ঘর তৈরী করার জন্য ইট-সিমেন্ট ও কেমিকেল দরকার। মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করে দিলেন। আপনারা দেখবেন

মৌমাছি যখন ঘর বানায় তখন তারা আগে গাছের মধ্যে এক ধরণের কেমিক্যাল দিয়ে তার সাথে ঝুলিয়ে ঘর বানায়। এমন ঘর যাতে অনেক সময় ১০ মন পর্যন্ত মধু সুন্দরবনে ঝুলে থাকে। কিন্তু তা ছিড়ে পড়ে না। এতো মজবুত কেমিকেল দিয়ে তারা ঘর বানায়। আজ পর্যন্ত আপনারা কেউ শুনেছেন যে, মধুর ওজন বহন করতে না পেরে কোন মৌচাক ছিড়ে গেছে? শুনেন নি। এবার ঘর তৈরী করার জন্য প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার দরকার। তাদের তো আর বুয়েট নেই, কুয়েট নেই। মহান আল্লাহ তাদের মধ্যেই প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার সৃষ্টি করে দিলেন। আপনার যান গিয়ে মৌমাছির ঘর গুলো মেপে দেখে আসুন। তাদের প্রতিটি ঘর ষষ্ঠকোন বিশিষ্ট্য। নিজেদের মাষ্টার বেডরুম আলাদা। বাচ্চাদের ঘর আলাদা। মধু রাখার ঘরও আলাদা। সুবহানাল্লাহ।

ঘর তৈরীর পর কিভাবে মধু সংগ্রহ করতে হবে তাও মহান আল্লাহ তাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। মধুর সন্ধান করা এবং দূর দূরান্ত থেকে মধু আনতে গিয়ে কোন মৌমাছি যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য তাদের মধ্যে কম্পাস তথা দিক নির্ণয়কারী যন্ত্রও স্থাপন করে দিয়েছেন। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, মৌমাছিরা ১০ মাইল পর্যন্ত দূর থেকে নিজেরা নিজদের একটি বিশেষ শিংয়ের নাড়া-চাড়া করার দ্বারা নিজেদের অবস্থান শনাক্ত করতে পারে এবং ঠিক ঠিক স্থানে গিয়ে মধু নিয়ে আবার নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে পারে। এই ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তিনিই আমাদের রব।

এই চর্চা না হওয়ার কারণে আজকে অনেক মুসলিম যুবক তার রবের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে থেকে এক সময় নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদেরকে আমাদের রব সম্পর্কে জানতে হবে। এভাবে আমাদের রবের পরিচয় জলে, স্থলে, আকাশে, নিজের মধ্যে সর্বস্থানেই রয়েছে। সেগুলো আমাদের জানা এবং বোঝা দরকার আর এজন্য প্রয়োজন একটু সঠিক জ্ঞানের। এজন্যই হযরত ইব্রাহীম আ. একদিন তার পিতাকে বললেন,

قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

অর্থ: "আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন হযরত ইব্রাহীম আ. তার পিতা আযরকে বললেন, হে আমার পিতা, আপনি কি একটি পাথরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এবং আপনার

জাতিকে দেখতে পাচ্ছি যে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত আছো।" (সূরা আনআম, আয়াত ৭৪)

হযরত ইব্রাহীম আ. এর পিতা ইব্রাহীম আ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছো তুমি? আমরা গোমরাহীর মধ্যে আছি? তোমার কি প্রমাণ আছে এব্যাপারে?

হযরত ইব্রাহীম আ. তার রবকে চিনেছিলেন প্রমাণসহকারে। আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম আ. কে যেভাবে তার রবের সন্ধান দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে পুরো ঘটনা উল্লেখ করে দিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম আ. একদিন বসে রবের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন তার গোত্রের লোকদের পূজার কথা। তিনি চিন্তা করছিলেন কি হলো আমার সম্প্রদায়ের তারা নিজ হাতে যেই মূর্তি তৈরী করে, যা নিজে খেতে পারে না, কারো কোনে উপকারে আসে না তা কি করে রব হতে পারে। তিনি বিষয়টি নিয়ে সারা রাত গবেষণা করতে লাগলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ৭৬ নাম্বার আয়াত থেকে দেখেন আল্লাহ সেখানে বলছেন,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ: "অত:পর যখন রাতের আঁধার নেমে আসলো তখন হযরত ইব্রাহীম আ. আকাশের দিকে তাকালেন। সেখানে তিনি সুন্দর সাজানো-গোছানো তারকারাজি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, এগুলোই মনে হয় আমার রব হবে। এরপর যখন তারকাগুলো ডুবে গেলো তখন তিনি বললেন যে ডুবে যায় সে আমার রব হতে পারে না। আমি ডুবে যাওয়াদেরকে ভালোবাসি না। এরপর যখন চন্দ্র উদিত হলো, তখন তিনি দেখলেন যে আরে এটি তো আরো বড়। (অনেক সুন্দর এর আলো) এটিই মনে হয় আমার রব হবে। এরপর যখন আবার চন্দ্রও ডুবে গেলো তখন তিনি বলতে লাগলেন, যদি আমার রব আমাকে হেদায়াতে না দেন, আমাকে

পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমিও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। এরপর যখন সকালে সূর্য উদিত হলো, তিনি সূর্যকে আরো বড় দেখলেন তখন তিনি বললেন, এটি তো বড়, এটিই মনে হয় আমার রব। এরপর যখন সূর্য ডুবে গেলো তখন হযরত ইব্রাহীম আ. বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা যেনে রাখো আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমি আমার স্বত্ত্বাকে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোনিবেশ করলাম যিনি এই সকল আসমান, যমীন, চন্দ্র-সূর্য তারকা-নক্ষত্র সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমার রব। আর আমি অবশ্যই মুশরিকদের দলভুক্ত নই।" (সূরা আনআম, আয়াত ৭৪)

অন্যত্র এই সকল চন্দ্র-সূর্যের ইবাদত করতে নিষেধ করে বলা হয়েছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

অর্থ: "আর মহান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাত-দিন, সূর্য্য-চন্দ্র ইত্যাদি। সূতরাং যদি তোমরা কেবলমাত্র স্রষ্টার ইবাদাত করতে চাও তবে তোমরা সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের ইবাদত করো না, বরং এক আল্লাহরই ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত ৩৭)

প্রাণীজগত দ্বারা আল্লাহর পরিচয় -২

আলোচনা চলছিলো হযরত ইব্রাহীম আ. এর মহান আল্লাহর সন্ধান লাভ সম্পর্কে। এই মা'রিফাত বা মহান আল্লাহর পরিচয় নিয়ে আমাদের সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনেকে শরীয়াত এবং মা'রিফাতকে আলাদা করে ফেলছে। আল্লাহর মা'রিফাত বা পরিচয়ের শ্লোগান তুলে একদল

লোক শরীয়াত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিতে অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। একদল লোক যাদের মধ্যে শরীয়াতের কোন আমল নেই, কোন পাবন্দী নেই তারা নিজেদেরকে মা'রিফাতের নামে আলাদা একটি ধর্মের রূপ দিতে চাচ্ছে।

মূলত: মা'রিফাত কি জিনিষ? মা'রিফাত মানেই হচ্ছে আল্লাহর পরিচয়। শরীয়াত ও মা'রিফাতকে যারা আলাদা করে তারা মহানবী সা. এর আনীত ইসলামের অনুসরণ করে না। তাদের ধর্ম ভিন্ন। যদিও নাম দেয় তারা মুসলিম। মূলত: এরা ইসলামের কেউ নয়। এজন্যই এ বিষয়টি গভীরভাবে জানা এবং উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কেননা, একজন লোক সত্যিকারভাবে আল্লাহর পূর্ণ পরিচয় সম্পর্কে অবগত হতে পারলে কেবল তখনই সে ভালোভাবে তার ইবাদত করতে পারবে।

পূর্বের আলোচনায় আমরা বলেছিলাম যে, মহান আল্লাহর পরিচয় এই গোটা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মাঝেই পাওয়া যায়। সেই ধারাবাহিকতায় প্রাণী জগত, স্থল জগত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে নাহলের ৫ নাম্বার আয়াতে বলেন,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

অর্থ: "আর তিনি তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছে। যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শীত থেকে বাঁচার জন্য গরম ব্যবহার্য বস্তু তৈরীর উপকরণ এবং আরো বহুবিধ উপকার। আবার এদের থেকে কিছু তোমরা ভক্ষণ করো।" (সূরা নাহল, আয়াত ৫)

এই পশু দ্বারা অনেক উপকার হয় আমাদের। কি কি উপকার হয় সে সম্পর্কে অপর এক আয়াতে আল্লাহ আরো বলছেন,

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "আর এই পশু গুলো তোমাদের ভারী বোঝাসমূহ বহন করে এক শহর থেকে অপর শহরে নিয়ে যায়। যেখানে তোমরা নিজেরা অনেক কষ্ট না করে নিতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব তার বান্দাদের উপর সীমাহীন দয়াময়।" (সূরা নাহল, আয়াত ৭)

আগের জমানায় যে কোন সরঞ্জাম এবং ভারি বস্তু বহন করার জন্য এগুলোই ছিলো একমাত্র মাধ্যম। এমনকি বর্তমান আধুনিক সময়েও

ঘোড়া-গাধা ইত্যাদিও অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেই সকল রাস্ণ্ঢায় এই আধুনিক যুগেও গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না সেখানে এখনও আল্লাহর দেয়া এই গাড়ি তথা হাতি-ঘোড়া-উট দ্বারা মাল আনা নেয়ার কাজ করা হয়। বিশেষত: ঘোড়া দিয়ে জিহাদের কাজ। এজন্য জিহাদের ঘোড়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরায়ে আদিয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ

অর্থ: "শপথ উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির। যারা পায়ের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। সকাল বেলায় অভিযান পরিচালনা করে। এরপর ধুলি উড়িয়ে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা আদিয়াত, আয়াত ১-৫)

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, যে একটি ঘোড়া যাকে তার মালিক সৃষ্টি করে নি কেবলমাত্র খাওয়া-দাওয়া দেয়। আর এতেই সেই ঘোড়াটি তার এতো অনুগত হয় যে মালিকের নির্দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পরে। জানের মায়া সকল প্রানীর মধ্যেই আছে। একটি গরুকেও লাঠি দেখালে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই ঘোড়া মনিবের হুকুম পালন করার জন্য প্রয়োজনে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পরে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। এই প্রাণীটির মাধ্যমে আল্লাহ মূলত: মানুষকে তার রবের আনুগত্য করার বিষয়টি অনুধাবন করাতে চাচ্ছেন। এজন্যই ঘোড়ার আলোচনার পরেই রবের অকৃতজ্ঞ বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনের আরেক স্থানে বলা হয়েছে,

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

অর্থ: "মানুষেরা কি লক্ষ্য করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমানের দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তাকে সুউচ্চ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কি পাহাড় গুলোর দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করেছেন। যমীনের দিকে লক্ষ্য করছে না, যমীনকে কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।" (সূরা গাশিয়া, আয়াত ১৭-২৪)

একজন রাখাল বা গ্রাম্য ব্যক্তি সহজে কিভাবে আল্লাহকে চিনবে তার বর্ণনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে। এরপর উটের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এব্যাপারে একটি হাদীস:

প্রিয়নবী সা. কে সাহাবায়ে কিরাম রা. একবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আমরা বনে কোন ছাগল পাই, তাহলে তা কি নিতে পারবো?

(তখন বকরী আরবের লোকদের কাছে তুচ্ছ বা অল্প দামের বলে গণ্য হতো তাই) মহানবী সা. তখন বললেন, (যদি তোমার মন বলে যে, তুমি তাকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবে তবে) তুমি তা নিতে পারো। কারণ তুমি তা না হয়তো অন্য কোউ নিবে না হয় বনের নেকড়ে এসে তা খেয়ে ফেলবে। (অর্থ এটি তুমি নিতো পারো।) এরপর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, যদি উট পাওয়া যায়? রাসূল সা. রাগ করলেন। বললেন, উটের কি হয়েছে, তার পায়ে মরুভূমিতে চলার উপযোগী জুতা পড়ানো আছে। তার ভেতরে পানির মশক আছে। তার পেটে পানির টাংকি আছে। সে যখন পানি পান করে তখন সে পানি খেয়ে নিজের টাংকিও পূর্ণ করে নেয়। তারপর সে একটানা ১৫ দিন পর্যন্ত পানি না খেয়েও পথ চলতে পারে। ভেতরে পানি আছে, প্রয়োজনের সময় ধাক্কা মারে গলা ভিজে যায়, সে আবার চলতে থাকে। উটের পিঠে বসার জন্য নরম কুজ থাকে সে একটি বসার জন্য একটি ধরার জন্য এবং একটি হেলান দেয়ার জন্য এমন ৩ টি ভাজ থাকে। আরবের কোন কোন উটের পিঠে এমন ৭টি ভাজও দেখা গেছে। আমাদের দেশে যেমন ঝর-বৃষ্টি হয়, আরবেও মাঝে মধ্যে প্রায়ই তেমন ধুলি বৃষ্টি হয়। মরুভূমির মধ্যে যখন ধুলিঝড় হয় তখন উট গুলো বালির মধ্যে মাথা গুজে বসে থাকে। উটের নাকের সামনে দু'টি পর্দা আছে। সে তার পর্দা দু'টিকে দিয়ে নাক বন্ধ করে বসে থাকে। এরপর ঝর থামলে সে মাথা বের করে আবার পথ চলতে থাকে। নাকে পর্দা থাকার কারণে তার নাকের ভেতর কোন বালু প্রবেশ করতে পারে না। তার কোন সমস্যা হয় না।

উটের এতো গুলো গুণ থাকার কারণেই মহান আল্লাহ এই ব্যাপারে কুরআনের এই আয়াতে তার থেকে শিক্ষণীয় নিদর্শন গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন। এরকমভাবে অন্যান্য পশু যেমন ঘোড়া-হাতি ইত্যাদিও মানুষের অনেক উপকারে আসে। একইভাবে আরেক স্থানে বলা হয়েছে,

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

অর্থ: "ঘোড়া-গাধা-খচ্চর এগুলো মহান আল্লাহ তোমাদের আরোহন করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে সৌন্দর্য্যও আছে এবং তিনি আরো এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যা তোমরা আজকে জানো না।" (সূরা নাহল : ৮)

এই আয়াতে উল্লেখ করা - তিনি আরো এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যা তোমরা আজকে জানো না।- বক্তব্যের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, বর্তমান যুগের আধুনিক সব আবিষ্কারও এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে মানুষ আজকে যেই মোবাইল-কম্পিউটার প্রভৃতি আবিস্কার করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো যা যা আবিস্কার করবে তাই মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে ইশারা করেছেন। এইভাবে মহান আল্লাহ তাআলা তার অপর এক আয়াতে আলোচনা করছেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অথ: "তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন যার থেকে তোমারা পান করো এবং এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের বাগানে সেচ দাও। (সূরা নাহল, আয়াত ১০)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অথ: "তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি তোমাদের জন্য সাগরকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা সেখান থেকে তরতাজা মৎস আহরণ করতে পারো এবং এর থেকে যেনো তোমরা দামী দামী পাথর সমূহ বের করতে পারো। যা তোমরা পরিধান করবে। এবং তোমরা দেখবে সমূদ্রের উপর দিয়ে জাহাজগুলো পানি বিদীর্ণ করে চলছে। যাতে এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের রিযিক তালাশ করতে পারো এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।" (সূরা নাহল : ১৪)

সুবহানাল্লাহ! সাগরে মহান আল্লাহ মানুষের খাওয়ার জন্য কত রকম আর ধরণের মাছ সৃষ্টি করেছেন। ইলিশ মাছসহ হাজারো রকমের সুস্বাদু মাছ আমরা সাগর থেকে পাই। এছাড়াও এই সাগরে অনেক প্রাণী রয়েছে। একেক প্রাণীর একেক বিশেষত্ব আছে। আজায়েবুল হায়াওয়ানাত কিতাবে লেখা হয়েছে, সাগরে যেই তিমি মাছ আছে এই তিমি মাছের পিঠে ঢাকনা আছে। যখন পানির গভীরে যেতে চায় তখন সে তার ডানা মেলে ধরে এবং শরীরের বিশেষ সেল গুলোর মুখ খুলে দেয়। তখন তার ভেতর পানি ঢুকে শরীর ভারী হয়ে যায় এবং সে সমূদ্রের গভীরে চলে আসে খুব সহজেই। এরপর যখন আবার তার সমূদ্রের উপরে উঠার প্রয়োজন হয় তখন সে তার শরীরের সেই সেল গুলোতে হাওয়া পাম্প করে ভরতে থাকে এবং পানি গুলো বের করে দেয়। এভাবে সে আস্তে আস্তে পানির উপরে চলে আসে। এই তিমি মাছের উপর গবেষণা করেই মানুষ সাবমেরিন আবিষ্কার করেছে। এছাড়াও সূরায়ে মায়িদার ১ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন,

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

অথ: "আমি তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু খাওয়া হালাল করে দিয়েছি।"

সুবহানাল্লাহ মানুষের জন্য মহান আল্লাহ গরু-মহিষ-উট-দুম্বা-ভেড়াসহ কত ধরণের প্রাণী খাওয়া হালাল করে দিয়েছেন। আমাদের দেশে তো গোশতের কোম্পানী নেই। বিদেশে এই গোশত প্রসেসিংয়ের উপর স্বতন্ত্র কোম্পানী আছে। তাদের এতো বড় বড় মেশিন আছে যার এক দিকে গরু-খাসি-ভেরা ঢুকিয়ে দিবে অপর দিক দিয়ে তা জবাই হয়ে, চামড়া ছিলে, নাড়ি-ভূড়ি আলাদা হয়ে শুধু গোশত পিস হয়ে প্যাকেট হয়ে বের হয়ে আসে। অবশ্য এই রকম জবাই করা প্রাণী খাওয়া জায়েজ হবে কি না তা ভিন্ন বিষয়। কারণ বিসমিল্লাহ পড়ে জবেহ না করলে তা খাওয়া হালাল নয় হারাম। এজন্য সেই সকল দেশের মুসলমানরা হালাল গোশত খুঁজে কিনেন। এরপর মহান আল্লাহ অপর এক আয়াতে বলছেন,

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অর্থ: “আল্লাহ তোমাদেরকে পশু-প্রাণীর মধ্যে যাদেরকে রিযক হিসেবে হালাল করেছেন তা তোমরা খাও। তবে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সূরা আনআম : ১৪২)

একইভাবে মহান আল্লাহ সূরায়ে ইয়াসীনের ৭১ ও ৭২ নং আয়াতেও মহান আল্লাহ এই ধরণের প্রাণীদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ.

অর্থ: “আর তারা কি লক্ষ্য করো না যে আমি কিভাবে তাদের জন্য পশু-প্রাণী গুলোকে সৃষ্টি করেছি। এরা এই পশু গুলোর মালিক হয়ে যায়, পশু গুলোকে পরিচালনা করে। আমি তাদের জন্য এই সব গুলোকে তাদের অধীনস্ণ্ড করে দিয়েছি ফলে তারা এর কিছুর উপর আরোহন করে এবং বাকি কতকগুলোকে আহার করে। আর এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক উপকার এবং পানীয় রয়েছে, সুতরাং তারা কি কৃতজ্ঞ হবে না?।” (সূরা আনআম : ১৪২)

সুবহানালাল্লাহ! এতো বড় বড় হাতি, তারা এই মানুষের কথা কথা শুনে। কত বড় উট সেও মানুষের অনুগত। একটা বাচ্চাও একটি উট বা হাতির উপর চড়ে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে। একইভাবে ঘোড়া ও গাধাও। তবে এই সকল প্রাণীর মধ্যে কিছুকে খাওয়া বৈধ। যেমন উট-গরু-মহিষ ইত্যাদি। আর হাতি-ঘোড়া এবং পালিত গাধা খাওয়া জায়েজ নেই। তবে জংলী গাধা খাওয়া যাবে। জঙ্গলের নীল গাই খাওয়া যাবে। একইভাবে অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِأُولِي النُّهَى.

অর্থ: “(তিনিই সেই মহান সত্ত্বা) যিনি তোমাদের জন্য জমীনকে সমতল করে দিয়েছেন এবং সেখানে তোমাদের জন্য বেঁচে থাকার অনেক উপায়-উপকরণ দিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর সেই পানি থেকে আমি সব জিনিষ গুলোকে (উদ্ভিদ বলো, মানুষ

বলো, পশু-পাখী বলো) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। তোমরা এগুলো নিজেরা খাও এবং তোমাদের পশুদেরকে খাওয়াও। নিশ্চয়ই এই সকল বিষয়ের মধ্যে আকল ও বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।” (সূরা ত্বহা, আয়াত ৫৩-৫৪)

আল্লাহু আকবার, উদ্ভিদ জগতের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়া, ফুল-ফল এবং মৌমাছি-ভ্রমর এসকল কিছুর প্রজননের যেই বিষয়টি বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন, কুরআন সেই বিষয় গুলোকে তারও অনেক আগেই এমন এক সময়ে বলে দিয়েছে যখন এই সকল বিজ্ঞানের কোন অস্ণিত্বই ছিলো না।

জুমার বয়ান। তারিখ : ১৯-০৬-২০০৯,
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

প্রাণীজগত দ্বারা আল্লাহর পরিচয়-৩

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রাণী জগতকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। পশুর কথা উল্লেখ করেছেন, পাখির কথা উল্লেখ করেছেন, পানির ভেতর যে সকল প্রাণী থাকে তাদের কথাও উল্লেখ করেছেন, মানুষের কথাও উল্লেখ করেছেন। পাখি সম্পর্কে আমরা আজকে দুটি আয়াত তিলাওয়াত করছি। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

অর্থ: “তারা কি দেখে না আসমানে উড়ন্ণ্ড পাখি গুলোর দিকে, যারা শূন্য আকাশে উড়তে থাকে তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ সেখানে রাখতে পারে না।” (সূরায়ে নাহল, আয়াত ৭৯)।

যারা প্লেন তৈরী করেছে তারা এই পাখির উপর গবেষণা করেই কিন্তু বিমান আবিষ্কার করেছে। তারা এই পাখির পেছনে কত যে ধাওয়া করেছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। পাখি কিভাবে উড়ে? সামনে কতটুকু অংশ, পেছনে কতটুকু থাকে, তাদের পাখা গুলো কি কাজে লাগে? পেছনে যে পড় আছে সেগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয় এই সব গুলো বিষয় গবেষণা করে মানুষ বিমান তৈরী করেছে। বিজ্ঞানের এই সূত্র কিন্তু কুরআনেই দেয়া আছে। মহান আল্লাহ বলছেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ.

অর্থ: "তারা কি বিচরণকারী পাখি গুলোকে দেখে না, কখনো তারা ডানা মেলে আবার কখনো ডানা গুটিয়ে ফেলে। রহমান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ সেখানে রাখতে পারে না। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সব ব্যাপারেই অবলোকন কারী এবং সম্যকদ্রষ্টা।" (সূরায়ে নাহল : ৭৯)

যারা বিমানে উঠেছেন এবং পাখার কাছে বসেছেন তারা খেয়াল করলে দেখবেন বিমানের পাখায় অনেক গুলো সেল ও পার্ট আছে। বিমান যখন চলা শুরু করে তখন কিছু সেল ও পার্ট দাঁড়ায় আবার কিছু বসে যায়। যখন বিমান অবতরণ করে তখন অনেক গুলো পাট খাঁড়া হয়ে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাখি নিয়ে গবেষণ করতে বলেছেন যে কিভাবে তারা তাদের ডানা মেলে আবার কিভাবে তা গুটিয়ে ফেলে। যেই সকল পাখির গলা লম্বা সেগুলো পেছনে মাংস বেশি থাকে। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। জিরাফ এবং উটের পা যেহেতু লম্বা তাই তাদের গলাও অনেক লম্বা করে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা ঘাষ ও খাবার খেতে পারে। পশুর মধ্যে যেমন অনেক প্রকার আছে, পাখির মধ্যেও অনেক গুলো প্রকার আছে। কিছু পশু যেমন হিংস্র হয়, তেমনি পাখির মধ্যেও হিংস্র পাখি আছে। যেসকল পাখি নখ ও দাঁত দিয়ে শিকার করে এবং নখ ও দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফুরে খায় সেগুলো খাওয়া হারাম। শুধু হিংস্র বা শুধু নখ দিয়ে খায় সেগুলো খাওয়া যায়েজ। কিন্তু নখ ও ঠোঁট/দাঁত এই উভয়টা ব্যবহার করে খায় সেগুলো খাওয়া যায়েজ হবে না। এরকমভাবে পশুরু মধ্যে যেগুলো হিংস্র বাঘ-ভল্লুক এগুলোও খাওয়া হারাম।

এক লোক বটগাছের নীচে শুয়ে চিন্তা করছিলো, বট গাছ এতো বড় বৃক্ষ কিন্তু তার ফল গুলো কত ছোট ছোট। অপর দিকে তালগাছ, কাঠাল গাছের মধ্যে গাছের তুলনায় ফলগুলো কত বড় বড়। এই অসামঞ্জস্য কেন তাই সে ভাবছিলো। এমন সময় হঠাৎ একটি বট ফল তার মাথায় পড়লো। তখন সে বুঝতে পারলো এবং বলে উঠলো যে, আল্লাহ তুমি কতো দয়ালু। যদি আজকে বটগাছের ফল কাঠালের মতো হতো তাহলে তো আজই আমি শেষ হয়ে যেতাম।

বটগাছকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ছায়ার জন্য, পুঁজো করার জন্য নয়। অনেকে এর পুঁজো করে। কি বিশাল ছায়া বটগাছের। কিন্তু তার ফল গুলো ছোট। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার পরিমাণ মতো, সুকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছি।" (সূরায়ে কমার, আয়াত ৪৯)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যার জন্য যা যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেই জিনিষটি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মানুষের নাক দিয়েছেন তার মুখের উপর। খাবার দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট চলে আসে। এই নাক যে কোন খাবারের ঘ্রাণ শুনে তাকে সার্টিফাইড করতে পারে যে, খাবার টি ভালো না মন্দ। যদি নাক মাথার পেছনে হতো তাহলে কোন খাবার নিয়ে তা পরীক্ষা করার জন্য মাথার পেছনে নিয়ে ধরতে হতো। তারপর অনুমতি পাওয়া গেলে তখন সামনে এনে খাওয়া লাগতো। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদের এতো কষ্ট দিতে চান নি। তাই তিনি নাককে ঠিক জায়গায় সৃষ্টি করেছেন। এভাবে আল্লাহ তার অপর এক আয়াতে বলছেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ.

অর্থ: "আল্লাহ রাব্বুল আলামী তোমাদের বিশ্রাম গ্রহণ ও আরাম করার জন্য ঘর তৈরী করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (সফরে গেলে) পশুর চামড়া দিয়ে তোমাদের জন্য অস্থায়ী তাবু ও ঘর তৈরী করার ব্যবস্থা করে

দিয়েছেন। যাতে করে তোমরা অস্থায়ী সফর বা কোন খানে প্রয়োজনে থাকতে পারো। আর এই সকল পশুর পশম, লোম ও চুল থেকে তোমরা তোমাদের গরমের জন্য পোষাক ও আসবাবপত্র তৈরী করো। এছাড়াও তোমরা আরো অনেক প্রয়োজন পূরণ করে থাকো। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য পাহাড় গুলোকে তৈরী করেছেন। তোমাদের জন্য পাজামা তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। যার থেকে তোমরা পোষাক তৈরী করো এবং তার তোমরা গরম থেকে বাঁচতে পারো। এভাবে তোমরা আরো এমন কিছু পোষাক তৈরী করো যার দ্বারা তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষা করতে পারো (লোহার বর্ম, বুলেটপ্রুফ পোষাক)। এভাবে মহান আল্লাহ তার নেয়ামত গুলোকে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল মুসলিম ও আত্মসমর্পনকারী হতে পারো।" (সূরায়ে নাহল, আয়াত ৮০-৮১)

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ এই সকল প্রাণী এমনিতেই সৃষ্টি করেন নি। এগুলোর প্রত্যেকটার দ্বারাই অনেক উদ্দেশ্য আছে। প্রাণী জগতের মধ্যে সবচেয়ে ইতর প্রাণী যে, কুকুর এই কুকুর সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে আলোচনা আছে। হাদীসেও আলোচনা আছে। কুকুরের আলোচনা দ্বারাই আমি এখানে প্রাণী জগতের আলোচনা শেষ করতে চাই। কুকুরের মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী আছে যা অনেক মানুষের মধ্যেও নেই।

هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: "কিছু লোক আছে কুকুরের মতো। কুকুরের মাথায় যদি বোঝা চাপাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাপাতে থাকে। আর যদি তার উপর বোঝা নাও চাপাও তাহলেও সে হাপাতে থাকে। এটা হলো সেই সকল লোকদের উদাহারণ যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। সুতরাং আপনি তাদের সামনে এই সকল ঘটনা বর্ণনা করুন, হয়তো তারা এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।" (সূরায়ে আরাফ, আয়াত ১৭৬) কুকুর সম্পর্কে হাদীসের মাঝে আছে,

فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ

অর্থ: "নামাজের সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর গমন করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৫)

অবশ্য এ ব্যাপারে ফকীহদের মতে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কুকুর সম্পর্কে সূরায়ে মায়েদার ৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অর্থ: "শিকারী কুকুর তথা যেই কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার দ্বারা যদি তোমরা শিকার করো আনো তাহলে সেই শিকার খাওয়া হালাল।" (সূরায়ে মায়েদা, আয়াত ৪)

কুকুরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে তাও হাদীসে বলা হয়েছে। বিসমিল্লাহ বলে কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়তে হবে। অন্ততঃ তিন দিন পর্যন্ত তাকে দিয়ে শিকার করে পরীক্ষা করতে হবে। সে শিকার করে আনার পর তাকে খেতে দিতে হবে। যদি সে না খায় আপনার জন্য রেখে দেয় তাহলে এভাবে তিনদিন প্র্যাকটিস করার পর বুঝতে পারবেন যে আসলেই সে আপনার জন্য শিকার করেছে। তখন এই কুকুরের শিকার করে আনা হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি খাওয়া হালাল হবে। কারণ সেই কুকুরটি শিক্ষিত হয়ে গেছে।

عدى بن حاتم قال سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِى كَلْبًا آخَرَ فَلاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ «فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.

অর্থ: "হযরত আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী সা. কে কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। (ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের বিধান কি?)

তখন মহানবী সা. বললেন, যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিবে, তখন সেই কুকুর যদি শিকার করে আনে তাহলে তুমি তা খেতে পারো। তবে যদি তোমার কুকুর সেই শিকারের কিছু অংশ নিজে খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খেতে পারবে না। কারণ সে ঐ শিকার তোমার জন্য নয় বরং নিজের জন্য করেছে।

এরপর সাহাবী আরো জিজ্ঞাসা করলেন, যদি প্রশিক্ষিত কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখা যায় শিকার করে এনেছে তখন কি হবে?
মহানবী সা. বললেন, এমন হলে তুমি সেই শিকার খেতে পারবে না, কারণ তুমি তো তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়েছো, অন্য কুকুরের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলোনি।"(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৪০)
এই হাদীসের থেকে বুঝা যায় যে, কুকুরে মধ্যেও পার্থক্য আছে। শিক্ষিত কুকুর আর অশিক্ষিত কুকুর। শিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া যায়েজ আর অশিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া যায়েজ নেই। এমনকি শিক্ষিত কুকুরে সাথে অশিক্ষিত কুকুর থাকলেও তা খাওয়া যাবে না। সুতরাং এর থেকে শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশি তাও বুঝা যায়।
এটা তো গেলো কুকুরে বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত হাদীস। একইভাবে কুকুরের ক্ষতিকর দিকও আছে। হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে,

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك ها هنا أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم . : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

অর্থ: "হযরত আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, যেই ঘরে কুকুর বা কোন প্রাণীর ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফিরিশতারা প্রবেশ করে না।"(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৪৪)
এজন্য ঘরে কুকুর পালা জায়েজ নেই। ঘড়-বাড়ি পাহাড়া দেয়া, সম্পদ হেফাজত এমনি ক্ষেত পাহাড়া দেয়ার জন্য কুকুর প্রতিপালন করা যায়েজ আছে। আরবের লোকেরা ছাগলের জন্য রাখাল রাখতো। রাখালের সাথে একটি কুকুরও পালতো। অনেক সময় রাখাল ছেলের পরিবর্তে শুধু কুকুরই ভালো পাহাড়াদারি করে। কারণ কুকুর সব ছাগল গুলোকে একসাথে রাখতো। কোন ছাগল হারানোর কোন সুযোগ থাকে না কুকুর পাহাড়াদার থাকলে। কুকুর পাহাড়াদার থাকলে সে ভালো পাহাড়াদার। তার দ্বারা চোরদের সাথে আতাত করার সম্ভাবনা কম হয়। কারণ সে তার মনিবের অকৃতজ্ঞ হয় না।
আলোচনা হচ্ছিলো প্রাণী জগত সম্পর্কে। এ বিষয়ে আরবী একটি কিতাব আছে "হায়াতুল হায়াওয়ান"। এই বইয়ের ৪র্থ খন্ডে কুকুর অধ্যায়ে ৩৩৬

নং পৃষ্ঠায় কুকুর সম্পর্কে কিছু ভালো কথা আছে। একটা কুকুর সব সময় তার মালিকের আনুগত্য করে। মালিক সামনে থাকলেও তার মঙ্গল কামনা করে, আড়ালে থাকলেও তার মঙ্গল কামনা করে। মালিক তার প্রতি খেয়াল রাখুক বা না রাখুক, কুকুর তার মনিবের প্রতি খেয়াল রাখে। জাগ্রত কিংবা ঘুমন্ত উভয় অবস্থায়ও ঘোড়া এবং মাছরাঙ্গা পাখির চেয়েও বেশি সতর্ক ও সচেতন থাকে। রাতে ঘুমালেও সে গভীর ঘুমায় না। সে দিনের বেলায় ঘুমায়, যখন তার পাহাড়াদারীর প্রয়োজন হয় না।
মালিকের মেহমান আসলে কুকুর তার ভাব-সাব দেখেই বুঝে নেয়। তখন সে সম্মানিত মানুষদের সম্মান দিয়ে থাকে। মালিকের আপনজন কেউ আসলে তাদের দেখে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে না। বরং সে তখন নিজের লেজ নেড়ে নেড়ে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে। রাস্তা ছেড়ে দেয়। তবে সে যদি সন্দেহজনক কাউকে দেখলে ঘেউ ঘেউ শুরু করে।
কুকুর তার মালিকের কাছে গিয়ে লেজ নাড়ার মাধ্যমে মালিকের আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। তাকে মারলে বা পিটালেও সে একটু পরে আবার চলে আসে। কুকুর যখন তার মালিকের সাথে খেলে তখন সে কামড় দিলেও সেই কামড়ে ব্যাথা থাকে না। কারণ সে আস্তে কামড় দেয়। তাকে প্রশিক্ষণ দিলে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কুকুরে পিঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার সামনে খাবার দিলে সে খাবারের দিকে যাবে না। কিন্তু তার পিঠ থেকে মোমবাতি সরিয়ে নিলে তখন সে যাবে।

قال الإمام الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه في الكلب عشر خصال محمودة وكذلك ينبغي أن تكون في كل مؤمن (فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب (ج ١ / ص ٣٤)

ইমাম হাসান বসরী রহ. তিনি কুকুরের ১০ টি বৈশিষ্ট্য আছে, যা প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

১. **الأولى أنه لا يزال خائفا وذلك لعله من دأب الصالحين**

কুকুর সব সময়ে মালিককে যেমন ভালোবাসে তেমনি ভয়ও করে। - মুমিনের মধ্যেও আল্লাহর ব্যাপারে ভয় এবং আশা রাখা উচিত।

২. **الثانية أنه ليس له مكان يعرف وذلك من علامات المتوكلين**

কুকুরের জন্য থাকার কোন আলাদা স্থান থাকে না। -যদি কেউ বানিয়ে দেয় তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণত: সে সাধারণ স্থানেই থাকে। কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। -মুমিনদেরও (এই পৃথিবীতে স্থায়ী বলে কিছু নেই) এমনভাবে থাকা দরকার।

এ ব্যাপারে একটি মজার ঘটনা আছে। ৭০ বছর বয়সী এক লোক একবার একটি জমি ১০০ বছরের জন্য লীজ নিলো। এই খবর যখন হযরত হাসান বসরী রা. এর কাছে এসে পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, মনে হয় এই ব্যক্তির সাথে আজরাইলের একটি চুক্তি হয়েছে। কারণ তার ৭০ বছর বয়স হয়ে গেছে এখন কবরে যাওয়ার সময় আর সে ১০০ বছরের জন্য জমি লীজ নিয়েছে।

৩. **الثالثة أنه لا ينام من الليل إلا قليلا وذلك من صفات المحسنين**

কুকুর রাতের বেলায় কম ঘুমায়। -মুমিন ও নেক্কারদের এমনহওয়া উচিত।

৪. **الرابعة أنه إذا مات لا يكون له ميراث وذلك من أخلاق الزاهدين**

কুকুর মারা গেলে ওয়ারিস সূত্রে তার কোন সম্পত্তি থাকে না। -আল্লাহ ওয়ালাদের এমন হওয়া উচিত।

৫. **الخامسة أنه لا يترك صاحبه ولو جفاه وضربه وذلك من صفات المريدين**

কুকুরকে যদি তার মালিক মারে এবং পিটায় তারপরও কিন্তু কুকুর কখনোই তার মালিককে ছেড়ে চলে যায় না। বরং একটু দূরে গেলেও আবারও ফিরে আসে এবং মালিকের দরবারে ধর্না দেয়। -এটাই হওয়া উচিত একজন মুমিনের তার রবের সাথে সম্পর্ক। কোন অবস্থাতেই সে যেনো তার রবের কাছ থেকে দূরে না যায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিপদ-আপদও তার উপর আসে কিন্তু তারপরও সে যেন মাফ চেয়ে রবের কাছেই ধর্না দেয়।

৬. **السادسة أنه يرضى من الدنيا بأدنى مكان وذلك من علامات المتواضعين**

কুকুর সামান্য খাবার ও সামান্য স্থানেই খুশি। -আল্লাহর কাছে যারা বিনয়ী হতে চায় এটা তাদের জন্য আবশ্যক।

৭. **السابعة أنه إذا طرده أحد من مكان وانصرف عنه عاد إليه وذلك من صفات الراضين**

যদি কুকুরকে কেউ মেরে তার স্থান থেকে ভাগিয়ে দেয়, তাহলে সেই লোক চলে যাওয়ার পর কুকুর আবারও তার স্থানে ফিরে আসে। -এটা মুমিনের গুন হওয়া উচিত।

৮. **الثامنة أنه إذا ضرب وطرد ثم دعي أجاب بلا حقد وذلك من صفات الخاضعين**

যদি কুকুরকে অপমান করে, দুর দুর করে তারিয়ে দেয়া হয় তাহলেও কুকুর এটা সহ্য করে নেয়। কোন প্রতিবাদ করে না।

৯. **التاسعة أنه إذا حضر شيء للأكل جلس من بعيد وذلك من صفات المساكين**

কুকুরের সামনে খাবার দিলে সে দূরে থেকে ধীরে ধীরে খাবারে কাছে এসে বসে এবং আস্তে আস্তে খাবার গ্রহণ করে। -এটাও মুমিনদের গুন হওয়া উচিত যে সে খাবারের আদব বজায় রাখবে।

১০. **لعاشرة أنه إذا حضر رجل من مكان لا يرحل معه شيء يلتفت إليه وذلك من صفات المتجردين**

নতুন কেউ এলে কুকুর তার পিছু নেয় না, কিন্তু তাকে ফলো করে। -মুমিনদের জন্যও এটা প্রয়োজন যে সে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করবে আবার নিজের কোন ভুল হচ্ছে কি না তাও লক্ষ্য রাখবে।

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرابيا يسوقُ كلباً فقال: ما هذا معك، فقال يا أمير المؤمنين: نِعم الصاحبُ إن أعطيته شَكَر، وإن منعته صبر، قال عمر: نِعم الصاحب فاستمسِك به تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب (ج ١ / ص ٣

এজন্যই একবার হযরত উমর রা. একজন গ্রাম্য লোককে দেখলেন যে, সে একটি কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলে তোমার সাথে এটি কি? তখন লোকটি বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন এ আমার খুবই বিশ্বস্ত বন্ধু। যদি আমি তাকে কিছু খাবার দেই, তবে সে শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি আমি তাকে না দেই, তবে সে ধৈর্য্য ধারণ করে। তখন হযরত

উমর রা. মুচকি হেসে বললেন, আসলেই ভালো সঙ্গী। (তুমি একে রাখতে পারো।)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এক লোকের সাথে একটি কুকুর দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন এটি কি? তখন সেই লোকটি বললো, এ সব সময় আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমার গোপন তথ্য গুলো হেফাজত করে ফাস করে দেয় না। আমার কর্মচারী আজকে ভালো, কালকে বলে দেয় কিন্তু এ কখনো এমনটি করে না।

হযরত আহনাফ ইবনে তাইফ নামক এক ব্যক্তি বলেন, কুকুর যখন তোমার সামনে লেজ নাড়ায় তখন তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু মানুষ যদি তোমার সামনে লেজ নাড়ে, দেড় হাত লম্বা সালাম দেয় তাহলেই কিন্তু তুমি তাকে বিশ্বাস করো না, সে তোমার ক্ষতি করতে পারে, তার থেকে সতর্ক থাকো।

হযরত ইমাম শা'বী রহ. বলেন, তুমি কুকুর সম্পর্কে মনে রাখো যে, তার মহব্বতের মধ্যে কোন মুনাফেকি নেই। যদি সে তোমাকে মহব্বত করে তাহলে সে খালেস মহব্বত করবে তোমার সাথে মুনাফেকি করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একটি আমানতদার কুকুর খেয়ানতকারী বন্ধু থেকে ভালো।

হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ. বলেন, খারাপ বন্ধুর চেয়ে একটি কুকুর আমার জন্য ভালো।

কুকুর সম্পর্কে এমন অনেক ঘটনা আছে যে, তার মালিক মারা যাওয়ার পর কুকুরটিও মালিকের শোকে তার কাঁদতে কাঁদতে মারা গেছে।

বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

অর্থ: "আসমান এবং যমীনের সকল বস্তুই মহান আল্লাহর নামে তাসবীহ পড়ে। কিন্তু তোমরা তা বুঝো না।" (সূরা ইসরা, আয়াত ৪৪)।

এজন্যই আমরা প্রাণী জগত নিয়ে আলোচনা করছিলাম। যে কিভাবে এই প্রাণী জগত মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ও পরিচয় বহন করে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই সকল প্রাণীদের দ্বারা তার পরিচয় দিয়েছেন। যারা কুরআন এবং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে তারা এক সময়

স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টিই প্রয়োজনীয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর স্মরণ করে এবং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে তারা বলে হে আমাদের রব তুমি কিছুই অহেতুক সৃষ্টি করো নি। পবিত্র ও সুমহান তুমি আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১)।

এই আয়াতের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। হাদীসের মাঝেও মহানবী সা. এক স্থানে মহান আল্লাহর কথা এভাবে ইরশাদ করেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি দুনিয়ার সকল মাখলুককে সৃষ্টি করেছি মানুষের উপকারের জন্য, খেদমতের জন্য আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার আনুগত্য ও ইবাদত করার জন্য। সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর গোলামী করো, তার ইবাদত করো, তাহলে সমগ্র মাখলুকাত তোমাদের গোলামী করবে। মহান আল্লাহ বাতাস সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য, আলো সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য, সমস্ত প্রাণী গুলোকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। তোমরা যদি আমার আনুগত্য করো তাহলে এগুলো সব তোমাদের খেদমতে লাগলে। আর তোমরা আমার বিরুদ্ধাচারণ করলে এগুলো সব তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে।

এখন আমি যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচন করতে চাই সেটি হচ্ছে এই সুবিশাল পৃথিবী, এই যমীন। এই যমীনের মাঝেও মহান আল্লাহর পরিচয় নিহীত আছে। মহান আল্লাহ বলছেন,

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: “আল্লাহ তো তিনিই যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এরপর তার মাঝে পাহাড় দিয়ে পেড়েকের ব্যবস্থা করেছেন। নদী-নালা ও নহর সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রকম ফল তৈরী করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। দিনকে রাত দিয়ে রাতকে দিন দিয়ে পরিবর্তন করেন। এই সব কিছুর মধ্যে আয়াত ও নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল ও গবেষকদের জন্য।” (সূরা রা'দ, আয়াত ৩)।

এগুলো আসলেই বুদ্ধিমান লোকের কাজ। বোকাদের কাজ নয়। বিশাল ক্ষেত দেখে কৃষকের কথা ভুলে যাওয়া যেমন বুদ্ধিমান লোকের জন্য অসম্ভব তেমনি এই বিশাল সৃষ্টিজগত দেখে মহান আল্লাহকে চিনতে না পারা কেবলমাত্র বোকাদের জন্য মানায় কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের জন্য এটি সাজে না। এজন্যই আমি আগে বলেছিলাম জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা কখনো নাস্তিক হতে পারে না। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে। এজন্যই ইমাম একটি ঐতিহাসিক উক্তি আছে,

كما قال بعض الأعراب، وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير.

অর্থ: “জনৈক আরব ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যদি বিষ্ঠার দ্বারা তার প্রাণীর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ বহন করতে পারে, মরুভূমির বালুর উপর পায়ের ছাপ যদি সেখান দিয়ে হেটে যাওয়া মুসাফিরের লক্ষ দিতে পারে, তবে গ্রহ-নক্ষত্রে পরিপূর্ণ এই আকাশ, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি পরিপূর্ণ এই ধরণী, তুফানে পরিপূর্ণ সাগর ও নদী-নালা কিভাবে এগুলোর সৃষ্টিকারী এক মহাসৃষ্টিকারীর পরিচয় বহন করে না?” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খন্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা)

এজন্যই আল্লাহ এই যমীন নিয়ে আলোচনা করতে বলেছেন,

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: “আর যমিনের বহু স্তর আছে যা একটার সাথে আরেকটি লেগে আছে। যমীনের মধ্যে রয়েছে অনেক বাগ-বাগিচা। আঙুর ও ফসলের বাগান (ধান-গম এমনভাবে হাজারো ফসলের)। খেজুর বাগান -এক শাখা ও বহু শাখা বিশিষ্ট। অথচ এগুলো একই পানি থেকে সেচের মাধ্যমে তৈরী হয়। অথচ একটির স্বাদের থেকে অন্যটির স্বাদ আরো ভিন্ন। নিশ্চয়ই এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।” (সূরা রা'দ, আয়াত ৪)। অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলছেন,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

অর্থ: “আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। এর উপর আমি পাথরের পাহাড় দিয়ে পেড়েকের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং সব জিনিষ গুলোকে আমি পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি। আর আমি তোমাদের জন্য এই যমীনের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবিকা রেখেছি এবং এখানে অনেক প্রাণী আছে যাদেরকে তোমরা রিযিক দাও না, আমিই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকি।” (সূরা হিজর, আয়াত ১৯-২০)।

এভাবে মহান আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমনকি মানুষের মধ্যে কতো মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কোন একজন মানুষের হাতের রেখার সাথে অন্য কোন মানুষের হাতের রেখার কোন মিল নেই যা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। একইভাবে একজন মানুষের দেহের ঘ্রাণ ও গন্ধের সাথে আরেকজন মানুষের ঘ্রাণ ও গন্ধের কোন মিল নেই। একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারার মিল নেই। কি আজব সৃষ্টি। সুবহানাল্লাহ। এই সব যিনি দিয়েছেন তিনিই হলেন সেই রব। আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফীক দিন। আমীন।

জুমার বয়ান। তারিখ : ২৬-০৬-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

পাহাড় দ্বারা আল্লাহর পরিচয়

আমরা আলোচনা করছিলাম মহান আল্লাহর মা'রিফাত বা পরিচয় নিয়ে। আসলে এটি এমন এক বিষয়, যা যে কোন মানুষ চিন্তা করলেই বুঝতে সক্ষম। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর একটি ঐতিহাসিক উক্তি আছে। তিনি বলেছিলেন,

لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجوب على الخلق معرفته.

অর্থ: "যদি মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে একজনও নবী-রাসূল না পাঠাতেন তাহলেও জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের জন্য আবশ্যক হতো মহান আল্লাহর পরিচয় ও অস্তিত্ব খুঁজে বের করে তার উপর ঈমান আনা। এটা তাদের জন্য ওয়াজিব এবং ফরজ হয়ে যেতো।" (তাফসীরে উলূসী, ১০/৪০৩)

কিন্তু তারপরও আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন এই বিশ্ববাসীর জন্য। রাসূল না পাঠিয়ে কাউকে শাস্তি না দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

অর্থ: "আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি কোনো সম্প্রদায়কে আযাব দেই না।" (সূরায়ে ইসরা: ১৫)

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর বক্তব্যে জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে বোঝানো হচ্ছে পাগল এবং শিশুদেরকে বাদ দিয়ে সকল মানুষ। ইসলামের পরিভাষায়, পাগল এবং শিশুদেরকে বাদ দিয়ে বাকী সকল মানুষকেই জ্ঞানী, আকলওয়ালা ও বুদ্ধিমান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এজন্য পাগল এবং শিশুদেরকে ইসলামী শরীয়ত তার আইন ও আহকাম থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তারা আইনের উর্দ্ধে নয়, বরং আইন তাদেরকে ছাড় দিয়েছে। এজন্য আপনি একজন পাগলকে সেবা করেন, খাবার দেন সওয়াব হবে

এতে কোনো বাঁধা নেই। কারণ সে রোগী ও অসুস্থ্য। এজন্যই সে শরীয়তের আইন থেকে বাদ। অর্থাৎ শরীয়ত তাকে সুস্থ্য মানুষ বলে গণ্য করে নি। মানুষ ও অন্যান্য পশুদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আকল ও জ্ঞান। এজন্যই নামায, রোজা, জুমার নামাজসহ অনেক বিধান ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে আকেল ও বালেগ হওয়া। অর্থাৎ শিশু বা পাগল না হওয়া।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলছেন যে, শিশু ও পাগল ছাড়া বাকী সব মানুষ তথা সকল বুদ্ধিমানদের জন্যই ফরজ ছিলো নিজেদের জ্ঞান ব্যবহার করে মহান আল্লাহর পরিচয় খুঁজে বের করা। কারণ আমি আগেও বলেছিলাম যে, ফসলের সুন্দর ক্ষেত দেখে কৃষকের কথা ভুলে যাওয়া পাগল ও শিশুর জন্য সম্ভব কিন্তু এটা কোনো বুদ্ধিমান লোকের জন্য যেমন অসম্ভব তেমনি এই বিশাল সৃষ্টিজগত দেখে, এই বিশ্বের হাজারো নেয়ামত ভোগ করে তার স্রষ্টা মহান আল্লাহকে চিনতে না পারা কেবলমাত্র বোকাদের জন্য মানায় কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের জন্য এটি সাজে না।

এই হিসেবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করাই উচিত ছিলো না। কিন্তু দু:খজনক বিষয় হলো আমাদের বর্তমান সমাজে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, এমন এমন অনেক মানুষের উদ্ভব হচ্ছে যারা শিশু নয়, আবার যাদেরকে আমরা পাগলও বলতে পারছি না তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদ গুলোতে বসছে, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসেবে বসে ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছে, লেকচার দিচ্ছে, সেখানে বসে তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। নিজেদেরকে নাস্তিক বলে দাবি করছে। এই শিক্ষিত নামক মূর্খ লোকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা এতো ব্যাপক হচ্ছে যে, এখন তারা প্রকাশ্যে বলছে যে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি না। নামাজ-রোজা বুঝি না। এজন্যই এ বিষয়টি নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে। যদিও এটি আলোচনার যোগ্য নয়। কারণ এটা এতো স্পষ্ট যে, এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনই হয় না। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন মূর্খ লোকদেরকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা কিভাবে মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছো?

আমাদের পূর্বের আলোচনা হচ্ছিলো পৃথিবী নিয়ে। এই নাস্তিক লোকদের ধারণা হচ্ছে, একটি বিশাল আকারের ও বিকট শব্দের বিষ্ফোরণ ঘটে 'বিগব্যাঙ'। বিশাল একটি এ্যাকসিডেন্ট -এর থেকে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। আজকে যদি দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, এ্যাকসিডেন্ট হয়, তাহলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচের টুকরো পাওয়া যাবে। সেখান থেকে একটি টুকরো নিয়ে চশমার মধ্যে লাগিয়ে গ্লাস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে? দু'টো রেলগাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর ছোট ছোট লোহার টুকরো অনেক পাওয়া যাবে। একটি লোহার টুকরো দিয়ে আপনি গরু যবেহ করেন, পারাবেন? মাছ কাটা যাবে? যাবে না।

কি বোঝা গেলো, এটাই বোঝা গেলো যে, যদি লোহাটিকে কামারের দোকানে নিয়ে সুন্দর করে দাও বানানো হয় তাহলে তখন তা দিয়ে কাটা যাবে। যদি কাচের টুকরোটিকে চশমার দোকানে নিয়ে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযোগি করা হয় তাহলে তখন সেটি ব্যবহার করা যাবে। ঠিক তেমনিভাবে এই পৃথিবী যদি কোন এক বিষ্ফোরণের ফলে হয়ে থাকে তাহলে সেটিও মহান আল্লাহর কোন এক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে এবং দূর্ঘটনার মাধ্যমে, অ্যাকসিডেন্টোর মাধ্যমে যা কিছু হয় তার দ্বারা পৃথিবীর মানুষের কোন উপকার সম্ভব নয়। এজন্য মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এসম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। তাফসীরের কিতাবে লেখা আছে যে এই পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমে ছিলো পানি। কুয়াশা বা বাস্প। যা বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছে। তারপর সেই পানিতে ময়লা গুলো জমা হয়ে ফেনা হয়ে সেগুলো একটি স্থানে গিয়ে একত্রিত হয়। সেটি হলো কাবা শরীফের স্থান। এরপর সেখানে থেকে ক্রমান্বয়ে তার সাথে আরো বিভিনন উপাদান জড়ো হতে হতে এবং জমতে জমতে সেগুলো একটি পর্যায়ে একটি আকার ধারণ করে এবং পৃথিবী সৃষ্টি হয় এবং এটি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হতে থাকে। এই কথাই মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন পবিত্র কুরআনে, ইরশাদ হচ্ছে:

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: "আল্লাহ তো তিনিই যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এরপর তার মাঝে পাহাড় দিয়ে পেড়েকের ব্যবস্থা করেছেন। নদী-নালা ও নহর সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রকম ফল তৈরী করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। দিনকে রাত দিয়ে রাতকে দিন দিয়ে পরিবর্তন করেন। এই সব কিছুর মধ্যে আয়াত ও নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল ও গবেষকদের জন্য।" (সূরা রা'দ : ৩)।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

অর্থ: "আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। এর উপর আমি পাথরের পাহাড় দিয়ে পেড়েকের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং সব জিনিষ গুলোকে আমি পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি। আর আমি তোমাদের জন্য এই যমীনের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবিকা রেখেছি এবং এখানে অনেক প্রাণী আছে যাদেরকে তোমরা রিযিক দাও না, আমিই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকি।" (সূরা হিজর : ১৯-২০)।

তাফসীরের কিতাবে লেখেন, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যেই পাহাড় সৃষ্টি করা হয় তা হলো মক্কার জাবালে আবী কুবাইস পর্বত। আল্লাহ রাতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের আরামের জন্য। আর দিন হলো কাজ-কর্ম করে জীবিকা অন্বেষণের জন্য। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই গোটা পৃথিবী যদি একটি পাথর হতো তাহলে এখানে মানুষ বসবাস করতে পারতো না। পানি ধারণ করতে পারতো না। পৃথিবীর একেক অংশ একেক রকম করে তৈরী করা হয়েছে। কোন অংশকে তৈরী করা হয়েছে পানি ধারণ করার জন্য আবার কোন অংশকে তৈরী করা হয়েছে পানি নামানোর জন্য। আর কোন অংশকে তৈরী করেছেন ফসল উৎপন্ন করার জন্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এজন্যই মহান আল্লাহ অপর এক আয়াতে বলছেন,

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: "আর যমিনের বহু স্তর আছে যা একটার সাথে আরেকটি লেগে আছে। যমীনের মধ্যে রয়েছে অনেক বাগ-বাগিচা। আঙুর ও ফসলের বাগান (ধান-গম এমনভাবে হাজারো ফসলের)। খেজুর বাগান -এক শাখা

ও বহু শাখা বিশিষ্ট। অথচ এগুলো একই পানি থেকে সেচের মাধ্যমে তৈরী হয়। অথচ একটির স্বাদের থেকে অন্যটির স্বাদ আরো ভিন্ন। নিশ্চয়ই এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা রা'দ : ৪)।
আল কুরআনে বিজ্ঞান বইতে পাহাড় সৃষ্টি সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "প্রধানত পরস্পর সংযুক্ত হয়ে, অথবা নির্দিষ্ট ক্রম বিন্যাসের অনুসারে পর্বতমালাসমূহ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে। এসকল পর্বতশ্রেণী মহাদেশ সমূহের প্রান্তে সীমানা তৈরী করেছে। এবং দীপমালার আকারে সাগরে মহাসাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর এরূপ বিন্যাসে ধারণা করা যায় যে, এর অংশ বিশেষ মহাসাগরে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে। পাহাড় শুধু স্থলেই নয় সাগরেও আছে। এভাবে একটি পাহাড় শ্রেণী ভূমধ্য সাগরের উপকূল ধরে এশিয়া মাইনর, ভারত, বার্মা বরাবর বিস্তৃত হয়েছে এবং এর অংশ বিশেষ সমূদ্রে তলিয়ে রয়েছে। তারপর পূর্বদিকে ভারতের ইষ্ট ইন্ডিজ বা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে এবং এর ফলে এ্যালিউশিয়ান (Aleucian) দ্বীপমালার উদ্ভব হয়েছে। এরপর দক্ষিণ দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করত: নিউজিল্যান্ড অবধি গিয়েছে। কুমেরুর (Antarctica) অপরদিকে সম্প্রতি একটি পর্বত শ্রেণী আবিস্কৃত হয়েছে এবং তা নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়েছে। এন্টার্কটীকা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ (Andes) পর্বমালার সাথে গিয়ে সংযোগ ঘটেছে। তারপর সেখান থেকে সমূদ্র উপকূল বরাবর উত্তর আমেরিকার সাথে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এভাবে একটি পর্বতশ্রেণী দ্বারা পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। আবার পাইরেনিজ (Antarctica) হতে পামির মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরোপ-ইউরেশিয় পর্বতশ্রেণী ভূমধ্য সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও পারস্য উপসাগরের তীর ধরে অগ্রসর হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর এরূপ একটি ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর সকল পর্বতের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে দেখা যেতে পারে। এভাবে সমগ্র পৃথিবী পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। আর পর্বতসমূহ এর উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। **মহাদেশীয় প্লেটের সীমানাতে পর্বতের সৃষ্টি**। উপরে উল্লেখিত প্রথম পর্বতশ্রেণী ইউরেশীয় প্লেট, আরবদেশীয় প্লেট, অষ্ট্রেলীয় ভারতীয় প্লেট, এন্টার্কটীকা প্লেট,

সীমানায় সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি শ্রেণী প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট, উত্তর আমেরিকা প্লেট ও দক্ষিণ আমেরিকার প্লেটের সীমান্তে উদ্ভুত হয়েছে। অন্যান্য পর্বত শ্রেণীকেও ভিন্ন ভিন্ন প্লেটের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। (তথ্যসূত্র: আল-কুরআনে বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা নং ২৬০, প্রকাশনায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

জুমার বয়ান। তারিখ : ০৩-০৭-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত

মহান আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলো। যুগে যুগে যত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এসেছেন তারা প্রায় সকলেই মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্তমান যুগেও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন। নাস্তিক যারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানীরা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানী রবার্ট মরিস পেজ বলেছেন, "মহাসত্য উদ্ভাবনের জন্য জরুরী শর্তাবলীর ভিত্তিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের চেষ্টা করা হলে তা শতস্ফূর্তভাবে স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ধরা দিবে। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকতে পারে বা থাকা উচিত সে সম্পর্ক কেউ গবেষণা করলে সেই গবেষণার জন্য অবশ্য পালনীয় শর্তসমূহ অতীব গুরুত্ব সহকারে ও সর্বান্তকরণে পূরণ করলে বাঞ্ছিত সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।"
অর্থাৎ যদি মানুষ সত্যিকারভাবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য গবেষণা করে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর পরিচয় পাবে। আল্লাহকে সে জানতে পারবে।
এমনিভাবে গণিত ও রসায়নবিদ, বিশ্বের আরেক বিজ্ঞানী জনাব জন ক্লীভ কথরান লিখেছেন, "যখন এই জগত নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারেনি পারেনি তার পরিচালনাকারী আইনসমূহ তৈরী করতে, তখন এই সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয়ই অযৌগ কোন প্রতিনিধি দ্বারা সম্ভব হয়েছে। (একটি জড়

পদার্থ যে নিজেকে নিজে চালাতে পারে না, নিজে কিছু আবিস্কার করতে পারে না, সুতরাং তাকে নিশ্চয়ই অন্য কোন অজড় পদার্থ সৃষ্টি করেছে বা অজড় কোন প্রতিনিধি দ্বারা এগুলো সম্পাদিত হয়েছে।) উক্ত প্রতিনিধি এই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে অতীব বিস্ময়কর, অলৌকিক ব্যাপারাদি সম্পাদন করেছেন। তাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, এই প্রতিনিধি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী যে মনীষাকে মনের প্রতীক বলা যায়। জড় জগতে মনকে কাজে লাগাতে হয়।"

আরেক গানিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী ডোনাল্ড হেনরী পেটার বলেন, বিশ্ব প্রকৃতির প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে কোনো কিছুই বিবেচনা করা হোক না কেন, অথবা প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কোন পর্যালোচনাই করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে স্বকীয় প্রধান ভূমিকায় আল্লাহকে বসিয়ে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ হচ্ছে মূল চরিত্র। যে সব প্রশ্নের আজো জবাব দেয়া হয়নি, একমাত্র তিনিই তার জবাব।"

এরকমভাবে শরীরবৃত্তবিদ ও জীব রাসায়নিক অলটার অসকার ল্যান্ডবার্গ নামক বিজ্ঞানী বলেন, "প্রাকৃতিক প্রপঞ্চে যেভাবে আল্লাহকে মূর্ত করা হয়েছে, তার মাধ্যমে আল্লাহকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আজো মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ। তাই আল্লাহতেই আল্লাহর অস্তিত্ব। এই বিশ্বাসের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তিও থাকে যা ঈমানের ভিত্তি। তাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ঈমানের ভিত্তিকে এক স্বয়ংক্রিয় আল্লাহতে বিশ্বাস করা অনেক মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

এভাবে আরেক কেমিষ্ট বিজ্ঞানী রিচার্ড থমাস ডেভিস পার্কস বলেন, 'সামান্য পানি আপনাকে গল্প বলবে' শীর্ষক বিজ্ঞানের একটি জার্নালে তিনি উল্লেখ করেন, "আমি অজৈব এই বিশ্বে আমার চারিদিকে নিয়ম-শৃংখলা আর সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাই দেখতে পাই। আমি এটা বিশ্বাস করি না যে, আকস্মিকভাবে ও ভাগ্যক্রমে পরমানুর একত্রিত হওয়ার ফলে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার চারিদিকে তারা বিরাজ করছে। তার কারণ মনে করি পরিকল্পনার জন্য মনীষার প্রয়োজন। আর সেই মনীষাকেই আমি আল্লাহ বলে অভিহিত করি।"

এরকমভাবে আরেকজন পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রবিদ, অস্কার লিউ ব্রাউয়ার 'আমাদের মুখোমুখি অপরিহার্য্য প্রশ্ন' নামক একটি বইয়ে বলেন, "সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মহান আল্লাহকে স্বীকৃতি দান এবং তার ফলে মহাবিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে মহান আল্লাহকে মেনে নেয়ার মাত্র একটি অর্থ থাকতে পারে, আর তা হলো, মানুষের প্রতি অমানুষী আচরণের পরিসমাপ্তি।"

এমনিভাবে আরেক বিজ্ঞানী ইরভিং উইলিয়াম নবলচ বলেন, "আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আল্লাহকে বিশ্বাস করার কারণ হচ্ছে আমি মনে করিনা যে সর্ব প্রথম ইলেক্ট্রন ও প্রটন অথবা প্রথম পরমানু, এমাইনো এসিড, প্লাজম বা সর্ব প্রথম বীজ ও কোষ তৈরীর জন্য অযৌগই মূখ্য। আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি কারণ, আমার কাছে এই সকল কিছুর মূলে আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যখ্যা হতে পারে।"

একইভাবে আরেক বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক এম হাওয়ে লিখেছেন, "আমি যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিতে চাই তা হচ্ছে, মহাবিশ্বের পরিকল্পককে অবশ্যই অলৌকিক হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ অলৌকিক।"

এভাবে আরেক বিজ্ঞানী জ্যেতির্বিদ ও গাণিতিক মার্লিন গ্র্যান্ট স্মিথ বলেন, "আমার কথা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আছে এবং যারা তাকে অধ্যাবসায় সহকারে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তিনি তাদের জন্য মহা পুরস্কার মহান দাতা।"

এভাবে আরেক রসায়ন বিজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহকে অথবা আল্লাহর কল্পনাকে অবাঞ্ছিত মনে না করে অথবা তথাকথিত অপরিপক্ক বিষয়াবলীর মধ্যে তাকে শ্রেণীভুক্ত বিষয় না করে বরং আমাদের জন্য তাকে মহাবিশ্বের আইন ও শৃংখলার মধ্যে তাকে দেখা এবং তার কাজের প্রশংসা করা উচিত।"

(তথ্যসূত্রঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টি তত্ত্ব, পৃষ্ঠা নং ৫৯-৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত।

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং তাকে স্বীকার করা এবং তার প্রশংসা করা উচিত। এজন্য কোন এক ফার্সী কবি লিখেছিলেন, যখন কেউ আল্লাহকে দেখতে চায়, "ফুলে ভেতরে যেমন

ফুলের সুগন্ধি লুকায়িত থাকে তেমনি আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও তার সৃষ্টির মাঝে দেখতে পাই।" সুতরাং যারা আল্লাহকে দেখতে চাও, তারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি দেখে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করো।

এভাবে যারাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেছেন, যারাই মহান আল্লাহর সৃষ্টির কিছুটা জ্ঞান রাখেন, তারা মহান আল্লাহর পরিচয়কে স্বীকার করেছেন। উপরোল্লিখিত আলোচনা সমূহের দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, অনেক বিজ্ঞানীই মহান আল্লাহর অস্িতত্বকে স্বীকার করেছেন। এটা যে শুধু আমাদের এই যুগের ঘটনা তা নয়। অতীতেও মুসলিমরা তো বটেই এমনকি ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যকার অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও মহান আল্লাহর অস্িতত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নাস্িতক সর্ব যুগে সামান্য কিছু লোকই ছিলো। এজন্য আমরা এখানে কুরআন থেকে কিছু আয়াত উল্লেখ করছি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্, অত:পর তারা কোথায় ফিরে যাচেছ? (যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৮৭)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্। (যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৯)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ.

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অত:পর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। (আনকাবুত, ২৯ ঃ ৬৩)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচেছ? (আনকাবুত, ২৯ ঃ ৬১)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

অর্থ: "বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান। এখন তারা বলবে: সবই আল্লাহ্র। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (মুমিনুন, ২৩ ঃ ৮৪-৮৫)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ.

অর্থ: "বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ্র। (মুমিনুন, ২৩ ঃ ৮৮)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (سورة يونس)

অর্থ: "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না? (ইউনুস, ১০ ঃ ৩১)

মক্কার লোকেরা যে মহান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করতো তার অন্যতম একটি প্রমাণ হলো মহানবী সা. এর পিতার নাম ছিলো আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দা। অর্থাৎ মহানবী সা. দুনিয়াতে আসার আগেই সেখানকার মানুষ নিজেদেরকে মহান আল্লাহর বান্দা বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পেতো। যদি মক্কার লোকেরা আল্লাহকে বিশ্বাস নাই করতো তাহলে তারা আব্দুল্লাহ নাম রাখতো না। একইভাবে আব্দুল্লাহ নামের পাশাপাশি আব্দুশ শামস, বা আব্দুল ওজ্জা নামও অনেকে রাখতো। অর্থাৎ

তারা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকেও মানতো এবং তার সাথে শরীকও করতো। সেটি ভিন্ন বিষয় যা পরে আলোচনা করা যাবে।

মক্কার লোকেরা যে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে যখন আবরাহা বাদশাহ বাইতুল্লাহ ধ্বংস করতে এসেছিলো তখন তার কিছু সৈনিক মক্কার চারণভূমিতে এসে তৎকালীন কাবার মুতাওয়াল্লী আব্দুল মুত্তালিবের কিছু ভেড়া-দুম্বা নিয়ে গিয়েছিলো।

আবরাহা বাদশাহ মক্কা থেকে একটু দূরে মিনার শেষ প্রান্তে মুযদালিফার দিকে অবস্থান নিলো। ঐ স্থানটিকে বলা হয় বাতনে মুহাসসার। যেখানে আবরাহাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। এইখানে আবরাহা এসে অবস্থান নিলো, তার মোবাইল সিংহাসন কায়েম করলো।

আব্দুল মুত্তালিব যখন শুনলেন যে তার ভেড়া-বকরী গুলো আবরাহার লোকেরা নিয়ে গেছে তখন তিনি আবরাহার দরবারে গেলেন। আবরাহা ইতিপূর্বে হযরত আব্দুল মুত্তালিবের প্রশংসা শুনেছিলেন। কুরাইশদের সর্দার, কাবার মুতাওয়াল্লী হিসেবে আব্দুল মুত্তালিবের প্রভাব আবরাহা বাদশার অন্তরে ছিলো। আব্দুল মুত্তালিব দেখতেও খুবই সুদর্শন ছিলেন। তাই আব্দুল মুত্তালিবকে দেখার পর আবরাহা বাদশাহ আরো প্রভাবিত হলো। নিজের সিংহাসন থেকে নেমে জমীনে কার্পেট বিছিয়ে বসলো আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কথা বলার জন্য। আব্দুল মুত্তালিব তখন কোন ভূমিকা ছাড়াই কথা বলা শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আমি শুনেছি আপনার লোকেরা আমার কিছু ভেড়া-বকরী-দুম্বা এগুলো নিয়ে এসেছে। তাই আমি এখানে সেগুলো ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।"

আবরাহা বাদশাহ এই কথা শুনে বললো, "আমার মনে আপনার ব্যাপারে একটি বড় প্রভাব কাজ করছিলো। আমি আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা শুনেছি এবং আপনাকে দেখার পর তা আরো গভীর হয়েছে। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি আপনাদের কাবা ধ্বংস করার জন্য এসেছি, যার সাথে আপনাদের সম্মান ও মর্যাদা জড়িত। অথচ আপনি সেই কাবা সংক্রান্ত কোন কথা না বলে আপনি এসেছেন আপনার তুচ্ছ কিছু ভেড়া-বকরী নেয়ার জন্য।"

তখন আব্দুল মুত্তালিব যেই উত্তর দিয়েছিলেন তা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি আমার

ভেড়-বকরী গুলো নিতে এসেছি কারণ আমি সেগুলোর মালিক। আর তুমি যেই কাবা ভাঙ্গতে এসেছো সেই কাবার মালিক আমি না, সেই কাবার মালিক হলেন মহান আল্লাহ। আসমান-যমীন, আমি-তুমি আমাদের সবার মালিক হলেন তিনি। সুতরাং তুমি যখন কাবা ভাঙ্গতে এসেছো তখন কাবার মালিকই তা হেফাজতের ব্যবস্থা করবেন।"

এর পরের ইতিহাস তো আমাদের সবারই জানা আছে। যা সূরায়ে ফিলের মধ্যে আবরাহার ধ্বংসের সেই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আরবের লোকেরা যে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ শুধু এখানেই শেষ নয়। মহানবী সা. এর বয়স যখন পয়ত্রিশ বছর। তখন খানায়ে কাবা পুন:নির্মাণের প্রয়োজন হলো। মক্কার তৎকালীন সংসদ ভবন দারুন নদওয়ায় বসে আবু জাহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ানসহ সকল লিডাররা খানায়ে কাবা পুন: নির্মাণের জন্য চাঁদা তোলা শুরু করলেন। তবে তারা বলে দিলেন যে, যেহেতু খানায়ে কাবা মহান আল্লাহর ঘর, তাই এর জন্য কোন হারাম পয়সা গ্রহণ করা হবে না। শুধুমাত্র হালাল অর্থ থেকে এটির কাজ করা হবে। কিন্তু যখন চাঁদা তোলা শেষ হলো তখন দেখা গেলো যে, যেই পরিমাণ টাকা হয়েছে তাতে পুরো কাবা নির্মাণ সম্ভব নয়। তখন একদল মত দিলো যে যেহেতু শুধু হালাল টাকায় পুরো কাবা নির্মাণ করা যাচ্ছে না, তাই হালাল টাকার সাথে কিছু হারাম টাকাও মিশিয়ে নেয়া হোক। আরেকদল বললো, না কাবার নির্মাণে আমরা হারাম পয়সা লাগাবো না। তাতে যে পর্যন্ত নির্মাণ করা যায় সে পর্যন্তই আমরা নির্মাণ করবো। শেষ পর্যন্ত এটাই সিদ্ধান্ত হলো যে, কাবা ঘরের নির্মাণে কোন হারাম পয়সা লাগানো হবে না। হালাল পয়সা দ্বারা যতটুকু নির্মাণ করা যায় তাই করা হবে। এজন্য প্রয়োজনে কিছু অংশ বাদ দিবো। আজ পর্যন্ত কাবার সেই অংশ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাবার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাবার বাহিরে। কারণ মক্কার লোকেরা হালাল পয়সা দিয়ে পুরো কাবা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়নি। এজন্য কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছে।

এই হিসেবে দেখি যে, মক্কার লোকেরা শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তাই নয়, তারা আল্লাহর ঘরের নির্মাণের ক্ষেত্রেও কত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলো। আজকে আমাদের সমাজে মসজিদ নির্মাণ করার সময় দেখা

যায় সূদ-ঘুষের টাকার সংমিশ্রণ করা হয়। কিন্তু মক্কার সেই মুশরিক লোকেরা কিন্তু এটিও করে নি।

মক্কার লোকেরা তাওয়াফ করতো উলঙ্গ হয়ে। কারণ তারা বলতো আমরা সূদ ও হারাম অর্থে যেই কাপড় পরি তা পরে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবো না। যে জন্য মহানবী সা. মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর হজ করতে আসেন নি। তিনি হজের সময় হযরত আবূ বকর রা. কে আমীর করে তার সাথে হযরত আলী রা. কে দিয়ে পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন মক্কায় গিয়ে হজের সময় এই ঘোষণা দেয়ার জন্য যে,

أن لا يطوف في البيت عريان ولا مشرك.

অর্থ: "আগামী বছর আর কোনো মুশরিক ও উলঙ্গ ব্যক্তি হজ করতে এবং তাওয়াফ করতে পারবে না।" (৭ম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)

মক্কার মুশরিকরা হজের সময় লাব্বাইকও বলতো। মিশকাত শরীফ কিতাবুল হজের হাদীসেও এটি উল্লেখ আছে। এটি নিয়ে সামনে আলোচনা করা হবে।

এরকমভাবে মহানবী সা. এর বিরুদ্ধে বদরের ময়দানে যখন আবু জাহেল তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য এলো। তখন সে বদরের যুদ্ধের আগের রাতে একদিকে মহানবী সা. তার তাবুতে বসে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে দোয়া করছেন, "হে আল্লাহ যদি তুমি আগামী কাল যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরাজিত করো তাদেরকে হত্যা করো, তবে এই দুনিয়াতে হকের নাম নেয়ার মতো আর কেউ জীবিত থাকবে না। এই ক্ষুদ্র বাহিনী যদি শহীদ হয় তাহলে এই জমীনে কে আর তাওহীদের কথা বলবে, কে আর ঈমানের কথা বলবে। এভাবে মহানবী সা. তার তাবুতে বসে আবু জাহেল আবু লাহাব ও উতবাদের নাম ধরে ধরে বদ দোয়া করেছেন।

اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي ابن خلف.

অর্থ: "হে আল্লাহ্! কুরাইশের সর্দাদের শায়েস্তা করার বিষয়টি তোমার উপর। হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহেল ইবনে হিশামকে ধ্বংস করো, ওতবা ইবনে রবীআকে ধ্বংস করো, শায়বা ইবনে রবীআকে ধ্বংস করো, উকবা

ইবনে আবী মুয়ীত, উমাইয়া ইবনে খলফ ও উবাই ইবনে খলফকেও ধ্বংস করো।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০১৪)

হযরত আবূ বকর রা. গিয়ে রাসূল সা. কে থামালেন, শান্ত্বনা দিলেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনেক হয়েছে। আর দোয়া করা লাগবে না। আল্লাহ অবশ্যই আপনার কথা শুনবেন।

একদিকে আল্লাহর রাসূল দোয়া করছেন, অপরদিকে আবু জাহেলও আল্লাহর দরবারে দোয়া করছে। আবু জাহেলের দোয়াও হাদীসের সব কিতাবে পাবেন। সে বলছিলো,

اللهم رب هذاالكعبة...

অর্থ: "হে আল্লাহ্! হে কাবার প্রভু! আমরা তোমার কাবা ঘরকে সম্মান করি। হাজীদেরকে পানি পান করাই। আগামীকাল যুদ্ধ হবে আমাদের সাথে ধর্মত্যাগীদের। আমাদের এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার কাছে প্রিয় তুমি তাদেরকে সাহায্য করো।"

পরদিন যুদ্ধে মহান আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দিলেন। আবু জাহেল নিহত হলো। তার সাথে আরো ৭০ জন কাফের নিহত হলো। মহানবী সা. বললেন, আল্লাহ আবু জাহেলের দোয়াকে কবুল করেছেন। মেনে নিয়েছেন। সে দোয়া করেছিলো আল্লাহর প্রিয় দলকে সাহায্য করার জন্য। আল্লাহ তার প্রিয় দল তার প্রিয় নবীকেই সাহায্য করেছেন। তাদেরকে পরাজিত করেছেন।

এমনিভাবে ফিরআউন যে নিজেকে রব দাবি করেছিলো সেও কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানতো। কুরআনেও বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করেছেঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي.

অর্থ: "ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (কাসাস ঃ ৩৮)

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ.

অর্থ: "ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (শুআরা ঃ ২৯) আবার অন্য আয়াতে সে নিজেকে রব বলে দাবী করছে, ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.

অর্থ: "সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল। এবং বলল: আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (নাযিআত, ৭৯ ঃ ২৩-২৪)

এই ফিরআউনও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। যেমন সূরায়ে আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ.

অর্থ: "ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এই সুযোগ দিবে যে তারা দেশময় হৈ-চৈ করবে এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। (আরাফ, ৭ ঃ ১২৭)

এই আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ফেরাউন ও বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ আছে। তবে সে নিজেকেও রব দাবী করেছিলো এই হিসেবে যে সে সমগ্র মিশরের স্বার্বভৌমত্ব, আইন-কানুন, বিধান দিতো। অর্থাৎ সে নিজেকে আইনদাতা ও স্বার্বভৌমত্বের মালিক হিসেবে রব ও আল্লাহ দাবি করেছিলো। এজন্য সে কাফির ছিলো।

একইভাবে ইবলীসও আল্লাহকে স্বীকার করতো, বিশ্বাস করতো। ইবলীসকে যখন মহান আল্লাহ বেহেশত হতে বিতাড়িত করলেন তখন ইবলীস আল্লাহর কাছেই দোয়া করেছিলো। সূরায় হিজরের মধ্যে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলছেন,

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ.

অর্থ: "হে আমার রব! তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হলো।" (আরাফ, আয়াত ১৪-১৫)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

অর্থ: "হে আমার রব! তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হলো।" (হিজর, আয়াত ৩৬-৩৭) একইভাবে অন্য এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: "তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অত:পর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি। (হাশর, ৫৯ ঃ ১৬)

এভাবে বদরের যুদ্ধেও শয়তানের ঘটনা আছে। মহানবী সা. বদরের দিকে গিয়েছিলেন আবূ সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে আসা কাফেলাকে ধরার জন্য। তখন আবু সুফিয়ান মক্কায় সাহায্য চেয়ে লোক পাঠালে আবু জাহেলের বাহিনী বদরের ময়দানে গিয়েছিলো আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আবু সুফিয়ান মক্কায় সাহায্য চেয়ে সে আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য নিজেই পথ পরিবর্তন করে সাগরের পাড় দিয়ে বিকল্প পথে মক্কায় পৌঁছে গেলো। মক্কায় পৌঁছে আবু সুফিয়ান আবু জাহেলের কাছে চিঠি লিখলো, আমরা নিরাপদে চলে এসেছি তোমরাও মক্কায় চলে এসো। তখন আবু জাহেল সবাইকে নিয়ে পরামর্শে বসলো যে, যুদ্ধ করবে না এমনিই মক্কা ফিরে যাবে। বেশির ভাগ লোক পরামর্শ দিলো ফিরে যাবার জন্য কেননা, তারা যে জন্য এসেছিলো সেই আবু সুফিয়ান নিরাপদে মক্কায় চলে গেছে। তখন শয়তান নজদ এলাকার এক সর্দারের রূপ ধরে সেখানে এলো। শয়তান এসে তাদেরকে উৎসাহ দিলো যুদ্ধের জন্য। কুরআন সেই ঘটনা সম্পর্কে বলছে,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থ: "আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে না -আমি

দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন। (আনফাল, ৮ ঃ ৪৮)

এই আয়াত থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা হলো গযব থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। শয়তান ইচ্ছে করলেও আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ শয়তান আল্লাহর ফিরিশতাদেরকে দেখছিলো। শয়তান আল্লাহর জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছে।

উপরোল্লেখিত আলোচনার সমাধান তাহলে কি দাঁড়ালো, ফিরআউনও আল্লাহকে স্বীকার করতো, বিশ্বাস করতো। মক্কার কাফেররাও আল্লাহকে স্বীকার করতো, বিশ্বাস করতো। শয়তানও আল্লাহকে স্বীকার করতো, বিশ্বাস করতো। এমনকি ইহুদী-খৃষ্টানরাও আল্লাহকে স্বীকার করতো, বিশ্বাস করতো এখনো করে বরং ইহুদী-খৃষ্টানরা আরো নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় এবং নাতি-পুতি বলে দাবী করতো। এ পর্যন্ত লেখা বিষয়ের মূল বক্তব্য এটিই যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও এবং তাকে বিশ্বাস করা। কিন্তু শুধু এতোটুকু বিশ্বাস করলেই কি কেউ মুসলমান হতে পারবে? যদি তাই হতো তাহলে ইহুদী-খৃষ্টান-ফিরআউন এবং মক্কার মুশরিকরাও তো মুসলমান হয়ে যেতো। পৃথিবীর সবাই মুসলিম হতো।

কিন্তু আমরা জানি যে, শয়তান কাফির, আবু জাহেল কাফের, ইহুদী-খৃষ্টানরা কাফের। কিভাবে? তাদের আর মুসলিমদের মধ্যে ব্যবধান টি কি? সেই ব্যবধানটির নাম হলো ইসলাম তথা ঈমান আর কুফুর।

জুমার বয়ান। তারিখ : ২৪-০৭-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

ইসলাম ও মুসলিম

'ইসলাম' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, কারো কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় 'ইসলাম' হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের নাম। যা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

অনেকে বলেন ইসলাম অর্থ 'শান্তি' কিন্তু এ কথাটি সঠিক নয়। سَلْم (সাল্‌ম) ও سلام (সালাম) অর্থ শান্তি। অনেক মুসলমান অজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলাম মানে শান্তি বলে। ইংরেজরা যখন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, তখন তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণর ড. ম্যাকলিকে মাদ্রাসার সিলেবাস তৈরী করার দায়িত্ব দেয়। এই সুযোগে তারা ইসলামের অনেক মৌলিক পরিভাষা; যেমন ইসলাম, ইলাহ, রব, তাওহীদ, শিরক, তাগুত, জিহাদ ইত্যাদি পরিবর্তন করে। তন্মধ্যে ইসলামের জিহাদ তথা বাতিলের সাথে ইসলামের অনিবার্য দ্বন্দ ও সংঘাতকে এড়ানো জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অর্থ শান্তি করে থাকে। অথচ বিখ্যাত আভিধানিক 'হান্‌সভে' (যিনি একজন খ্রিষ্টান) তার বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধানে اسلام (ইসলামের) অর্থ করেছেঃ Submission, resignation to the will of God.

ইসলামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে - আল্লাহর ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ও পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা (A Dictionary of Modern Written Arabic)। তবে এ কথা ঠিক যে ইসলাম মানলে অবশ্যই শাান্তি আসবে। দুনিয়াতে সুখ ও শান্তি লাভ করা যাবে। আর আখেরাতেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করা যাবে।

মুসলিম কাকে বলে?

'মুসলিম' হলো যিনি আল্লাহর আদেশ মেনে চলেন এবং তাঁর আদেশ লংঘন করে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "তোমাদের জাতীর পিতার নাম হলো ইব্রাহীম। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম।" (হজ্জ, ২২ ঃ ৭৮)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন: অনুগত হও। সে বলল: আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। (বাকারা, ২ ঃ ১৩১)

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

অর্থ: "তারা কি আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচছায় হোক বা অনিচছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (আল ইমরান : ৮৩)

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.

অর্থ: "যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ্ অভিমূখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। (লোকমান, ৩১ ঃ ২২)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ.

অর্থ: "আপনি বলে দিন: আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। (আনআম, ৬ ঃ ১৪)

فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.

অর্থ: "অতএব তোমাদের আল্লাহ্ তো একমাত্র আল্লাহ্ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। (হজ্জ, ২২ ঃ ৩৪)

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ.

অর্থ: "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমূখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূবে। (যুমার, ৩৯ ঃ ৫৪)

আল্লাহ তাআলার আদেশ দুই প্রকার:

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম বলা হয় 'যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে' আল্লাহর আদেশ দুই প্রকার ঃ

(ক) তাকভিনী (সৃষ্টিগত) (খ) তাশরিয়ী (শরীয়ত গত) আদেশ।

১. **তাকভিনী (সৃষ্টিগত)** ঃ বাধ্যতামূলকভাবে আদেশ নিষেধ পালন করাই হলো তাকভিনী (সৃষ্টিগত) ইসলাম। যেমন সূর্যের প্রতি আল্লাহর আদেশ হচ্ছে উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া, আলো ও উষ্ণতা দেয়া ইত্যাদি। সূর্যের শক্তি নেই এই আদেশ অস্বিকার করার। সেরূপে বায়ুর প্রতি আদেশ প্রাণী জগতকে জীবিত রাখা। পানির প্রতি আদেশ তৃষ্ণার্তকে পানি দিবে। এরূপ মানুষের প্রতি সৃষ্টিগত আদেশ হলো জিহ্বা কথা বলবে, কান কথা শুনবে, চোখ দেখবে। মানুষের ক্ষমতা নেই জিহ্বা দ্বারা দেখার বা কান দিয়ে কথা বলার অর্থাৎ এই আদেশ লংঘন করার। আর এটাই হলো তাকভিনী (সৃষ্টিগত) ইসলাম। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

অর্থ: "(সত্য অস্বীকারকারীর দল কি) আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীনের অনুসন্ধান করে? অথচ আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তারা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের অনুগত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

অতএব জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত সব সৃষ্টি আল্লাহর মুসলিম (আনুগত্য) তাদের সকলের দ্বীন হলো ইসলাম।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

অর্থ: "সাত আসমান পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে। এ সৃষ্টিজগতে এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ (পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা) বুঝতে পারোনা।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهً.

অর্থ: "আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে আছে ইচছায় অথবা অনিচছায়। (রা'দ, ১৩ ঃ ১৫)

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ.

অর্থ: "অত:পর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অত:পর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচছায় অথবা অনিচছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচছায় আসলাম ।(ফুসসিলাত:১১)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.

অর্থ: "তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, বস্তুত ঃ আল্লাহই এক সত্তা যাকে সেজদা করে সকলেই, যারা আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং সেজদা করে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষরাজি, চতুস্পদ জন্তু ও বহুসংখ্যক মানুষ। (হজ্জ, ২২ ঃ ১৮)

[সেজদা করার প্রকৃত মর্ম, তাদের প্রতি আল্লাহর আরোপিত আইন, কানুন, বিধি, ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলা ।]

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.

অর্থ: "সূর্য তার নিজ কক্ষপথে ঘুর্ণয় করে। এটা তার জন্য মহান পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। আর চন্দ্রের জন্য আমি কিছু পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি সুতরায় সে সেই পথে ঘুরে ঘুরে (মাসের শেষ সময়ে) একেবারে ক্ষীনকায় হয়ে যায়। সুর্যের ক্ষমতা নেই চন্দ্রকে ধরার আর রাতও দিবসের আগে চলে যেতে পারবে না। মূলত: প্রত্যেকটি সৃষ্টিই তার নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।" (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৩৮-৪০)

২. **তাশরিয়ী (শরীয়তগত) ঃ** যে সব আদেশ নিষেধ যা পালনের জন্মগত বা সৃষ্টিগত কোন বাধ্যবাধকাত নেই তাই হচ্ছে তাশরিয়ী আহাকম। যা স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেমন মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করবে না অন্য কারো ইবাদাত করবে তা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার

উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র মানুষ ও জ্বীনকে এই ধরনের স্বাধীনতা দান করেছেন। তবে এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের অনুমতি দেন নি। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا

অর্থঃ কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সূরা আহ্যাব- ৩৩ ঃ ৩৬) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ "তবে না; আপনার রবের কসম ! তারা মুমিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসস্বাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সার্বন্তঃকরণে তা মেনে নয়ে।" (সূরা নিসা- ৪ ঃ ৬৫)

এরপরও যদি কেউ অপব্যবহার করে তাহলে তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে। সুতরাং আনুগত্য করার নাম হলো ইসলাম। ইসলাম ও মুসলিম হবার বিষয়টি শুধুমাত্র মানুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন এক বিশেষ সৃষ্টির নয়, গোটা সৃষ্টি জগতের দ্বীন হলো ইসলাম। সূর্য, চন্দ্র, সবই আল্লাহর আহকাম পুরোপুরি মেনে চলে। অতএব সূর্য সেও মুসলিম, চন্দ্র সেও মুসলিম। তারকারাজি, বায়ু, পানি সবাই মুসলিম।

আবার অনেক সময় একই সাথে উপরোক্ত দু' ধরনের আহকামের উপস্থিতি দেখা দেয়। যেমনঃ (মানুষের ক্ষেত্রে) মানুষ চোখ দ্বারা দেখবে কিন্তু কোন নিষিদ্ধ বিষয় বা কাজ দেখবে না, আবার কান দ্বারা শুনবে কিন্তু নিষিদ্ধ কথা শুনবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম অংশটি তাকভিনী যা বাধ্যতামূলক এবং পরের অংশটি তাশরিয়ী (শরীয়তগত) যা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

এখন আসল কথা হলো যারা আহকামে এলাহী মানে না তাদের জন্য **"মুসলিম"** শব্দটি ব্যবহার করা চলবে না। অথচ তারা তাকভিনী (সৃষ্টিগত) আহকাম মেনে চলছে।

সকল নবীর দ্বীন ছিল 'ইসলাম', সকল উম্মতের পরিচয় ছিল মুসলিম' তবে শরীয়ত ছিলো ভিন্ন

সকল নবীর মূল দাওয়াত এবং আক্বীদাগত বিষয় এক হলেও তাদের শরীয়ত ও শাখাগত বিষয়ে কিছুটা ভিন্নতা ছিলো। তাই এখানে প্রথমে সকল নবীর এক তাওহীদ ও ইসলামের ব্যাপারে কিছু দলীল পেশ করে তারপর তাদের শরীয়ত ভিন্ন হওয়া নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ: "ইব্রাহীম না ছিলেন ইয়াহুদ আর না ছিলেন নাসারা (খৃষ্টান)। বরং সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন তিনি। (আল ইমরান, ৩ ঃ ৬৭)

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থ: "অতপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত পৌঁছে তাহলে যে আমার হেদায়াত মেনে চলবে তার জন্য চিন্তার কোন কারণ থাকবে না এবং সে আশংকিত ও ব্যথিত হবে না। যে হেদায়েত অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিবে সে হবে দোযখের অধিবাসী। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ৩৮, ৩৯)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থ: "এমন কোন জাতি ছিল না যাদের কাছে কোন সাবধানকারী (নবী) আসেনি।" (সূরা ফাতের, ৩৫ ঃ ২৪)

উপরের এ দুটি আয়াত একথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা করে যে, এ দুনিয়ার মানুষের বসবাস এবং শরীয়তের আহকাম একত্রেই শুরু হয়েছে। সেই আদিকাল থেকে মানবজগত কখনো 'দ্বীন' ও 'শরীয়ত' শূন্য হয়ে পড়েনি।

এমন জাতি নেই যে, আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ও অনবহিত রয়েছে। এটা এ জন্য যে, মানুষ স্বাধীন এখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তার বংশধর হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রমুখ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

অর্থ: "স্মরণ কর, সে সময়ের কথা যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রভু বলেছিলেন 'মুসলিম হও অর্থাৎ আমার অনুগত হয়ে যাও।" তখন তার জবাবে তিনি বলেছিলেন 'আমি জগতসমূহের প্রভুর মুসলিম অর্থাৎ অনুগত হয়ে গেলাম। অতঃপর এ বিষয়ে অসিয়ত করলেন ইব্রাহীম তার পুত্রদেরকে এই বলে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই বিশেষ দ্বীনটি পছন্দ করেছেন। অতএব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়ে থেকো।" (বাকারা : ১৩১-১৩৩)

কোরআন পাকে এ ধরনের বিশ্লেষণ হয়রত লূত (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবীগণের সম্পর্কেও দেয়া হয়েছে। অতপর সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা এবং তাদের অনুসারীগণ সকলেই ছিলেন 'মুসলিম' এবং সকলেরই দ্বীন ছিল ইসলাম। তবে শরীয়তের ক্ষেত্রে একেক নবীর শরীয়ত অন্য নবীর শরীয়ত থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিলো। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

অর্থঃ "সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছে তদনুসারে এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি নির্দিষ্ট শরীয়ত ও নির্দিষ্ট পন্থা। আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের সাইকে এক জাতি করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন

তাঁর মাধ্যমে। অতএব নেক কাজের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে বিষয়ে যাতে তোমরা মতভেদ করতে। (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ৪৮) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.

অর্থঃ "প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি, যা তারা পালন কের। সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। আপনি আপনার রবের দিকে আহবান করতে থাকুন। নিঃসন্দেহে আপনি তো আছেন সরল-সঠিক পথে। (সূরা হজ্জ: ৬৭) আরো ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "এরপর আমি আপনার জন্য একটি শরীয়ত প্রণালী নির্ধারণ করে দিয়েছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রতি দেয়া শরীয়তেরই অনুসরণ করতে থাকুন এবং এর বাইরে অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" (সূরা জাসিয়াত, আয়াত : ১৮)

ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন

ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ পাক তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীম দ্বীন হলো ইসলাম।' (আল ইমরান, ৩ ঃ ১৯)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

অর্থঃ "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।' (আল ইমরান, ৩ ঃ ৮৫)

ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন ঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (মায়েদা, ৫ ঃ ৩)

সুতরাং যে দ্বীনকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তার ভিতরে নতুন কিছু সংযোজন করার অধিকার কারও নেই। যদি করা হয় তা হবে বিদআ'ত। আর বিদআ'তের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, كل بدعة ضلالة বিদআ'ত সবই গোমরাহী। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেনঃ

من ابتدع بدعة فيراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان فى الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا (الاعتصام)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন বিদআ'ত আবিস্কার করে আবার সেটাকে বিদআ'তে হাসানাহ বা ভালো বিদআ'ত মনে করে সে যেনো দাবী করলো যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের ভিতরে খিয়ানত করেছেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ اليوم اكملت لكم دينكم "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং যে সব কাজ তখন দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ছিল না তা বর্তমানেও দ্বীন নয়।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপেই গ্রহণ করতে হবে

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপেই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং কিছু মানবো কিছু মানবো না, এমন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অর্থ: "হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা বাকারা, ২ ঃ ২০৮)

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

অর্থ: "এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। (বাকারা, ২ ঃ ১৩২)

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

অর্থ: "তবে কি তোমরা কুরআনের কিছু মানবে আর কিছু মানবে না? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (বাকারা, ২ ঃ ৮৫)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

অর্থঃ "যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যাকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।" (নিসা : ১৫০-১৫১)

ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বা মতবাদ বাতিল

বর্তমানে কিছু আধুনিক শিক্ষিত এবং তথাকথিত পীরদেরকে বলতে শুনা যায় যে, "পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরুরী নয়" যেমন

'আল্লাহ কোন পথে?' নামক বইয়ের ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, পৃঃ ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬ এবং 'মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' নামক বইয়ের পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ জুলাই -২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১৫১-১৫২ তে বলা হয়েছে পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি না। বরং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে। তাদের এই কথিত 'তাওহীদে আদইয়ান বা সকল ধর্মের ঐক্য' এর স্বপক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে থাকে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ: "যারা মু'মিন, যারা ইয়াহুদী, এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- (এদের মধ্যে) যারাই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" (সূরা বাকারা, ২ ঃ ৬২)

অথচ এ আয়াতে যে কোন ধর্মের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমান আনলে এবং নেক কাজ করলে তারা পরকালে মুক্তি পাবে। আর একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্ম আগমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আখেরী নবী না মানলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আখেরী নবী মানলে অন্যান্য সব ধর্মের বিধানকে রহিত মানতে হয়। তাহলে অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তির অবকাশ রইল কোথায়? কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত। (আল ইমরান : ৮৫)

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

অর্থ: "তারা কি আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচছায় হোক বা অনিচছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (আল ইমরান : ৮৩)
অমুসলিমরা ইসলাম না গ্রহণ করে যত ভাল কাজই করুক না কেন, পরকালে তারা মুক্তি পাবে না। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

অর্থঃ "যারা কাফের, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সমতুল্য, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। কিন্তু সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অত:পর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের আমলসমূহ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।" (সূরা আন-নূর, ২৪ ঃ ৩৯-৪০)

এর জ্বলন্ত প্রমাণ আবু তালেব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আপন চাচা। হযরত আলী (রাঃ) এর আব্বাজান। যিনি সারা জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভাতিজা হিসাবে দেখা-শুনা করেছেন, সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। এমনকি তিন বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পরেও তার জন্য দোয়া করতে থাকলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে দিলেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

অর্থঃ "নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্নীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (তাওবা, ৯ ঃ ১১৩) আরো বলা হলো ঃ

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থঃ "আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬)
এ বিষয়টি হাদীস শরীফে আরো স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ঃ

عن جابر رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال : انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال : ((أمتهوكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى)) رواه أحمد، والبيهقى فى كتاب (شعب الإيمان)

অর্থঃ "হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রাঃ) একবার মহানবী সা. এর কাছে এসে বললেনঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ) আমরা ইহুদীদের কাছে এমন কিছু কথা-বার্তা শুনতে পায়, যা আমাদের নিকট ভাল লাগে, আমরা তাদের (তাওরাতের) কিছু কথা লিখে রাখবো? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি বিভ্রান্তির মধ্যে আছো?! যেমনিভাবে বিভ্রান্তিতে আছে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার (একটি দ্বীন), যদি হযরত মুসা (আঃ) (তাওরাত যার উপর নাজিল হয়েছে) তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না।

عن جابر، ان عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال : يا رسول الله! هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ و وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير . فقال أبو بكر : ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فنظر عمر إلى وجه رسول صلى الله عليه وسلم فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربّا، وبالاسلام دينا، وبمحمد نبيا . فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : ((والذى نفسى محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيّا وأدرك نبوتى لاتبعنى)). رواه الدارمى.

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাওরাত লিখিত একখন্ড কাগজ নিয়ে আসলেন। অতঃপর বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী। অতপরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন এবং উমার (রাঃ) তা পড়তে আরম্ভ করলেন, তার পড়া শুনে রাসূলূল্লাহ এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল। অতপরঃ আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ হে ওমর! তুমি সড়ে যাও (চুপ হয়ে যাও), তুমি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাম এর চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছনা? অতপরঃ উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেনঃ আমরা আল্লাহকে রাব্ব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। অতপরঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি তোমরা মুসা (আঃ) কে পেতে অতপরঃ তার অনুসরণ করতে ও আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে সঠিক পথ বা দ্বীন থেকে দুরে চলে যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে)। যেনে রাখ! যদি মুসা (আঃ) ও জীবিত থাকত এবং আমাকে পেত; তবে আমার অনুসরণ করতো। (দারেমী, মেশকাত বা: এ'তেছাম)

জুমার বয়ান। তারিখ : ২৮-০৮-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

আত-তাওহীদ

শুধু আল্লাহ আছেন বললেই মুসলিম হওয়া যায় না, কারণ যদি আল্লাহ আছেন এ কথা বললেই মুসলিম হওয়া যায় তাহলে এ কথা মক্কার কাফেররাও স্বীকার করতো। যেমন ইরশাদ হয়েছে পবিত্র কুরআনে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্, অত:পর তারা কোথায় ফিরে যাচেছ ? (যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৮৭)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্। (যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৯)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ.

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অত:পর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। (আনকাবুত, ২৯ ঃ ৬৩)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচেছ?" (আনকাবুত : ৬১)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ.

অর্থ: "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না? (ইউনুস, ১০ ঃ ৩১)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ.

অর্থ: "বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান। এখন তারা বলবে: সবই আল্লাহ্র। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (মুমিনুন, ২৩ ঃ ৮৪-৮৫)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ.

অর্থ: "বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ্র। (মুমিনুন, ২৩ ঃ ৮৮)

আল্লাহর নবীর বয়স যখন ৩৫ বৎসর তখন ক্বাবা পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়, তখন মক্কার কাফেররা পরামর্শে বসল যে, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, ক্বাবা নির্মাণ করতে গিয়ে তারা কোন হারাম পয়সা লাগাবে না। সবার হালাল পয়সা জমা করে দেখা গেল, এর দ্বারা পূর্ণ ক্বাবা নির্মাণ করা সম্ভব নয়, যদি পূর্ণ ক্বাবা নির্মাণ করতে চাই তাহলে হারাম পয়সা ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তারা তা না করে হালাল পয়সা দিয়ে যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততটুকুই করেছে আর বাকীটা বাদ দিয়ে দিয়েছে, হাতিমে ক্বাবা যার সাক্ষ্য বহন করে। এর দ্বারা বুঝা যায় তারা আল্লাহকে কত ভয় করে। আবরাহা বাদশা যখন ক্বাবা ধ্বংস করতে আসলো, এবং আবদুল মুত্তালিব এর কিছু দুম্বা, ভেড়া-বকরি নিয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন আবরাহার কাছে গিয়ে ক্বাবা সম্পর্কে কিছু না বলে ঐ পশুগুলো ফেরত আনার ব্যাপারে কথা বললেন।

ইহুদী নাসারারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ.

অর্থ: "ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।" (মায়েদা ঃ ১৮)

ফেরাউনও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো:

وَقَالَ الْمَلا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ.

অর্থ: "ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। (আরাফ, ৭ ঃ ১২৭)

এই আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ফেরাউন ও বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ আছে তবে তা অনেক।

ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করেছে:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي.

অর্থ: "ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (কাসাস ঃ ৩৮)

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ.

অর্থ: "ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (শুআরা ঃ ২৯)

আবার অন্য আয়াতে সে নিজেকে রব বলে দাবী করছে, ইরশাদ হচ্ছে:

فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.

অর্থ: "সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল। এবং বলল: আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (নাযিআত, ৭৯ ঃ ২৩-২৪)

শয়তানও আল্লাহকে বিশ্বাস করে:

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থ: "আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক,

অতঃপর যখন সামনাসামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে না - আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন। (আনফাল, ৮ ঃ ৪৮)

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: "তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অত:পর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে: তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি। (হাশর, ৫৯ ঃ ১৬)

তাহলে পার্থক্য কোথায়?

পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লামের যুগের কাফির, মুশরিক, ইহুদী, নাসারা এবং ফেরাউন, এমনকি শয়তানও আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তাহলে তাদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? কেন তারা কাফির আর আমরা মুসলিম? কেন তার আল্লাহর দুশমন এবং আমরা আল্লাহর বন্ধু? কেন তারা জাহান্নামী এবং মুসলিমরা জান্নাতী?

মক্কার লোকদের সাথে আমাদের পার্থক্য

পূর্বের আলোচনায় এই কথা প্রমাণিত হয়েছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লামের যুগের কাফির, মুশরিক, ইহুদী, নাসারা এবং ফেরাউনও আল্লাহকে বিশ্বাস করত, এমনকি শয়তানও আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তাহলে তাদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? কেন তারা কাফির আর আমরা মুসলিম? কেন তারা আল্লাহর দুশমন এবং আমরা আল্লাহর বন্ধু? কেন তারা জাহান্নামী এবং মুসলিমরা জান্নাতী?

পার্থক্য শুধুমাত্র তাওহীদ

একজন মুসলিম আর কাফিরের মাধ্যে মূল পার্থক্য হলো তাওহীদ। শুধুমাত্র আল্লাহ আছেন এটি বিশ্বাস করলেই মুসলিম হওয়া যায় না। আল্লাহ আছেন এই বিশ্বাস করার পরে আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া এবং তার সাথে কোন শরীক না করার মাধ্যমেই কেবল পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া সম্ভব।

সকল নবী-রাসূলগনের সম্মিলিত দাওয়াত ছিল তাওহীদ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

অর্থ: "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।" [সুরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৫]

এবার আমরা যদি তাওহীদের এই বিষয়টি আমরা মহানবী সা. এর সীরাত থেকে গ্রহণ করি তাহলে দেখবো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী প্রাপ্ত হওয়ার পর প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত গোপনে ইসলাম প্রচার করেন, অতঃপর যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার আয়াত অবতীর্ণ হলো, ঘোষণা হলো:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.

অর্থ: "হে নবী! আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিন।" (সূরা শুআরা, আয়াত: ২১৪)

আরো অবতীর্ণ হলো,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ: "হে নবী! আপনার উপর যেই সকল ওহী অবতীর্ণ করা হয় আপনি লোকদেরকে সেই তাওহীদের দাওয়াত দিন।" (সূরা হিজর, আয়াত: ৯৪)

তখন প্রিয়নবী সা. তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী সকাল বেলা গিয়ে সাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করে, মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাক দিলেন। যখন সকলেই বুঝলো যে, এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাক, তখন নেতারা সকলেই দ্রুত সমবেত হলো। এমনকি, যে নিজে আসতে পারে নাই, সে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করলো। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ابن عباسٍ قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين فصعد النبى صلى الله عليه وسلم الصّفا فجعل ينادى يا بنى فهرٍ، يا بنى عدىٍّ لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال ارَايتكم لو اخبرتكم ان خيلاً بالوادى تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقِىَّ قالوا نعم ما جرّبنا عليك الا صدقاً قال فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال ابو لهبٍ تباً لك سائر اليوم الهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا ابى لهب وتب ـ متفق عليه وفى رواية نادى يا بنى عبد منافٍ انما مثلى ومثلكم كمثل رجلٍ راى العدو فانطلق يربأ اهله فخشى ان يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন وانذر عشيرتك الاقربين অর্থ ঃ '(হে নবী!) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দিগকে সাবধান করুন' আয়াতটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং হে বনী ফিহর! হে বনী আ'দী! বলিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন, ইহাতে তাহারা সকলে সমবেত হল। অতঃপর তিনি বললেনঃ বল তো, আমি যদি এখন তোমাদিগকে বলি যে, এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর আতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে বললঃ হাঁ, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাদিগকে সম্মুখে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করিতেছি।' এই কথা শুনিয়া আবু লাহাব বললঃ সারাটা জীবন তোমার বিনাশ হউক। তুমি কি এইজন্যই আমাদিগকে একত্রিত করেছ? তখন تبت يدا ابى لهب وتب নাযিল হইল অর্থঃ আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হউক এবং তাহার বিনাশ হউক। – (বুখারী, মুসলিম)।

অপর এক রেওয়ায়তে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক দিলেন হে আবদে মানাফের বংশধর। প্রকৃতপক্ষে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ণত হই সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে আপন কওমকে বাঁচানোর জন্য চলল, অতঃপর আশংকা করল যে, দুশমন তাহাদের উপর আগেই এসেআক্রমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চঃস্বরে يا صباحاه বলে সতর্ক করতে লাগল। (সহীহ বুখারী)

عن ابى هريرة قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين دعا النبى صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فعمَّ وخصَّ فقال يابنى كعب بن لوى انقذوا انفسكم من النار يا بنى مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يابنى عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يابنى عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يابنى هاشم انقذوا انفسكم من النار يابنى عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يافاطمة انقذى نفسكِ من النار فانى لا املك لكم من الله شيئاً غير ان لكم رحماً سابلها ببلالها – رواه مسلم وفى المتفق عليه قال يا معشر انفسكم لا اغنى عنكم من الله شيئاً ويابنى عبد منافٍ لا اغنى عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا اغنى عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا اغنى عنك من الله شيئاً ويافاطمة بنت محمد سلينى ماشئت من مالى لا اغنى عنك من الله شيئا.

অর্থ: "হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন وانذر عشيرتك الاقربين অর্থঃ 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দিগকে সতর্ক কর' নাযিল হইল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদিগকে ডাক দিলেন। তাহারা সমবেত হইল। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়া সতর্কবাণী শুনাইলেন। তিনি বলিলেনঃ হে কা'ব ইবনে লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও! হে মুররা ইবনে কা'বের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও! হে আবদে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও! হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও! হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও! হে ফাতেমা! তুমি তোমার নিজেকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও! কেননা, আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে তোমাদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব। -মুসলিম

বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! (আমার উপরে ঈমান এনে)

তোমাদের জানকে খরিদ করে নেও (অর্থাৎ দোযখের আগুন হইতে আত্মরক্ষা কর)। আমি তোমাদের হইতে আল্লাহর আযাব কিছুই দূর করিতে পারিব না। হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হইতে আল্লাহর আযাব কিছুই দূর করিতে পারিব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হইতে আল্লাহর আযাব কিছুই দূর করিতে পারিব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফী সাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইতে পারিব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ হইতে যাহা ইচ্ছা তাহা চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিব না। তিনি আরও ঘোষণা করেনঃ

لو قلتم كلمة واحدة تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم او تؤدى اليكم بها الجزية.

অর্থ: "যদি তোমরা একটি কথা মেনে নাও তাহলে তোমরা গোটা আবর বিশ্বের মালিক বনে যাবে এবং অনারব বিশ্ব হয়তো তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে নতুবা তোমাদের جزية (কর) দিয়ে থাকবে।"

তখন সকলেই বলে উঠলো, এতো দারুন সু-খবর, জলদি বলো সে কথাটি কি? এবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন, যার মাধ্যমে কাফির-মুশরিক ও মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বললেনঃ

يايها الناس قولوا لااله الا الله تفلحون، تعبدون الله وحده وتخلعون ما تعبدون من دون الله.

অর্থ: "ওহে মানবজাতি, তোমরা ঘোষণা কর যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, মাবুদ নাই, তোমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করবে। তাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছো তাদের ত্যাগ করবে, সঙ্গে সঙ্গে আবু লাহাবরা ক্ষেপে গেল। তারা বললোঃ تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا তোমার গোটা জীবন ধ্বংস হোক, তুমি কি আমাদের এজন্য জমা করেছো?

মক্কার লোকেরা এই যে কালিমার বিরোধীতা করেছিলো, এটা কিন্তু তারা জেনে বুঝেই করেছিলো। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে এই কালিমা গ্রহণ

করলে তাদের মনগড়া আইন-কানুন দ্বারা সমাজ পরিচালনা আর তাদের খেয়াল-খুশি মতো চলার দিন শেষ হয়ে যাবে। এটা এমন এক দাওয়াত যেখানে সকল ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে এক আল্লাহর সামনে সমর্পন করতে বলা হচ্ছে, তার সকল আইন-কানুন মেনে নিতে আহ্বান করা হচ্ছে। তাই তারা বুঝে শুনে কালিমার একত্ববাদ ও আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বের বিপক্ষে অবস্থান নিলো। আবূ লাহাব আরও বললোঃ

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

অর্থ: "তবে কি সে সকল ইলাহগুলোকে এক ইলাহতে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল? এতো অত্যন্ত আজব কথা।" (সোয়াদ, ৩৮ঃ ৫)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ আমাদের সকল ইলাহকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। সব ইলাহের স্থলে এক আল্লাহকে বসাতে চাচ্ছে। এটা মানা সম্ভব নয়, কেননা তাহলে আমাদের সকল ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচার বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং বুঝা গেলো এখানেই পার্থক্য। ইসলাম বলে এক আল্লাহই সব কিছুর মালিক। কাফিররা বলে আল্লাহও আছেন, আবার অন্য শরীকও আছে। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে মানবো, আবার আইন প্রণেতা আমরাই থাকবো। দেব-দেবীরও উপাসনা করবো। এজন্য আব্দুল মুত্তালিবের এক ছেলের নাম ছিলো আব্দুল্লাহ, অপর ছেলের নাম ছিলো আব্দুশ শামস। সূর্যের গোলাম। আব্দুল উজ্জা -উজ্জার গোলাম। তাই দেখা যায় যে, হিন্দুরা আল্লাহকেও মানে আবার ৩ কোটি দেবতাকেও মানে। ইসলাম বলে এটাই কুফর। এটাই হলো মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের পার্থক্য। ইসলাম বলে পূর্ণাঙ্গভাবে এক আল্লাহকেই মানতে হবে। এটা হলো প্রথম পার্থক্য। আল্লাহর উলুহিয়্যাত বা ইলাহ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না।

আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে, আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়ার পর তার আইন অনুযায়ী চলা। তার সকল আইন-কানুন মেনে নেয়া। এটাই হলো স্বার্বভৌমত্বের কমান্ড ফলো করা। আমাদের দেশের সংবিধানের ৭ এর ক ধারায় বলা হয়েছে জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। তাই জনগণ এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি এমপি দেরকে সংসদে পাঠায়। তারা সংসদে গিয়ে জনগণের জন্য নিজেরা আইন তৈরী করে।

পক্ষান্তরে একজন মুসলিম যখন আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বকে মানবে তখন তার জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহর কমান্ড বা আইন মানা। তাহলেই সে রব হিসেবে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিলো। যদি আল্লাহর কমান্ড বা আইন না মানে তাহলে সে হবে শয়তানের মতো। শয়তান আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বকে মেনেছে, কিন্তু তার আইন অমান্য করেছে। আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। শয়তান আল্লাহর সব হুকুম অমান্য করেছে তাও নয়, একটি মাত্র আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করেছে সে। আপনারা হয়তো মনে করবেন যে, আমরা তো মূর্তি পুজা করি না। মক্কার লোকেরা মূর্তি পূজা করতো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

অর্থ: “জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (যুমার, ৩৯ঃ ৩)

আজকে আমাদের দেশে কবর পূজা ও মাজার পূজা হচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি লাগানো হচ্ছে। মানুষ তার সামনে গিয়ে ফুল দিচ্ছে, নীরবতা পালন করছে। মক্কার লোকেরা তো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এগুলো করতো, আমাদের সমাজের লোকেরা তো এমনিই করছে। সুতরাং এটিতো আরো ভয়াবহ।

আজকে বিভিন্ন মাজারে সিজদা করা হচ্ছে, মানত করা হচ্ছে, টাকা-পয়সা দেয়া হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির নামে দোয়া করা হচ্ছে। কবরে যেই সকল লোক আছেন আমি তাদের কথা বলছি না। তারা অনেকেই এগুলোর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু আজকে আমরা অনেকেই এগুলোকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি।

এখানে জওহর লাল নেহেরুর একটি কথা উল্লেখ করার মতো, তিনি যখন আজমীরে গিয়ে দেখলেন যে সেখানে মুসলমানরা মাজারে সিজদা করছে, পূজা করছে তখন হাসলেন এবং হেসে বললেন, “আসলে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দুরাও বড় বড় আল্লাহওয়ালাদের পুজা করে, মুসলমানরাও করে। পার্থক্য হচ্ছে হিন্দুরা মূর্তি তৈরী করে মূর্তির পূজা আর মুসলমানরা করে মৃত লাশের পূজা।

আজকে আপনি যদি সিলেট যান তাহলে দেখবেন সেখানে মুসলমানরা গজার মাছের পূজা করছে। গজার মাছের ময়লা খাচ্ছে। যদি চট্গ্রাম জান সেখানে দেখবেন তারা কচ্ছপের পূজা করছে। তাদের ময়লা খাচ্ছে। যদি বাগেরহাটে খানজাহান আলীর মাজারে যান তাহলে সেখানে দেখবেন মুসলমানরা কুমিরের পূজা করছে। তার ময়লা খাচ্ছে। কুমিরকে মুরগী দিচ্ছে। যদি কুমির কারো মুরগী না খায় তাহলে সে কান্না করছে, যে হায় আফসোস আমার মুরগী কবুল হয়নি।

ও মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের কি হলো, সেই মক্কার মুশরিকদের সাথে আর তোমাদের পার্থক্য কি হলো? বুঝা গেলো শুধু কালিমা পড়লেই মুসলমান হওয়া যায় না, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিরকমুক্ত এক আল্লাহকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই মুসলিম হতে হয়। কিন্তু দু:খ হলো আজকে মুসলমানরা এই কালিমা ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ব্যাখ্যা জানে না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কয়টি অংশ তা মুমিনদের জানা নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত কি, রোকন কি তাও জানা নেই।

নবীগণ কিভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন এই কালিমার বিস্তারিত নিয়ে ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচনা করা হবে।

জুমার বয়ান। তারিখ : ০৪-০৯-২০০৯

স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

সকল নবী-রাসূলগণের সম্মিলিত দাওয়াত ছিল তাওহীদ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত করো।" (সূরা আম্বিয়া, ২৫)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। (শুরা, ৪২ঃ ১৩)

তাওহীদের বিষয়ে ৯ নবীর ভাষণ

নুহ (আঃ)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

নিশ্চয় আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। [সুরা আরাফ, ৭:৫৯]

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। [সুরা আরাফ, ৭:৬০]

হুদ (আঃ)

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। [সুরা আরাফ, ৭:৬৫]

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

তারা সপ্রদায়ের সর্দররা বলল: আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। [সুরা আরাফ, ৭:৬৬]

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে যাদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও। [সুরা আরাফ, ৭:৭০]

সালেহ (আঃ)

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভুমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অস[]ভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। [সুরা আরাফ, ৭:৭৩]

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

অর্থ: "দাম্ভিকরা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অবিশ্বাসী।" [সুরা আরাফ, :৭৬]

ইব্রাহীম (আঃ)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

আপনি এই কিতাবে ইব্রাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। [সুরা মারইয়াম, ১৯:৪১]

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لارْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

পিতা বলল: যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। [সুরা মারইয়াম, ১৯:৪৬]

শুয়াইব (আঃ)

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ন কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যদি কম দিয়ো না এবং ভুপৃষ্টের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [সুরা আরাফ: ৮৫] জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

قَالَ الْمَلا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ

অর্থ: তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল: হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল: আমরা অপছন্দ করলেও কি? [সুরা আরাফ, ৭:৮৮]

ইয়াকুব (আঃ)

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

অর্থ: তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল: আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। [সুরা বাক্বারা, ২:১৩৩]

ইউসুফ (আঃ)

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থ: "হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? [সুরা ইউসুফ, ১২:৩৯]

ঈসা (আঃ)

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

অর্থ: "তিনি (ঈসা আঃ) আরও বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ। [সুরা মারইয়াম, ১৯:৩৬]

মুহাম্মদ (সাঃ)

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ও এ তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, বরং মেরাজের পূর্ব পর্যন্ত শুধু তাওহীদের দাওয়াতই দিয়েছেন। কারণ মেরাজের পূর্ব পর্যন্ত সালাত, সওম, হজ্জ, যাকাত এর বিধান নাযিল হয়নি। অপর দিকে আল্লাহ আছেন, তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বৃষ্টিদাতা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, এর পরিচালক এ সকল বিষয়গুলোকে মক্কার কাফেরগণ পূর্ব থেকেই বিশ্বাস করতো, সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলন, তিনি ঘোষণা করলেন :

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

অর্থ: "আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।" [সুরা বাক্বারা, ২:১৬৩]

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থ: "বলুন: আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? [সুরা আম্বিয়া, ২১:১০৮]

وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

অর্থ: “আল্লাহ বল লেন: তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। [সুরা নাহল, ১৬:৫১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন বলেই মক্কার কাফেরগণ উত্তর দিয়েছিলো:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

অর্থ: “সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।” [সুরা সাদ, ৩৮:৫

বুঝা গেল মক্কার তৎকালীন কাফিরগণ لا اله الا الله এর ঘোষণা শুনেই বুঝতে পেরে ছিল যে, এই কালিমার মানে কি? তারা বুঝতে পেরেছিল لا اله الا الله ঘোষণার মূল দাবী কি? এই কালিমার দাবী হচ্ছেঃ

لا اله الاَّ اللَّه ঘোষণার সারমর্ম/মূলকথা

আমরা জানি ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। আর তাওহীদের চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে ‘لا اله الاَّ اللَّه’ ।এ কালেমাকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোকে মেনে নেয়াঃ

- আল্লাহ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিক-দাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা।

- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ তা’আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা। এবং আর কেউ তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা। একমাত্র আল্লাহই আমাদের রব, আইন -বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্বারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাস বা বান্দা হয়ে থাকা যাবে না। নিজের প্রবৃত্তি ও দেশে প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ না করা।
- জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানা এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ না করা এবং কাউকে ভয় না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে প্রিয় না জানা এবং তাঁকেই অসীম প্রেমময় এবং অসীম করুনার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।
- কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন, বিধান, শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা।
- জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে এ বিশ্বাস হৃদয়ে-মনে সবসময় জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করা।

● আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়েত দানকারীরূপে বিশ্বাস না করা।

● নবী, ফেরেশতা, ওলী-আউলিয়া, সাধু-সৃজন কে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করবার এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা। তবে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে পরকালে শুধু যার অনুমতি হবে (যেমন নবী এবং ঈমানদাররা) তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবে।

● কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্মীয়, অংশীদার বা শরীক বিশ্বাস না করা। এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ মুক্ত এবং পবিত্র। যিনি এক, একক তার কোন শরিক নেই।

● কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব বা অবতারত্ব স্বীকার না করা। যেমন হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার মনে করে।

● আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা। ছোট বড় সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা।

● নিজেকে কোন বস্তুর মালিক বা অধিকারী বলে না জানা। এমনকি স্বীয় প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক এবং মানসিক শক্তিকেও আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করা।

মোদ্দা কথা: ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র জীবন- সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর কমান্ড মেনে নেওয়াই হচ্ছে لا اله الّا الله এর মর্ম কথা।

لا اله الا الله এর দুটি অংশ ঃ

● **لا اله** মানে সকল বাতিল ইলাহ কে বর্জন, **الا الله** মানে শুধু আল্লাহকে গ্রহণ।

● **لا اله** মানে **تخلية** – সকল **غير الله** থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর **الا الله** মানে **تحلية** – শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

● **لا اله** সকল **غير الله** এর **نفى** আর **الا الله** মানে শুধু আল্লাহর **اثبات**।

এখানেই কাফিরদের/মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের মূল পার্থক্য। কাফিররা আল্লাহকে ও মানে আবার মূর্তিও মানে। তাই একদিকে আল্লাহর ইবাদত করতো আবার অপর দিকে খানায়ে কাবা ও তার আশ-পাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপন করে ছিল। এজন্য কাফিরদের সঙ্গে আমাদের **الا الله** নিয়ে কোন বিরোধ নাই, বিরোধ হচ্ছে **لا اله** নিয়ে।

এ জন্যেই বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক পীর সাহেবদেরকে দেখা যায়, যারা মুরীদদের কে শুধু **الا الله** যিকির করায় আবার কেউ **لا اله** আস্তে **الا الله** জোরে যিকির করায়, আবার কেউ **الا الله** আগে **لا اله** পরে যিকির করায় যাতে কাফির, মুশরিক এবং শয়তানরা শুনে ক্ষেপে না যায়।

রাসূল (সাঃ) এর সাথে মক্কার মুশরিকদের 'لا اله'-নিয়েই বিরোধ ছিল, الا الله নিয়ে নয়

প্রথম দলীল, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

'তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত। (ছফফাত, ৩৭ঃ ৩৫)

আমাদের বুঝতে হবে যে, মক্কার মুশরিকরা **إِلا اللَّهُ**-র মধ্যে কোন মতবিরোধ করে নি, বরং তারা মতবিরোধ করেছিল শুধুমাত্র **لا إِلَهَ** -র মধ্যে!

তারা বলতো	আল্লাহকে তো আমরাও মানি
আল্লাহর ছিফতকে	আমরাও মানি
আল্লাহর কুদরতকে	আমরাও মানি
আল্লাহর ইলমকে	আমরাও মানি
আল্লাহর যে ব্যাবস্থাপনা	আমরাও মানি
আল্লাহ জমিনের সৃষ্টিকারী।	আমরাও মানি

আল্লাহ আসমান সৃষ্টিকারী।	আমরাও মানি
চন্দ্র, সূর্য সৃষ্টিকারী।	আমরাও মানি

তবে ওহে মুশরেক! তোদের সাথে আমাদের বিরোধ কোথায়?

তখন তারা বলবেঃ আমরা আল্লাহতেও বিশ্বাস করি এবং আমাদের দেব-দেবীতেও বিশ্বাস করি। শুধু আল্লাহ নয়, **الا الله** ও আছে আবার **من دون الله** ও আছে। সুতরাং এখানে পার্থক্য হলো 'ই' এবং 'ও' র মধ্যে।

'লা ইলাহা'র ঝগড়া'

রাসূল (সাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।
মুশরিকরা বলতো ঃ আল্লাহ ছাড়া আরও মাবুদ আছে।
আল্লাহর রাসূল মুশরিকদের দেব-দেবীদেরকে অস্বীকার করতেন! আর মুশরিকরা বিরোধীতা করতো!
বুঝা গেল, আগে না, পরে হাঁ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

অর্থ: "তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।" (ছফফাত, ৩৭ঃ ৩৫)

يستكبرون এর মানে হচ্ছে ঃ

আমাদের মুকাবেলা করতে পারে এমন কে আছে? আমাদের শক্তি আছে, জনবল আছে, আমরা গদ্দীনাশীন, আমাদের মাজার আছে, পীর আছে, পার্টি আছে, মন্ত্রী-এম.পি আছে।

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ র কথা শুনে ওদের ব্লাড প্রেশার শুরু হয়ে যেত, চক্ষু লাল হয়ে যেত, রাগে-ক্ষোভে দাঁত কড়-মড় করতো, চিৎকার করতো ঃ

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

অর্থ: "এবং তারা বলতো, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করব।" (ছফফাত, ৩৭ঃ ৩৬)

বুঝা গেল, তারা **لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ** র অর্থ ঠিকমতই বুঝেছিল। নতুবা **أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا** (আমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করব?) এ কথা কেন

বললো? হাঁ, **لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ** র অর্থ তাই। এজন্য মুশরিকরা বুঝে-শুনেই প্রতিবাদ করেছে।

এক শ্বাসে দুই গালি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবেগময় তাওহীদের দাওয়াত এবং ঈমানদীপ্ত আহ্বানে তাদের উচিত ছিল **لبيك** (লাব্বাইক) বলে সাড়া দেওয়া এবং রাসূলের আহ্বানকে অন্তরের গভীরে স্থান দেওয়া। কিন্তু হতভাগা মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক শ্বাসে দুই গালি দিল ঃ

شاعر (কবি) তাদের ভাষায় 'বেহুদা প্রলাপকারী'।
مجنون (উন্মাদ) বিবেক-বুদ্ধি ও কান্ড জ্ঞানহীন।
অথচ আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলের স্বপক্ষে ঘোষণা করছেনঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

'আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে তা শোভনীয়ও নয়। (ইয়াসীন, ৩৬ঃ ৬৯)

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ـ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

অর্থ: "নূন। শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে। আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন। (কলম, ৬৮ঃ ১-২)

বুঝা গেল, তাওহীদের বক্তব্য শুনে গালি দেওয়া মুশরিকদের পুরাতন অভ্যাস। বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম নয়।

দ্বিতীয় দলীলঃ **لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ** -র জবাবে মুশরিকরা যে সমস্ত কথা-বার্তা বলতো, পবিত্র কুরআন সেগুলো রেকর্ড করে রেখেছে, বাটন চাপুন আর শুনুন কুরআন কি বলছেঃ

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ

"আর কাফেরগণ বললোঃ এ-তো এক মিথ্যাচারী, যাদুকর। সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ তে কেন্দ্রীভূত করে ফেললো। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে

যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের ইলাহদের ইবাদতে দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। (ছোয়াদ, ৩৮ঃ ৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, মক্কার কাফির-মুশরিকদের 'এক ইলাহ' সম্পর্কে কোন ধারণা-ই ছিল না। বরং রীতিমত তারা এটাকে বিস্ময়কর মনে করতো।

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার কারণে জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, ও চরম গালি-গালাজের লক্ষবস্তুতে পরিণত করলো। কখনও 'কবি', 'উন্মাদ' আবার কখনও 'যাদুকর', 'মিথ্যাবাদী' আবার কখনও 'স্বার্থবাদী' ও 'ক্ষমতা দখল করার পায়তারাকারী' বলে অপবাদ দিতে লাগলো।

ওদের এত বিরোধীতার কারণ ছিল একটাই, কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বহু ইলাহ ও বহু রবের বিরোধীতা করে এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহ্বান করছে? তারা চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বললোঃ চলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের আলেহা'দের মূলোৎপাটন করতে চায় তাহলে আমরাও দীপ্তপায়ে আমাদের আলেহা'দের সাহায্যে অবিচল থাকবো।

বুঝা গেল, তাদের দাবী ছিলঃ

- তোমরা আমাদের আলিহা'দের বর্জন করো না।
- তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করো না।
- তাদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করো না।

এর দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার সমস্ত ছিফতকে স্বীকার করার নাম তাওহীদ। তেমনিভাবে গাইরুল্লাহ-র ইবাদতের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করার নামও তাওহীদ।

গালির সংখ্যায় আরও সংযোজনঃ

شاعر (কবি) তাদের ভাষায় 'বেহুদা প্রলাপকারী'।
مجنون (উন্মাদ) বিবেক-বুদ্ধি ও কান্ড জ্ঞানহীন।
ساحر (যাদুকর)।
كذاب (মিথ্যাবাদী)।

বুঝা গেল মুশরিকরা তাওহীদের বক্তব্য যতবেশী শুনবে, শিরকের আগুন ততবেশী জ্বলবে। অতএব শিরকের গতি বুঝতে হলে তাওহীদের বাণী বেশী শুনাতে হবে।

কুরআনের তৃতীয় সাক্ষীঃ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জ্বালাতন বৃদ্ধির করার জন্য আরেকটি নতুন পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। আর তা হলোঃ **لا إِلَهَ** এর পরিবর্তে **وَحْدَهُ** এর গুলি ব্যবহার করো, দেখবে তাদের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বহুগুণে বেড়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

অর্থ: "যখন আপনি কোরআনে আপনার রবের একত্ব বর্ণনা করেন, তখন অনীহাবশত: ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।" (বনী ইসরাঈল : ৪৬)

তারা বলেঃ আমাদের লাত' কোথায় গেল? উয্যা' কোথায় গেল? মানাত' কোথায় গেল? হোবাল' কোথায় গেল? পীর' কোথায় গেল? খাজা বাবা' গাজা বাবা' ল্যাংটা বাবা' কোথায় গেল?

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا

অর্থ: "সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেললো।" (ছোয়াদ : ৫)

তারা বলে ঃ আল্লাহ ও আছেন, খাজা বাবা ও আছেন, আল্লাহ ও আছেন, গাজা বাবা ও আছেন, আল্লাহ ও আছেন, কবর ওয়ালা ও আছেন, আল্লাহ ও আছেন, পীর সাহেব ও আছেন। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহই আছেন, খাজা বাবা নাই, আল্লাহই আছেন, গাজা বাবা নাই, আল্লাহই আছেন, কবর ওয়ালা নাই, আল্লাহই আছেন, পীর সাহেব নাই।

ও' এবং ই'-র পার্থক্য

কুরআনের চতুর্থ সাক্ষী ঃ

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

অর্থ: "যখন আল্লাহ্‌র এককত্ব আলোচনা করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্

ব্যতীত অন্য ইলাহ'দের আলোচনা করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠে।" (যুমার, ৩৯ঃ ৪৫)

আল্লাহ তা'আলা এখানে মক্কার কাফের-মুশরিকদের আজব চিত্র তুলে ধরেছেন, যখন এক আল্লাহ তথা তাওহীদের আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মনটা খারাপ হয়ে যায় রাগে-ক্ষোভে, অন্তরটা ফেটে যেতে চায়। শরীরের পশমগুলো দাঁড়িয়ে যায়, চেহারাটা মলিন হয়ে যায়, আর যদি আল্লাহ সাথে তাদের পীর, বুজুর্গ তথা গাইরুল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মনটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়, খুশীতে বাগ বাগ হয়ে যায়, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

তাওহীদের কথা বললে ঃ পাথর বৃষ্টি বর্ষণ হবে, গালি-গালাজের তুফান বয়ে যাবে, ভৎসনা ও তিরষ্কারের বাজার গরম হয়ে যাবে, শোড়-গোল শুরু হয়ে যাবে, আর যদি আল্লাহর সাথে ঘোড়া শাহ্, গাধা শাহ, ইঁদুর শাহ, বাঁদর শাহ, লেচু শাহ, গোলাপ শাহ ইত্যাদি যোগ করা হয়, তাহলে আনন্দ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হবে, বাহ্ বাহ পাওয়া যাবে, হাদিয়া-তুহফাতে পকেট ভরে যাবে, হালুয়া-মিষ্টি স্তুপ লেগে যাবে, খাদেম-খুদ্দামের লাইন লেগে যাবে, আলীশান ইমারত নির্মাণ করা যাবে।

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

অর্থ: "তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের হয়ে যেতে, যখন তার সাথে শরীককে ডাকা হত তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ্ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান।" (আল-মুমিনুন, ৪০ঃ ১২)

এ আয়াতেও প্রমাণিত হল যে, কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলিমদের মূল পার্থক্য 'তাওহীদ'।

ইসলাম বলে ঃ গাইরুল্লাহ'কে বর্জন করতে হবে, **তারা বলে ঃ** গাইরুল্লাহ'কে বর্জন করা যাবে না। গাইরুল্লাহ'র নামে নজর-নাইয়াজ ও মান্নত বন্ধ করা যাবে না। গাইরুল্লাহ'কে হাজত রাওয়াঁ, মুশকিল কুশাঁ, কাশফ খোলা, হাজের-নাজের, আলিমুল-গায়েব ইত্যাদি আক্বিদার বিরোধীতা করা যাবে না।

পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল

কুরআন মাজীদ বলছে, আল্লাহর সঙ্গে গাইরুল্লাহ' (তথা পীর, বুযুর্গ, অলী-আউলিয়াদের) কে যোগ করার এ রোগ শুধু মক্কার মুশরিক'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, রোগ একটাই কিন্তু ডাক্তার পরিবর্তন হচ্ছিল।

কুরআনের ষষ্ঠ সাক্ষীঃ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

অর্থ: "তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নুহ, আদ ও সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বরগণ প্রমানাদি নিয়ে আগমন করেন। (ইবরাহীম, ১৪ঃ ৯)

যখনই নবী-রাসূলগণ মুশরিক সম্প্রদায়কে তাওহীদের কথা বলেছেন এবং তাদের কাছে দলীল-প্রমানের ভিত্তিতে 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র মূল দাবী পেশ করেছেন, তখনই তারা (কাফেররা) জবাবে বলেছেঃ

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ

অর্থ: "তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ মাবুদ থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর।" (ইবরাহীম : ১০)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকগণ ও নবী-রাসুলদের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এ কারণে যে তারা বুঝতে পেরেছিল আমাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাদুদদের ইবাদত করা থেকে বাধা প্রদান করা হচ্ছে।

কুরআনুল-কারীম সমস্ত মুশরিক সম্প্রদায়ের নাম নিয়ে নিয়ে তাদের রোগের কথা উল্লেখ করেছেনঃ আপনিও শুনুন -

কওমে নূহ ঃ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

অর্থ: "তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের ইলাহ'দের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।" (নূহ, ৭১ঃ ২৩)

হযরত নূহ (আঃ) তার জাতিকে পূর্বের আয়াতে শুধু এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছে। তিনি কোন পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ তার জাতি প্রতিউত্তরে পাঁচজন আল্লাহ ওয়ালা'দের নাম উল্লেখ করলো। বর্তমানে ও তাওহীদের দাওয়াত দিলে বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের কথা উল্লেখ করা হয়।

কওমে আ'দ ঃ

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

অর্থ: "তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই?" (আরাফ, ৭ঃ ৭০)

অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইবাদত করতে আপত্তি করে নাই, শুধু তাওহীদ তথা এক আল্লাহর ইবাদত করতেই তাদের আপত্তি ছিল।

কওমে হুদ ঃ

হুদ (আঃ) এর জাতি অহংকার এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করে হুদ (আঃ) কে বললো:

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

'তারা বলল-হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। (হুদ, ১১ঃ ৫৩)

এই আয়াতেও প্রমাণিত হলো ঃ হুদ (আঃ) গাইরুল্লাহর ইবাদতের অনুমতি দিতে পারেননি, আর তাঁর জাতি গাইরুল্লাহর ইবাদত ছাড়তে পারে নি।

কওমে সামুদ ঃ

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

'তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যার ইবাদত করত তুমি কি আমাদেরকে তার ইবাদত করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচেছ না। (হুদ, ১১ঃ ৬২)

আহলে মাদয়ান ঃ

হযরত শুআইব (আঃ) তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পরে তার জাতি তাকে উত্তর দিলো ঃ

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

অর্থ: "তারা বললঃ হে শুআইব (আ:) তোমার সালাত কি তোমাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব ইলাহ'দেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করত?" (হুদ, ১১ঃ ৮৭)

উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বকালে মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে অস্বীকার করতো, এবং তার কঠোর বিরোধী ছিল।

তাওহীদের শর্তাবলী বনাম لاإله إلا الله এর শর্তাবলী ঃ

শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। আর এটা হয়ে থাকে জিনিসের বাইরে এবং তা শুরু করার পূর্বে। তাওহীদের অনেকগুলো শর্ত আছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং এর শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলাম মূলই পাওয়া গেলো না বলে বিবেচিত হবে। যেমন নামাজ সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত -যেমন কেবলামুখী হওয়া অথবা ছতর ঢাকা- না পাওয়া যায় তাহলে নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে।

তাওহীদের শর্ত ৭ (সাত) টি

প্রথম শর্ত ঃ العلم (জ্ঞান) ঃ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

অর্থ: "তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (মুহাম্মদ, ১৯)

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার'- এ কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই (তাওহীদের) এলেম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।" (মুসলিম)

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ এবং এর দ্বারা কি অস্বীকার করা হয়, আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উপকারিতা হচ্ছে এর অর্থসহ সেই ইলমে ইয়াকীনী বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা نفی اثبات (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছেন। ওয়াজির আবুল মুজাফফর ইফছাহ নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছে, স্বাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেনঃ আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে لا শব্দের পরে আল্লাহ শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না। তিনি বলেনঃ এখানে সারকথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা উভয় বিষয়ই এ কালেমার অন্তর্ভূক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া। তাগুতের ক্ষেত্রে আপনার উলুহিয়্যাতের অস্বীকৃতি আর আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি দ্বারা আপনি তাদের অন্তর্ভূক্ত হলে, যারা তাগুতকে

প্রত্যাখ্যান করেছে আর আল্লাহর প্রতি (ইলাহ হিসেবে) ঈমান এনেছে। (আদ দারু সুন্নাহ)

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদির রাহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেনঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ: "বস্তুতঃ সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম। আর এটা পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করা হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।" (ইবরাহীম, ১৪ঃ ৫২)

উপরোক্ত আয়াতে ليقولوا أنما هو إله واحد (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই) বলা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

অর্থ: "যারা জেনে শুনে সত্যের স্বাক্ষ্য দিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন।"

অর্থাৎ তারা অন্তরে যা জানে তাই মুখে স্বাক্ষ্য দিয়েছে। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই" এ কথা জানা অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে। এসব আয়াত দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে, যে সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে "অর্থ সহ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর জ্ঞানার্জন আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে অর্থসহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর জ্ঞান না থাকা। অতএব অর্থসহ কালেমার জ্ঞান লাভ যেমনি ভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কালেমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে বড় মূর্খতা।

শাইখ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না, বরং এ মৌখিক স্বাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য যারা শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলে থাকে যেমন কাররামিয়া সম্প্রদায় এবং যারা আন্তরিক স্বীকৃতি ও বিশ্বাসকে ঈমান বলে যেমন জাহামিয়া সম্প্রদায়, তারা এ মতের বিরোধিতা করে।

আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের কর্ম ও দাবীর ব্যাপারে তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদানকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। অথচ স্বাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে তারা কয়েক ধরণের "তাগিদ" (emphasis) ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

অর্থ: "আপনার কাছে মুনাফিকরা যখন আসে তখন বলেঃ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী"। (মুনাফিকুন, ৬৩ঃ ১)

মুনাফিকরা তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্যকে আরবী গ্রামারের দৃষ্টিকোন থেকে তিনটি- أن (নিশ্চয়ই) ل (অবশ্যই) এবং جمله اسمية (বিশেষ্য প্রধান বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ (emphasis) ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের স্বাক্ষ্যকে বাক্যের মধ্যে হুবহু তাগিদ (emphasis) দিয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। এর সাথে সাথে তাদেরকে বিশ্রী উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের ভয়ংকর ও বীভৎস

কুরআনের পঞ্চম সাক্ষীঃ

জ্ঞানের কথা বলেছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে অবশ্যই আন্তরিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে হবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দিলো আবার গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু) ইবাদত করলো, তার এ স্বাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম করে। যে ব্যক্তি কিতাবের (ইসলামের) কিছু মানবে আর কিছু মানবে না তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

অর্থ: "তোমরা কি কিতাবের কিছুঅংশ বিশ্বাস করো আর কিছুঅংশ অবিশ্বাস করো?" (বাক্বারা,২ঃ ৮৫)

দ্বিতীয় শর্তঃ اليقين (দৃঢ় বিশ্বাস) ঃ

তাওহীদ (আল্লাহর একাত্ববাদ) জানার পর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এ কালেমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এবং এর দ্বারা সব ধরণের ইবাদত যে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতিও তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কালেমা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে বান্দার অন্তরে কোনো ধরণের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষন করেনি এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক।" (হুজুরাত, ৪৯ঃ ১৫)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال...قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاكٍّ فيهما، إلا دخل الجنة) وفى رواة (غير شاكٍّ فيحجب عن الجنة). رواه المسلم: حـ٤٤ـ٤٥)

অর্থ: "সহীহ হাদীসে নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে বান্দা স্বাক্ষ্য দেয়, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) (সঃ) আল্লাহর রাসুল" আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে (মৃত্যু বরণ করে), তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম, হাদীস নং ৪৪-৪৫)

তৃতীয় শর্তঃ القبول (গ্রহণ করা) ঃ

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালেমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে কোনো প্রকার ইবাদতের মাধ্যমেই তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। অর্থাৎ কোনো প্রকার ইবাদতই তাওহীদের পরিপন্থি হবে না।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ـ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

"এসব লোকেরা এমন ছিলো যে, তাদেরকে যখন বলা হতোঃ "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো। তারা বলতোঃ আমরা এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করবো? " (সাফফাত, ৩৭ঃ ৩৫-৩৬)

কেউ যদি তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার পরে গ্রহন না করে তার অবস্থা হবে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত মুশরিকদের মত।

চতুর্থ শর্তঃ الانقياد (সমর্পন করা) ঃ

তাওহীদ জানার পর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ইবাদতের মাধ্যমে কালেমা গ্রহণ করার পর অবশ্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে। এ সমর্পন হবে সকল তাগুতের সাথে কুফরী করার মাধ্যমে এবং তাগুত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ: "না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে।" (নিসা : ৬৫)

তৃতীয় শর্ত ও চতুর্থ শর্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) কথার মধ্যে, আর চতুর্থ শর্ত (ইনকিয়াদ) হচ্ছে কর্মের মধ্যে।

আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ ইসলাম শুধুমাত্র একটি দাবী এবং মৌখিক উচ্চারণের নাম নয়। বরং ইসলামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ ও সোপর্দ করা, একমাত্র আল্লাহর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কাছে আত্নসমর্পন করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা)। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

অর্থ: "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সেই শক্ত রজ্জু আকড়ে ধরলো।" (বাক্বারাহ, ২ঃ ২৫৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থ: "বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, স্বয়ং তাঁকে ছাড়া তোমরা কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাটি জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।" (ইউসুফঃ ৪০) (আদ্ দুরার আস্ সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহিদ ২/২৬৪পৃঃ)

পঞ্চম শর্তঃ الصدق (সত্যতা) ঃ

তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সমর্পন করার পর অবশ্যই বান্দাকে কালেমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে।

عن انس بن مالك....قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من عبدٍ يشهد ان لاإله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار.

হাদীসে নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তিই সত্যনিষ্ঠ অন্তরে স্বাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম-হাদীস নং ৫৩)

রাসূল (সঃ) আরো ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (*আহমদ*)

যে ব্যক্তি এ কালেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালেমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে পারবে না, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারবে না। মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলোঃ نشهد انك لرسول الله আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল" এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

অর্থ: "আল্লাহও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচেছন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (মুনাফিকুন, ৬৩ঃ ১)

এমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।" (বাক্বারা, ২ঃ ৮)

৬ষ্ঠ শর্তঃ الاخلاص (সততা ও একনিষ্ঠতা) ঃ

তাওহীদ, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ এবং ঈমানের সত্যতা যাচাই এর পর বান্দাকে অবশ্যই কালেমার ব্যাপারে মুখলেস বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাস হচ্ছে বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া, গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

অর্থ: "তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।" (বাইয়্যিনাহ, ৯৮ঃ ৫)

ইখলাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা এ কালেমা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও ধরবে না।

রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করেছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সঃ) আরো বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই হচ্ছে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যবান।' (বুখারী)

সপ্তম শর্তঃ المحبة (ভালবাসা) ঃ

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পন, ঈমানের সত্যতার যাচাই, কালেমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালেমাকে মুহাব্বত করতে হবে। অন্তর দিয়ে কালেমাকে মুহাব্বত করতে হবে, আর মুখে কালেমার প্রতি মুহব্বতকে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।" (বাক্বারা, ২ঃ ১৬৫)

শাইখ সুলাইমান বিন সামহান (রহঃ) বলেনঃ এ সব বিষয়ে কথা বলা এবং জবাব দেয়ার পূর্বে আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা উল্লেখ করতে চাই। কালেমার সেই শর্তাবলীর কথাও উল্লেখ করতে চাই যেসব শর্তাবলী পূরণ করা ব্যতীত কোনো মানুষের ইসলাম সঠিক হবে না। একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ শর্তগুলোর সমাবেশ ঘটবে এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এ কালেমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) এর উল্লেখকৃত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এটাই হচ্ছে কালেমার মূল, যার উপর ভিত্তি করে এসব মাসআলার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং হুকুমের উদ্ভব হয়েছে। (আদ্ দুরার আস সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহীদ)

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেনঃ তুমি কালেমার ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছো তাতে আমি খুশী। তোমার জানামতে, অধিকাংশ লোকই লা-ইলাহা ইল্লাহর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অবস্থা এই যে, যদি মুখে কালেমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার করে। তাই ছয়টি অথবা সাতটি বিষয়ে তোমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ ছয়টি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফ্‌রী ও মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। একজন বান্দার মধ্যে ছয়টি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অতএব একজন মুসলমানের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মুর্খতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কালেমা উচ্চারণ করবে অথচ তার মনে কালেমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো ঘৃণা, থাকবে এমন গ্রহণ যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কালেমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহন করেনি।

একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব, যে শিরকের উদ্ভব হয়েছে কালেমার দাবী, অপরিহার্য বিষয় ও অধিকার পরিত্যাগ করার কারণে। কালেমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান 'প্রজ্ঞা' ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি, হেদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

তাওহীদের দুই রুকন

তাওহীদের রুকন তথা لا إله إلا الله 'র রুকন:

রুকন (মৌলিক উপাদান) হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও নামাজের মতোই রুকন আছে। নামাজ যেমন তার রুকন যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের কোনো রুকন বাদ দেয় তাহলে তার নামাজ যেমন ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে।

তাওহীদের দুটি রুকন (মৌলিক উপাদান) ঃ

তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "কুফর বিত্‌ত্বা-গুত (كفر بالطاغوت) বা তাগুতকে অস্বীকার করা"।

আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "ঈমান বিল্লাহ (ايمان بالله) বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা"।

এর দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বানীঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "যে ত্বা-গুত (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, যা ভাংগবার নয়।" (বাকারা, ২ঃ ২৫১)
উপরোক্ত আয়াতের فمن يكفر بالطاغوت হচ্ছে ১ম রোকন, ويؤمن بالله হচ্ছে ২য় রোকন এবং العروة الوثقى (শক্ত রজ্জু) বলতে কালেমা لاإله إلا الله কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলত: তাওহীদের কালেমা।
তা ছাড়া অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى -

অর্থ: "যারা ত্বগুতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয় তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। (যুমার, ৩৯ ঃ ১৭)
আল্লাহর সব নবীই ত্বগুতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দিয়েছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ত্বগুত থেকে দূরে থাক।" (নাহল, ১৬ ঃ ৩৬)

طاغوت (ত্বা-গুত) শব্দের আভিধানিক অর্থ

طاغوت (ত্বা-গুত) শব্দের আভিধানিক অর্থের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'লিসানুল আরাব' **(لسان العرب)** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

قال الليث : الطاغوت تاؤها زائدة وهى مشتقة من طغى –

আরবী ভাষাবিদ লাইছ বলেন **طاغوت** শব্দের **ت** বর্ণটি অতিরিক্ত এবং শব্দটি **طغى** বা সীমালংঘন করা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

الطاغوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنّث -

অর্থ: "ত্বগুত একবচন হতে পারে বহুবচনও হতে পারে, পুরুষ ও হতে পারে মহিলাও হতে পারে।"

وقال ابو اسحاق : كل معبود من دون الله عز وجل جبت وطاغوت –

অর্থ: "আবু ইসহাক বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য সব মাবুদকেই جبت এবং طاغوت বলে।

وقال اهل اللغة : لانهم اذا اتبعوا امرهما من دون الله فقد اطغوا -

শব্দ বিশেষজ্ঞগণ বলেন ঃ যখন কেউ উপরোক্ত جبت এবং طاغوت এর অনুসরণ করে তখনই তারা আল্লাহকে ছেড়ে ত্বগুতের অনুসারী হয় এবং আল্লাহর ইবাদতের সীমালংঘন করে।
طغى শব্দটি ক্রিয়া। এর مصدر (বা ক্রিয়ার মূল ধাতু) হল طغيان ; আর طغيان শব্দের অর্থ বন্যা। নদীর পানি প্রবাহ নদীর দুই তীর দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকাই নিয়ম কিন্তু পানি যখনই তার তীরের সীমালংঘন করে উপচে উঠে দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখনই তাকে আমরা বন্যা বলি। তদ্রূপ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই আইন মেনে চলবে- এটিই আল্লাহর বিধান। কিন্তু ঐ মানুষ যখন আল্লাহর দ্বীনের পথ থেকে সরে পড়বে এবং অন্য পথের বিশ্বাস করবে, অনুসরণ করবে তখনই সে সীমালংঘন করবে। তাই لسان العرب এ বলা হয়েছে كل مجاوز حدّه فى العصيان طاغ অর্থাৎ যে বা যারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে (كل مجاوز حده) তারাই ত্বগুত। সুতরাং যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের প্রণয়ন ও অনুসরণ করাই হবে ত্বগুতের অন্তর্ভূক্ত।

طاغوت (ত্বা-গুত) এর পারিভাষিক অর্থ

ত্বা-গুত সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের বক্তব্য:

(١) ابن جرير الطبرى: والصواب من القول عندى فى الطاغوت، أنه كل ذى طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شى.

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেনঃ ঐ সকল আল্লাহদ্রোহী যারা আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালংঘন করেছে এবং মানুষ যাদের আনুগত্য করে। সে

মানুষ, জ্বীন, শয়তান, প্রতীমা, বা অন্য কিছুও হতে পারে। (তাফসীরে তাবারী : ৩/২১)

(٢) ابن تيمية : الطاغوت فعلوت من الطغيان، والطغيان : مجاوزة الحد وهو الظلم والبغى. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت، ولهذا سمى النبى صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح لما قال : ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت.

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই ত্বা-গুত। (আল ফাতাওয়া : ২৮/২০০)

(٣) ابن القيم : الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاحمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أويعبدونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى طاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

ইবনুল কাইয়্যিম বলেনঃ তাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তার রাসূল কে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর আনুগত্য মনে করে যে সকল গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়। এরাই হল পৃথিবীর বড় বড় তাগুত। তুমি যদি এই তাগুতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর তবে বেশীর ভাগ মানুষকেই পাবে, যারা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাগুতের ইবাদত করে। আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার পরিবর্তে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে তাগুতের আনুগত্য করে। (এ'লামুল মুওয়াক্কীঈন : ১/৫০)

(٤) القرطبى: الطاغوت الكاهن، والشيطان، وكل رأس فى الضلال.

ইমাম কুরতুবী (রহ:) বলেনঃ ত্বা-গুত হচ্ছে গণক, যাদুকর, শয়তান এবং পথভ্রষ্ট সকল নেতা। (আল জামে লি আহকামিল কুরআন : ৩/২৮২)

(٥) محمد بن عبد الوهاب : الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله رضى بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع فى غير طاعة الله رسوله فهو طاغوت.

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবঃ ত্বা-গুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট। (মাজমুআতুত তাওহীদ : পৃ:৯)

(٦) الشنقيطى : والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كما قال تعالى : (ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان).

ইমাম শানকিত্বী বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তারাই তাগুত। আর বড় অংশ হচ্ছে শয়তানের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে ঃ **(ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان)** হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না। (ইয়াসীন, ৩৬ঃ ৬০) (তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান : ১/২২৮)

(٧) عبد الرحمن بابطين : الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، وكل رأس فى الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا : كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضا : الكاهن، والساحر، وسدنة الأوثان الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم، بمايكذبون من الحكايات المضلة للجهال.. وأصل هذه الأنواع كله أعظمها : الشيطان، فهو الطاغوت الأكبر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ইমাম আব্দুর রহমান বলেনঃ আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়, যারা বাতিলের দিকে আহ্বান করে এবং বাতিলকে সজ্জিত-মণ্ডিত করে উপস্থাপন করে, আল্লাহর এবং তার রাসূলের আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করার জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনিভাবে গণক, যাদুকর, মূর্তিপূজকদের নেতা যারা কবরপূজার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, যারা মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে মাজারের

দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। এরা সকলই তাগুত। এদের লিডার হচ্ছে শয়তান। (আদদুরারুস সানিয়্যাহ : ২/১০৩)

(৮) النووى : قال الليث، وأبو عبيدة، الكسائى، وجماهير أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى.

ইমাম নববী (রহ:) বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তারাই তাগুত। এটাই লাইছ, আবু উবাইদা, কেসায়ী এবং বেশীর ভাগ আরবী ভাষাবিদদের অভিমত। (শরহে মুসলিম : ৩/১৮)

(৯) سيد قطب: والطاغوت صيغة من الطغيان، تفيد كل ما يطغى على الوعى ويجوز على الحق، ويتجاوز الحدود التى رسمها الله للعبادة، ولا يكون له ضابط من العقيدة فى الله، من الشريعة التى يسنها الله، ومنه كل منهج غير مستمد من الله، وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لايستمد من الله.

সাইয়্যেদ কুতুব বলেনঃ যারা সত্যকে অমান্য করে, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করে, আল্লাহর দেওয়া শরীআহ'র কোন তোয়াক্কা করে না। ইসলামী আক্বিদাহ-বিশ্বাসের কোন গুরুত্ব রাখে না। এরা সবাই তাগুত। (ফি যিলালিল কুরআন: ১/২৯২)

(١٠) محمد حامد الفقى : والذى يستخلص من كلام السلف رضى الله عنهم : أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله. سواء فى ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس، والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل فى ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به فى الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك، مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت، أمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشرى ليصرف عن الحق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه، فهو طاغوت.

মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফক্বী বলেনঃ আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত করা হতে যারা মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় (চাই সে জ্বিন, মানুষ, গাছ, পাথর যাই হোক না কেন)। এমনিভাবে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে মনগড়া আইনে হুদদ, কেসাস, যিনা-ব্যভিচার, মদ এবং সুদ ইত্যাদির বিচার-ফয়সালা করে। (হাশিয়া ফতহুল মুজিদ : পৃ: ২৮২)

(١١) وقال بعض العلماء : المراد من الطواغيت كل فرد أو طائفة أو إدارة تبغى وتتمرد على الله، وتجاوز حدود العبودية وتدعى لنفسها الألوهية والربوبية.

কিছু উলামায়ে কেরাম বলেনঃ ত্বা-গুতবলতে ঐ সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আল্লাহর গোলামী করার পরিবর্তে নিজেরা ইলাহ এবং রবের আসন দখল করেছে। (আল-মুসতালাহাত আল-আরবাআ'হ : পৃ: ৭৯ ও ১০১)

الطاغوت الذى ضلّ واضلّ

অর্থ: "ত্বগুত ঐ ব্যক্তি যে নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করে।"

الطاغوت الذى ما تجاوز به العبد عن معبوده

অর্থ: ত্বগুত ঐ ব্যক্তি যে তার মাবুদের সীমানা অতিক্রম করল।

خلاصة ما تقدم نقول : أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله – وهو راض بذلك – ولو فى جزئية أو مجال من مجالات العبادة، فمن يُعبد من جهة الحب و المولاة والموالاة والمعاداة فهو طاغوت، ومن يعبد من جهة الطاعة والاتباع والتحاكم فهو طاغوت، ومن يعبد من جهة الدعاء والخشية والنذر والنسك فهو طاغوت، من يعبد من جهة الإقرار له بخصائص الإلهية أو بعضها فهو طاغوت. ومما يندرج كذلك فى مسمى الطاغوت، الشرائع القوانين، الدساتير والمناهج المضاهية لشرع الله. وكذلك كل إمام فى الكفر والفساد والإضلال فهو طاغوت.

মোটকথা ঃ আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় -এবং তারা এতে সন্তুষ্ট- চাই সেটা ইবাদতের কোন অংশ বিশেষ হোক তারাই তাগুত। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের কাছে বিচার-আচার নিয়ে যাওয়া হয়, আল্লাহর

পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয়, যাদের নামে মান্নত করা হয়, পশু যবেহ করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা যাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয় তারাও তাগুত।

চারটি আয়াতে طاغوت (ত্বগুত) এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

ক. ত্বগুত হল সেই **غير الله** যার ইবাদত করা হয়ে থাকে, যাকে মান্য করা হয়, এবং যার একনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়, অথচ তা হারাম এবং নিষিদ্ধ। দলীল ঃ

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى.

"যারা ত্বগুতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয় তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। (যুমার, ৩৯ ঃ ১৭)

খ. ত্বগুত হল এমন **غير الله** যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। দলীল ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

অর্থ: "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগুতকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।" (নিসা : ৫১)

গ. ত্বগুত হল এমন **غير الله** যার নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়। দলীল ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থ: "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে ত্বগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য

না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" (নিসা, ৪ ঃ ৬০)

ঘ. ত্বগুত হল সেই **غير الله** যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদল প্রাণান্ত কর সংগ্রাম করে। দলীল ঃ

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

অর্থ: "যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।"(নিসা: ৭৬)

সুতরাং পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ত্বাগুত সেই **غير الله** শক্তি, যার ইবাদত করা হয়, যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় এবং যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করা হয়। আর একমাত্র কাফিররাই এই ত্বগুতের ইবাদত করে।

প্রধান প্রধান তাগুত

(ক) শাসক : ঐ সকল শাসক যারা নিজেরা সার্বভৌমত্বের দাবী করে এবং আল্লাহর আইন বাতিল করে মনগড়া আইন তৈরী করে।

(খ) শয়তান।

(গ) তাক্বলিদে-আবা (কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে পূর্বপুরুদের অনুসরণ করা)।

(ঘ) আল-হাওয়া (প্রবৃত্তি)।

(ঙ) পীর-ফকির, কবর, মাজার, দরগা: যাদের ইবাদত করা হয় এবং তাদের ইবাদতের দিকে যারা আহ্বান করে।

(চ) গণক, জ্যোতিষী, যাদুকর : যারা ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে দাবী করে এবং তাদের কথা যারা বিশ্বাস করে।

(ছ) বিচারক: যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে।

প্রথম প্রকার তাগুতের বিস্তারিত বিবরণ:

لا اله বলে এই জাতীয় তাগুতকেই বর্জন করা হয়েছে। কারণ الله মানেই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, আর رب (রব) হচ্ছে সেই সার্বভৌমত্যের কমান্ড।

পৃথিবীতে যে বা যারা সার্বভৌমত্বের দাবী করবে, সে বা তারা নিজেদের কে আল্লাহ দাবী করলো। তারপর যখন আইন তৈরী করে তখন সে রব হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) التوبة ٣١، وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه ـوكان نصرانياً فأسلم : أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) فقال: إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم (أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟) فقال: بلى، قال صلى الله عليه وسلم (فتلك عبادتهم) رواه أحمد والترمذى وحسّنه.

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা:) থেকে বর্ণিত, (তখন তিনি খৃষ্টান ছিলেন, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন) তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'তারা তাদের ধর্মীয় পন্ডিত ও নেতাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে' -এই আয়াত পড়তে শুনেঃ তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো তাদের ইবাদত করি না। তখন রাসূল সা. বলেন, যখন তারা আল্লাহর হালাল করা বিষয়কে হারাম করে কিংবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করে, তখন কি তোমরা মেনে নিতে না? তিনি বললেনঃ হাঁ। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ এটাই হচ্ছে তাদেরকে রব বানানো বা তাদের ইবাদত করা। (আহমদ, তিরমীযি)

وقال الألوسى فى تفسير هذه الآية (الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم) أهـ.

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম আলুসী (রহ:) বলেনঃ যে, অধিকাংশ মুফাসসীরদের বক্তব্য হলোঃ তারা তাদের ধর্মীয় নেতা এবং পীর-বুযুর্গদেরকে গোটা সৃষ্টির রব বলে বিশ্বাস করতো না। বরং তারা

তাদেরকে নিজ এলাকার সর্বময় ক্ষমতার মালিক এবং আদেশ-নিষেধের মালিক জ্ঞান করতো।

এমনিভাবে কোরআনের আরেকটি আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কিভাবে মানুষের রব হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(২) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থ: "বলুনঃ হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে **'রব'** বানাবো না।" (আল ইমরান :৬৪)

(৩) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থ: "হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক **'বহু রব'** ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্?" (ইউছুফ, ১২ঃ ৩৯)

সুতরাং বুঝা গেল, যারাই পৃথিবীতে নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করবে এবং সার্বভৌমত্বের কমান্ড তথা আইন তৈরী করবে, জারী করবে, তারাই বাতিল ইলাহ এবং বাতিল রব বলে বিবেচিত হবে।

তাগুতী রাষ্ট্রের চার মৌলিক উপাদান

১. সার্বভৌমত্ব ২. সংবিধান ৩. ভৌগলিক সীমারেখা ৪. জনসংখ্যা

যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এই চারটি মৌলিক উপাদান অত্যাবশ্যকীয় ঃ বাংলাদেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়। তার নিজস্ব সংবিধান রয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ঃ ৭, সংবিধানের প্রাধান্য।–১) এ বলা হয়েছেঃ 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

এই জনগণ ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে এম.পি-দেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, অতঃপর সংসদ সদস্যগণ জনগণ হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে জ্ঞান করে। সে হিসাবে

তারা আল্লাহর আসনে বসে। তারপরে তারা সার্বভৌমত্বের কমান্ড হিসেবে আইন তৈরী করে। সেই হিসাবে তারা **'রব'** হয়ে যায়। এমনকি তারা আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করে। যেমন চোরের হাত কাটা, সুদ হারাম, মদ হারাম, যিনা-ব্যভিচারের বিচার ইত্যাদিকে বাতিল করে নিজেদের মনগড়া আইন তৈরী করে নিয়েছে।

এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ: ৭, এর ২-এ বলা হয়েছে: জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।'

এর দ্বারা যদি অন্য কোন দেশের আইনকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমরা দেখি এর আওতায় কোরআনকেও আনা হয়েছে। কোরআনের যেসকল আইন দেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সেসকল ক্ষেত্রে কোরআনের আইনকে বাতিল করা হয়েছে। যেমন পূর্বে উল্লেখিত বিষয়সমূহ।

لا اله বলে যে সকল বাতিল ইলাহ এবং রবদেরকে বর্জন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এই সকল শাসকবর্গ অন্যতম। কোরআনের পরিভাষায় এই বাতিল ইলাহ ও রবগুলোকে **'তাগুত'** বলা হয়।

ফেরআউন কে কুরআনে এই অর্থেই ত্বা-গুতবলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

অর্থ: "ফিরআউনের নিকট যাও, সে ত্বাগুত হয়ে গেছে।" (সূরা ত্বহা : ২৪)

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

অর্থ: "তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে ত্বা-গুত(খুব উদ্ধত) হয়ে গেছে। (ত্বহা, ২০ঃ ২৪)

সে নিজেকে اله (ইলাহ) দাবী করেছে। দলীল ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي

অর্থ: "ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোন **ইলাহ'** আছে। (কাসাস, ২৮ঃ ৩৮)

সে আরও বললঃ

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

অর্থ: "ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ'রূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (শুআরা :২৯)

আবার সে নিজেকে রব' বলেও দাবী করেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَحَشَرَ فَنَادَى ـ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

অর্থ: "সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল। এবং বললঃ আমিই তোমাদের প্রধান রব। (নাযিআত, ৭৯ঃ ২৩-২৪)

এর মানে সে নিজেকে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র সহ গোটা সৃষ্টির উপর সার্বভৌমত্বের দাবী করে নাই, বরং মিসর ভূ-খন্ডে তার সার্বভৌমত্ব এবং তারই কমান্ড চলবে এই অর্থেই সে **ইলাহ ও রব** দাবী করে ছিল। দলীল ঃ

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

অর্থ: "ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদী গুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (যুখরুফ, ৪৩ঃ ৫১)

সুতরাং যে সকল মন্ত্রী, এম.পি-গণ নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন, তারাই বাতিল ইলাহ তথা ত্বা-গুতহিসাবে গণ্য হবে।

আইন প্রণয়নের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন তা কেবল আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়

আইন প্রণয়নের জন্য যেই গুণাবলী দরকার তা হচ্ছে :

১। الحكمة الكاملة পূর্ণ প্রজ্ঞাময়ী হতে হবে।

আইন প্রণয়নকরীকে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময়ী এবং কৌশলী হতে হবে। তা না হলে কোনটি মানুষের জন্য কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর তা জানতে ব্যর্থ হবে। আর এই গুণটি কেবল আল্লাহর মধ্যেই রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

অর্থ: "আর তিনি উত্তম ফয়সালাকারী। (সুরা আল আ'রাফ: ৮৭, সুরা ইউনুস: ১০৯, সুরা ইউসুফ: ৮০)

وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

অর্থ: "আর আপনি সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (সুরা হুদ: ৪৫)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

অর্থ: "আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?" (সুরা আত-ত্বীন:৮)

২। الرحمة الكاملة- পূর্ণ দয়াময় হতে হবে।

দ্বিতীয় গুণ হল আইন প্রনয়ন কারীকে সকলের প্রতি পূর্ণ সদয় ও করুনাময়ী হতে হবে। তা না হলে সে আইন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হবে এবং তার অপব্যবহার হবে। আর এ গুণটিও কেবল আল্লাহ (সুব:)-র মধ্যেই পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে -

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থ: এবং আপনি রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ট রহমকারী। (সুরা ইউসুফ: ৯)

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থ: এবং আপনি রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ট রহমকারী। (সুরা মুমিনুন- ২৩: ১০৯, সুরা আম্বিয়া: ৮৩, সূরা মুমিনুন- ২৩ ঃ ১১৮)

৩। المحسن العادل সৎ ও ন্যায় বিচারক হতে হবে।

সার্থবাদী ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবে না। আর এইগুণটিও আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়। ইরশাহ হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কার ও সীমালজ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সুরা নাহ্ল : ৯০)

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

অর্থঃ- আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (সূরা আন'আম- ৬ ঃ ৫৭)

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: "আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানত যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।(১১৪) আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" (সুরা আল আনআম: ১১৪-১১৬)

৪। العلم المحيط সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে

আইন প্রণয়নকারীকে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছুর জ্ঞান থাকতে হবে। নতুবা ভবিষ্যতে এ আইন দ্বারা কি সমস্যা হবে তা জানতে ব্যর্থ হবে এবং পরে আবার আইন সংশোধন করতে হবে, যেমন আমাদের দেশে বার বার আইন পরিবর্তন করতে হচ্ছে। আর এ গুণটিও কেবল আল্লাহ (সুব:) তা আলার মধ্যেই পাওয়া যায়। কারণ আল্লাহর কাছে কোন অতীত বা ভবিষ্যত নাই তার কাছে সবই বর্তমান এমনকি তিনি অন্তর রের খবরও জানেন। ইরশাদ হচ্ছে।

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

অর্থ:- নিশ্চই তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আলাহ জানেন। (সুরা আল বাক্বারা:৭৭)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ:- আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা আল বাকারা: ২১৬)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

অর্থ:- আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদকারী, কে সংশোধনকারী। (সুরা আল বাক্বারা: ২২০)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা বাক্বারা: ২৩২)

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

অর্থ:- আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আলাহ তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা জানেন। সুতরাং তোমরা তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আলাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (সুরা আল বাক্বারা: ২৩৫)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

অর্থ: তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। (সুরা আল বাক্বারা: ২৫৫)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: আর আলাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা আল ইমরান: ৬৬)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

অর্থ:- ওরা হল সেসব লোক, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। (সুরা আন নিসা: ৬৩)

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থ:- আলাহ আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তা জানেন। আর আলাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সুরা আল মায়িদা: ৯৭)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

অর্থ: "আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর আলাহ তা জানেন।" (সুরা আল মায়িদা:৯৯)

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

অর্থ:- আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য এবং জানেন যা তোমরা অর্জন কর। (সুরা আন'আম: ৩)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

অর্থ:- আর আল্লাহ জানেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (সুরা আত্ তাওবা: ৪২)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

অর্থ:- তারা কি জানে না, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের গোপনীয় বিষয় ও গোপন পরামর্শ জানেন? আর নিশ্চয় আল্লাহ গায়েবসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। (সুরা আত্ তাওবা: ৭৮)

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থ:- তিনি জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী। (সুরা হুদ: ৫)

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ

অর্থ:- আল্লাহ জানেন যা প্রতিটি নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কমে ও বাড়ে। (সুরা আর রা'দ: ৮)

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

অর্থ:- তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহ জানেন। (সুরা আন নাহাল : ২৩)

وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থঃ তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (সূরা হাদীদ : ৬)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থঃ- আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (মুজাদালা- ৫৮ : ৭)

أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থঃ- যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। (সূরা মূলক- ৬৭ ঃ ১৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

অর্থঃ- আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (সূরা ক্বাফ- ৫০ ঃ ১৬)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অর্থঃ- দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচচ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারা- ২ ঃ ২৫৫)

৫। **القدرة الكاملة/সার্বভৌম ক্ষমতাঃ-**

ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ:- 'বলুন ইয়া আল্লাাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচছা ক্ষমতা দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (আল ইমরান, ৩ ঃ ২৬)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الملك/١]

অর্থ:- বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (সুরা মূলক:১)

সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ কী?

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিম্নরূপ–

ক. অষ্টিনের মতে, "চুড়ান্ত" "চরম" "অসীম" "অবাধ" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তর যোগ্যহীন" "শাস্তি প্রয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাবান" এরূপ ক্ষমতা।

খ. গ্রাটিয়াসের মতে, সার্বভৌম হল, "চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা।"

গ. বার্জেসের মতে "মৌলিক" "চরম" ও "অসীম" ক্ষমতা।

ঘ. টমাস হবস-এর মতে, "চরম" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তরবিহীন" ক্ষমতা।

ঙ. রুশোর মতে, "চরম" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তরযোগ্যহীন" "ঐক্যবদ্ধ" "স্থায়ী" ক্ষমতা।

চ. জাঁ-বোদার মতে, "সার্বভৌম ক্ষমতা "চূড়ান্ত" ও 'চিরন্তন' ক্ষমতা, কোনভাবেই আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা "বাস্তবেই আছে কিনা, থাকলে এই ক্ষমতা কার বা কিসের, সেই তর্কে না গিয়েও আপাততঃ এ কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা সম্ভব যে, "সার্বজনীন, দেশ-কাল-বর্ণ নিরপেক্ষ সকলের সকল স্থানের সকল মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সহজাত কল্যাণমুখী গুণাবলীর ক্রমাগত বিকাশ সাধনের আইন কেবল উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিংবা তার চাইতে উচ্চতর ও মহান গুণাবলী সংবলিত সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষেই সম্ভব।

সার্বভৌমত্বের কমান্ড বা আদেশই হচ্ছে আইন

বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিংবা স্বরূপ চিহ্নিত করতে বলেছেন, **"সার্বভৌম-এর আদেশই আইন"** (অষ্টিন); **"সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন করা"** (জ্যাঁ বোদা)। বস্তুতঃ সহজাত বিবেকের রায়ও তাই যে, আইনকে নিরপেক্ষ হতে হলে ব্যক্তি, গোষ্ঠি, বর্ণ, স্থান, কাল-এর উর্ধ্বে উঠতে হলে; দুটি শর্ত পূরণ প্রয়োজন।

প্রথমতঃ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা সত্তা এবং আইন পালনকারী বা অনুসারী বলে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠির ধারণা।

দ্বিতীয়তঃ আইন পালনকারী সংস্থা বা সত্তার চাইতে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব সবদিক দিয়ে প্রমাণিত হতে হবে।

আইন প্রণয়নকারী এবং আইন পালনকারী যদি একই মর্যাদার একই ক্ষমতার ধরে নেয়া হয় তাহলে যারা প্রণয়ন করবে তারা তাদের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে অপারগ হতে বাধ্য। অপরদিকে সকলে মিলে একত্রে সকলের সমান স্বার্থ সংরক্ষণ করে কোথাও কোন আইন প্রণয়ন প্রায় অবাস্তব ধারণার শামিল। এমতাবস্থায় যুক্তির খাতিরে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাধর, অপেক্ষাকৃত মর্যাদাবান, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ আইন প্রণয়নকারী সংস্থার বিমূর্ত ধারণাই হল সার্বভৌমত্বের ধারণা। এরূপ ধারণার প্রেক্ষিতে সার্বভৌমের আদেশই আইন বা সার্বভৌমের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন। সার্বভৌম ক্ষমতার গুণাবলী কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই পাওয়া যায়

আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত আইন-প্রণয়নে সক্ষম হওয়ার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার আরও কিছু অত্যাবশ্যকীয় গুণের দরকার। যেমনঃ

ক. সেই **"সার্বভৌম ক্ষমতাকে"** অবশ্যই **"সর্বজ্ঞ"** হতে হবে। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতাকে সকলের সার্বিক প্রয়োজন ও স্বার্থকে তার স্থান-কাল-বয়সের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হবে। এসব স্বার্থ ও প্রয়োজন পূরণের সকল সামগ্রী প্রয়োজনানুপাতে সদা সর্বদা সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে।

খ. স্থান-কাল-পাত্রসহ বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি, বিকাশ, পরিচালন, সংরক্ষণ, ধ্বংস-লয় ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ক্ষমতাবান হতে হবে। কিন্তু নিজে এসবের দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত হবে না এবং এসবের কোন কিছুর প্রয়োজন তার হবে না। অর্থাৎ সার্বভৌম হবে অমুখাপেক্ষী।

গ. সেই সত্তার অবশ্যই কোন দোষ-ত্রুটি থাকবেনা এবং কোন প্রকার দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করবে না।

ঘ. তিনি সর্বাবস্থায় সকলের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান থাকবেন।

ঙ. আইন প্রণয়নই শুধু নয়, বরং প্রণীত আইন পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পালিত হচ্ছে কিনা তার তদারক করার ক্ষমতা, পালিত না হলে তার জওয়াবদিহি

গ্রহণের ক্ষমতা, এ সব ক্ষেত্রে কার শিথিলতা, গোঁড়ামী, অবহেলা, অবাধ্যতা কতখানি তার বিচার ব্যবস্থার জন্য মানব বংশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে একত্রে এক ময়দানে একই সময়ে হাজির করার ক্ষমতার উল্লিখিত সার্বভৌম ক্ষমতার থাকতে হবে।

চ. অপরদিকে যারা যতখানি নিষ্ঠার সাথে আন্তরিকতার সাথে প্রণীত আইনের কম-বেশী ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশ পালন করেছে তাদের প্রচেষ্টা ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠতার আলোকে তাদের যথাযথ পুরস্কার দিতেও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে সক্ষম হতে হবে। এছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা আমরা এ মুহূর্তে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

বস্তুতঃ ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস কোরআন ও সুন্নাহ আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কল্পিত সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের কোনটাকেই বাদ না দিয়ে বরং তার সাথে আমরা ক-থেকে চ পর্যন্ত যে ছয় ধরনের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছি তাকেও যোগ করে। এবং আল্লাহ পাককেই সেই সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র চূড়ান্ত অধিকারী বলে ঘোষণা করে। ইহাই ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদবাদের মূল ও মর্মকথা।

ইসলাম আল্লাহ পাকের যে সব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করে তা নিম্নরূপ ঃ

১. তিনি অনাদি-অনন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনিই গোপন, (অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতির নিদর্শন, প্রমাণ সর্বাধিক এবং সর্বত্র বিরাজিত। অপরদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁকে এ যাবৎ কেউ কখনও অনুভব করেনি। এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থ: "তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (হাদীদ, ৫৭ঃ ৩)

২. তিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, তিনি জাত নহেন এবং কাউকে তিনি জন্মও দেন নি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থ: "বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।" (ইখলাস : ১-৪)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

৩. অর্থ: "কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (শুরা, ৪২ঃ ১১)

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

৪. অর্থ : "তার কোন অংশীদার নেই।" (ফোরকান, ২৫ঃ ২)

سُبْحَانَ اللَّهِ

অর্থ : "তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।" (সফফাত, ৩৭ঃ ১৫৯)

৫. সার্বভৌম সত্তা আল্লাহর গুণাবলী সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ

অর্থ : "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। الْحَيُّ الْقَيُّومُ তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।"

৬. (অনন্ত-অসীম সত্তা, সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, আপন সত্তার জন্য যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, অথচ সর্ব সত্তার তিনি ধারক তাকেই কাইয়ুম বলে।)

لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ

অর্থ: "তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা।"

(অন্য কথায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতিকে যদি তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে তবে তার এই দুর্বল মুহূর্তে তাঁর আইন পালিত বা রক্ষিত হচ্ছে কিনা অথবা কোথাও কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সার্বভৌম ক্ষমতা গাফেল হতে বাধ্য হবে। এমন দোষ-ত্রুটি বা এরূপ অসংখ্য অগণিত দোষ-ত্রুটি যা সমগ্র মানুষ কল্পনা করতে পারে তার থেকে তিনি মহান আল্লাহ একেবারেই মুক্ত।)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

অর্থ: "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর।"

(অর্থাৎ যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কিংবা আমাদের অনুভূতির জগতে বিদ্যমান সে সবের একচ্ছত্র মালিক অধিপতি এই আল্লাহ। এমনকি যা আমাদের ধারণা কল্পনা অনুভূতির অগম্য তারও মালিক তিনি।)

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ

অর্থ: "কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?"

(তিনি এমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর নিকট সুপারিশ করতে হলেও সুপারিশকারীকে কার ব্যাপারে কি সুপারিশ, কতখানি সুপারিশ করা হবে তার যেমন অনুমোদন নিতে হবে তেমনি সুপারিশকারীর নিজের সুপারিশ করার যোগ্যতা সম্পর্কেও সেই মহান আল্লাহ সার্বভৌম সত্তার পূর্ব অনুমোদন আবশ্যক।)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ .

অর্থ: "তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত।"

(অর্থাৎ তিনি এমন সর্বজ্ঞাত, অবহিত যে শুধু ঘটনা নয়, ঘটনার আগ-পিছসহ পরিপূর্ণ পরম্পরা তাঁর নখদর্পণে। সত্যিই এমন ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে সার্বভৌম হওয়া অসম্ভব।)

وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ.

অর্থ: "তিনি (মহান আল্লাহ) যা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে অক্ষম।"

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

অর্থ: "তাঁর আরশ (আসন, অবস্থান) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।"

(আসমান ও যমীনে কোথাও কোন বিন্দুমাত্র স্থান নেই এবং কালের স্রোতে এমন কোন কাল নেই যেখানে যে সময়ে তাঁর মহামহিম উপস্থিতির অভাব অনুভূত হয়েছে কিংবা হবে। বস্তুতঃ এমন সর্ব ব্যাপক সার্বভৌম সত্তার বর্ণনাই আল্লাহ পাক কোরআনে আমাদেরকে জানাচ্ছেন।)

وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

অর্থ: "এতদুভয় (অর্থা আসমান ও যমীনের সকলের) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত হন না।"

(এই সার্বভৌম সত্তা শ্রান্তি-ক্লান্তি-অবসাদ-জড়তা ইত্যাকার দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে। বস্তুতঃ সার্বভৌম সত্তার এসব দোষ-ত্রুটি থাকলে তাঁর এই দুর্বল মুহূর্তে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, বিকাশ সব কিছুই বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।)

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

অর্থ: "তিনিই মহান, তিনিই শ্রেষ্ঠ।"

(এখানে **على** এবং **عظيم** শব্দের পূর্বে **ال** ব্যবহার করার কারণে এর পরিপূর্ণ ভাবার্থ হলো একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ এবং একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং এ ব্যাপারেও তাঁর কোন তুলনীয় বা অংশীদার নেই।)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.

অর্থ: "তিনি তাঁর সকল বান্দাহর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।"

(অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কেউ কোথাও কখনও নেই, ছিলনা এবং হবেও না।)

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.

অর্থ: "তিনি প্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞাত।"

(এখানেও حكيم ও خبير শব্দ ال যোগে আসায় তার অর্থ হচ্ছে একমাত্র তিনিই প্রজ্ঞাময় এবং একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞাতা। এ ব্যাপারেও কারও কোন অংশ নেই। তিনি সকলের জওয়াবদিহীতা করতে পারেন, অথচ তাঁকে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই, তিনি সকলকে পাকড়াও করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, পুরস্কৃত করতে পারেন। অর্থাৎ সর্ববিষয়েই তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর এই ক্ষমতার ব্যবহার তিনি পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারে ন্যায়ানুগভাবে করেন।)

আইন অমান্যকারীদেরকে পাকড়াও করা, যথাযথ শাস্তি দেয়ার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও গুণটিও কেবল মাত্র আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়। কোর আনের দলিল নিম্নে:-

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ- বলুন ইয়া আল্লাাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচছা ক্ষমতা দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সূরা আলে ইমরান- ৩ ঃ ২৬)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ- পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে ক্ষমতা। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা মূলক- ৬৭ ঃ ১)

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থঃ- তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় কর, তা জানেন। অত:পর তোমাদেরকে দিবসে সম্মুখিত করেন-যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। (সূরা আন'আম- ৬ ঃ ৬০)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ

অর্থঃ- অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অত:পর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়। (সূরা আন'আম- ৬ ঃ ৬১)

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

অর্থঃ "অত:পর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।(সূরা আন'আম:৬২)

সুরা হাশরের শেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় সার্বভৌম সত্তার পরিচয় দিচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ

অর্থ: "তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ (উপাস্য, আরাধ্য, স্তুতি পাওয়ার যোগ্য, আইনদাতা, শাসনদাতা) নেই।"

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ

তিনিই অধিপতি, তিনি পবিত্র, তিনিই শান্তি।

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

অর্থ: "তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক। তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, তিনিই একমাত্র প্রবল, তিনিই একাই অতীব মহিমান্বিত।"

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তারা (ভ্রমবশতঃ) তাঁর সাথে যে বা যাদের অংশীদার সাব্যস্ত করে মহান মহিমান্বিত আল্লাহ তার বা তাদের থেকে অতবী পবিত্র।"

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

অর্থ: "তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, (অর্থাৎ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী সত্তা); উদ্ভাবনকর্তা; (পরিপূর্ণ) রূপদাতা।"

(অর্থাৎ যে সবের কোন প্রকার অস্তিত্বই ছিলনা তা সবের পরিকল্পনাকারী, রূপদাতা, অস্তিত্বে আনয়নকারী মহান নিপুন ত্রুটিহীন সত্তা তিনিই আল্লাহ।)

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

অর্থ: "সকল উত্তম নাম তাঁরই"

(অর্থাৎ তাঁর নামগুলো, তাঁর গুণাবলী যথাযথ, পরিপূর্ণ সর্বাধিক সৌন্দর্যমন্ডিত।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।"

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ: "এবং তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

অর্থ: "সকল কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সকল কিছুর যথাযথ পরিমাণ এবং নিয়ম-বিধান তিনি নিধারণ করে দিয়েছেন।" (তাঁর নির্ধারিত পরিমাণ ও পরিমাপের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই।) (ফোরকান, ২৫ঃ ২)

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া এমন স্রষ্টা কি আছেন, যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক (তথা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ)-এর ব্যবস্থা করেন।" (ফাতির, ৩৫ঃ ৩) এতদসত্ত্বেও তিনি বলেন,

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ـ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ـ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

অর্থ: "তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার বাধা হওয়ার সাধ্য কারও কষ্মিনকালেও নেই বা থাকতে পারেনা।)

সূরা ফাতিহাতে তিনি এরশাদ করেন ঃ

رَبِّ الْعَالَمِينَ	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক;	অতীব দয়ালু ও করুণাময় এবং	শেষ বিচার দিনের অধিপতি।

বস্তুতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে পৃথিবীর সকল জ্ঞানীগণ যতগুলো গুণ বৈশিষ্ট্য কল্পনা করতে পেরেছেন তার চাইতে অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে আল্লাহর স্বীয় সত্তা মহিমান্বিত। তাঁর গুণাবলী যে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না তার বর্ণনাও তিনি আমাদের জানাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়, বলুন (হে মুহাম্মাদ)! আমার প্রতিপালকের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও এর (অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করার কালির প্রয়োজনে) অনুরূপ আরও সমুদ্র পরিমাণ (কালি) সংযোগ করা হয়। (কাহাফ, ১৮ঃ ১০৯) আমরা পবিত্র কালামে পাক থেকে অল্প কয়টা মাত্র উদ্ধৃতির মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলাম, পবিত্র কোরআনে এরূপ আরও শত শত বর্ণনা রয়েছে।

এই উপরোক্ত গুণ বৈশিষ্টের অধিকারীই সার্বভৌমত্ব ও সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক এবং তিনিই একমাত্র আইন-বিধানদাতা রব।

বর্তমানে যারা মানুষের জন্য আইন প্রনয়ণ করেছেন সেই সকল ত্বাগুতদের মধ্যে কি এই গুণাবলী আছে ?

আল্লাহ (সুব:) প্রশ্ন করেছেন। দলিল নিম্নে পেশ করা হলো:-

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

অর্থঃ- বল, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টি কে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে? বল, আল্লাহ্ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অত:পর তার পুনরুদ্ভব করবেন। অতএব, কোথায় ঘুরপাক খাচেছ?(সূরা ইউনুস-১০ঃ৩৪)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

অর্থঃ জিজ্ঞেস কর, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বল, আল্লাহ্ই সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য। অতএব, তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার? (সূরা ইউনুস:৩৫)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ [الأنعام/١٨]

অর্থ:- আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত। (সুরা আন'আম:১৮)

জুমার বয়ান। তারিখ : ১১-০৯-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

যেহেতু তাগুতদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই তাই সৃষ্টি যার, আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারও কেবলমাত্র তার

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।" (সুরা আ'রাফ:৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ:- 'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত করো না'। এটিই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না'। (সুরা ইউসুফ:৪০)

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.

অর্থ:- [তাদেরকে বলা হবে] 'এটা তো এজন্য যে, যখন আলাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আলাহর'। (সুরা গাফির: ১২)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

অর্থ:- আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই। (সুরা শুরা:১০)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থ:-তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। তাঁর আইন-বিধানে তিনি কাউকে শরীক করেন না। (সুরা কাহফ:২৬)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ:- তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সুরা শুরা: ২১)

মানব রচিত আইনের স্বরূপ

মানব রচিত আইন-বিধান কে কুফ্ফারদের শরীআহ্ ও দ্বীন বলে আখ্যায়িত করা যায়। যেমন সুরা শুরার একুশ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কুফ্ফারদের তৈরী করা বিধান কে "শারীআহ্" বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা শারীআহ অর্থ হচ্ছে- **الطريقة المتبعة حقا كانت اوباطلا** অনুসৃত পথ চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। বুঝা গেল যে, কুফ্ফারদের তৈরী করা বিধান আলাদা একটি শারীআহ্ এবং আলাদা ধর্ম। সে কারনেই উপরোক্ত আয়াতে- **مِنَ الدِّينِ**(দ্বীনের বিধান) বলা হয়েছে। এবং কোরআনের আরেক আয়াত- **لكم دينكم ولي دين** (তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম) এমনি ভাবে ফেরাউন তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলে-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ.

অর্থ: "আর ফির'আউন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।" (সুরা গাফির; ২৬)

এমনি ভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থ:- আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা আল ইমরান: ৫৮)

এসব আয়াত গুলোতে ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদ গুলোকেও "শারীআহ্ ও দ্বীন" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল দ্বীন ও শারীআহ্ দুই প্রকার:- ক. আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শারীআহ্। খ. মানব রচিত বাতিল দ্বীন ও শারীআহ। আল্লাহ (সুব:) প্রদত্ত দ্বীন ও শারীআহ্ মঙ্গলময় ও কল্যাণকর। আর মানব রচিত দ্বীন ও শারীআহ্ ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর। তাই মানব রচিত দ্বীন ও শারীআহ্ এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো:

1. انها شريعة الكفر
মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে কুফরী সংবিধান

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থ:- আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (সুরা মায়িদা:৪৪)

2. وهي شريعة الطاغوت
মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে তাগুতী সংবিধান

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থ:- তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। (আর আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য করা হয় সেই তাগুত।) (সুরা নিসা: ৬০)

3. وهي شريعة الشيطان
মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে শয়তানের সংবিধান

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

অর্থ:- আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী। (সুতরাং যে ব্যক্তি রাহমানের বিধান মানে না সে অবশ্যই শয়তানের বিধান মানে।) (সুরা যুখরুফ ৩৬)

4. وهي شريعة الجاهلية

মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে মুর্খতার সংবিধান

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থ:- তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? (সুতরাং যে সকল বিধান আল্লাহর বিধানের পরিপন্থি সেগুলো মূর্খতা ও জাহিলিয়্যাতের বিধান।) (সুরা মায়িদা: ৫০)

5. وهي شريعة الظلمات

মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে অন্ধকারের সংবিধান

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থ:- যারা ঈমান এনেছে আলাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (সুরা বাক্বারা: ২৫৭)

6. وهي شريعة الضلال

গোমরাহির সংবিধান মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ.

অর্থ:- অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ঘুরানো হচ্ছে? (এই আয়াতে পরিস্কার হলো যে বিধান হয়তো হক্ব যা আল্লাহর বিধান, না হলে ভ্রষ্টতা যা শয়তানের বিধান।) (সুরা ইউনুস: ৩২)

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

অর্থ:- আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হবে। (সুরা গাফির:২৫)

7. وهي شريعة العمي

মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে অন্ধত্বের সংবিধান

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

অর্থ:- যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। (সুরা রা'দ: ১৯)

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

অর্থ: দল দু'টির উপমা হচ্ছে অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের মত, তুলনায় উভয় দল কি সমান? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সুরা হুদ: ২৪)

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: তারা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা বুঝে না। (সুরা বাক্বারা: ১৭১)

8. وهي شريعة الأهواء

মানব রচিত সংবিধান প্রবৃত্তির সংবিধান

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

অর্থ:- আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। (সুরা আন নাজম:৩-৪)

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না। (সুরা কাসাস: ৫০)

এখানে দুইটি বিষয় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন হয়তো ওহী বা শারিআহ্ এর অনুসরন নতুবা হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরন।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ:- তারপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল– খুশীর অনুসরণ করো না। (সুরা জাছিয়া: ১৮)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.

অর্থ:- আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (সুরা মু'মিনুন: ৭১)

9. وهي شريعة الظلم

মানব রচিত সংবিধান স্বৈরাচারী সংবিধান

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

অর্থ:- আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম। (সুরা মায়িদা:৪৫)

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.

অর্থ:- সুতরাং ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। (সুরা নিসা:১৬০)

10. وهي شريعة الخراب

মানব রচিত সংবিধান বিরান করার সংবিধান

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থ:- সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়ীঘর, যা তাদের যুলমের কারণে বিরান হয়ে আছে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। (সুরা নামল : ৫২)

11. وهي شريعة المعيشة الضنك

মানব রচিত সংবিধান সংকুচিত জীবিকার সংবিধান

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

অর্থ:- 'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। (সুরা তা'হা:১২৪)

12. وهي شريعة المصائب

মানব রচিত সংবিধান বিপদ-আপদের সংবিধান

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا.

অর্থ:- আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে', তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।(৬১) সুতরাং তখন কেমন হবে, যখন তাদের উপর কোন মুসীবত আসবে, সেই কারণে যা তাদের হাত পূর্বেই প্রেরণ করেছে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করা অবস্থায় তোমার কাছে আসবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু চাইনি। (সুরা নিসা : ৬১-৬২)

13. وهي شريعة العداوة والبغضاء

মানব রচিত সংবিধান ঘৃনা ও শত্রুতার সংবিধান

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

অর্থ:- আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লজ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব। (সুরা মায়িদা : ১৪)

14. وهي شريعة الدمار والهلاك

মানব রচিত সংবিধান ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করার সংবিধান

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.

অর্থ:- আর যখন আমি কোন জনপদ ধক্ষংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পদশালীদেরকে (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে সীমালজ্ঞন করে। তখন তাদের উপর নির্দেশটি সাব্যস্ণ্ড হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধক্ষস্ণ্ড করি। (সুরা বনী ইসরাঈল:১৬)

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ.

অর্থ:- এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে'। ফলে তারা এমন (ধক্ষংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সুরা আহকাফ: ২৫)

সুতরাং যারা আল্লাহ প্রদত্ত চোরের হাত কাটার বিধান, সম্পত্তি বন্টনের বিধান, যিনা ব্যাভিচারের বিধান, মদ হারাম হওয়ার বিধান, মহিলাদের পর্দার বিধান, সুদ হারাম হওয়ার বিধান বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করে এবং সে আইন মানতে বাধ্য করে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কি হবে? শুধু কি তাই? যারা ভাষ্কর্য্যের নামে অথবা স্মৃতিসৌধের নামে রাস্ণ্ডার মোড়ে মোড়ে অথবা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির সামনে মুর্তি তৈরী করে এবং তাদের সামনে দাড়িয়ে নিরবতা পালন করে, তাদের সম্মানার্থে নগ্ন পায়ে হাটে এবং পুস্পস্ণ্ডবক অর্পন করে তাদের কে আপনি কি বলবেন?

এ ছাড়া শিখা চিরন্ণ্ডন/শিখা অনির্বানের নামে অগ্নি পুজা করে এবং অন্যকে ঐ কাজে বাধ্য করে আবার যারা মসজিদে গিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ, মন্দিরে গিয়ে রামের আদর্শ, গির্জায় গিয়ে যিশু খৃষ্টের আদর্শ আর প্যাগোডায় গিয়ে বুদ্ধদেবের আদর্শ বাস্ণ্ডবায়নের কথা বলে তাদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ণ্ড কি?

সুতরাং এই সকল গুণাবলী যেহেতু কোন মানুষের নেই বরং একমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত তাই আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, কাজেই আইন-বিধান দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই। لا اله الا الله

বলে তাদেরকেই প্রথম বর্জন করতে হবে। কারণ **'আইন প্রনয়ণ করা, আদেশ-নিষেধ করা এইগুলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটা গুণ। আর এ কাজের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা যে, 'একমাত্র রব' এটা সাব্যস্ণ্ড হয়।** যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ

অর্থ: "আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না।" (আনআম, ৬ ঃ ৫৭)

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না।" (ইউছুফ, ১২ ঃ ৪০)

أَلا لَهُ الْحُكْمُ

অর্থ: "ফয়সালা তাঁরই" (আনআম, ৬ ঃ ৬২)

أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

অর্থ: "তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।" (আ'রাফ, : ৫৪)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

অর্থ: "তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ।" (শুআরা, ৪২ ঃ ১০)

তাছাড়া হুকুম প্রনয়ণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা যে এক, তার দলীল ঃ

وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থ: "তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।" (কাহাফ, ১৮ঃ ২৬)

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

অর্থ: "আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।" (রা'দ, ১৩ঃ ৪১)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া মানুষের জন্য আইন প্রনয়ণ করে সে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের মাঝে শরীক করলো যখন আল্লাহ তাআলা আইন প্রনয়ণ করতে তার সাথে খাস। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

অর্থ: "তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?" (শুআরা, ৪২ঃ ২১)

أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: জেনে রাখ, সৃষ্টি যাঁর, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, আইন-বিধান, আদেশ-নিষেধ তার জন্যই নির্দিষ্ট। মহিমাময় আল্লাহই জগতসমূহের প্রতিপালক।” (আরাফ : ৫৪)

بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

অর্থ: বরং আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট সকল ‘আমর’ বা আদেশ, নির্দেশ, কর্তৃত্ব।” (আমর করার অধিকার আর কারও নেই)। (রা’দ, ১৩ঃ ৩১)

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

অর্থ: “লোকেরা জিজ্ঞেস করে, শাসন কর্তৃত্বের ব্যাপারে, আইন-বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে, আদেশ-নির্দেশ দানের ব্যাপারে (তাদের) আমাদের কোন করণীয় আছে কিনা। বলুন (হে মুহাম্মাদ)! আইন-বিধান, শাসন-কর্তৃত্ব, আদেশ-নির্দেশ নামে যা আছে তার সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।” (এ বিষয়ে তোমাদের কোনই অধিকার নেই)।

কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

অর্থ:- আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ। (সুরা নাহল:৮৯)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (সুরা মায়িদা:৩)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

অর্থ:- নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে

দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (সুরা নিসা:১০৫)

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

অর্থ:...অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সুরা নিসা:৫৯)

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.

অর্থ:- আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানত যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সুরা আল আনআম:১১৪)

{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [العنكبوت : 51]

অর্থ: এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়? নিশ্চয় এর মধ্যে রহমত ও উপদেশ রয়েছে ঈমানদ্বারদের জন্য।” (সুরা আনকাবুত: ৫১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (সুরা ইউনুস: ৫৭)

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

অর্থ:- আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে। (সুরা ইব্রাহিম:১)

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [آل عمران/৫৫]

অর্থ:- অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব, যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করতে’ । (সুরা আল ইমরান:৫৫)

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [المائدة/৪৮]

অর্থ:- আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। (সুরা আল মায়িদা:৪৮)

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الأنعام/৬০]

অর্থ:- তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন। (সুরা আন’আম:৬০, সুরা মায়িদা:১০৫)

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ [يونس/4]

অর্থ: তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটান। (সুরা ইউনুস: ৪)

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [يونس/২৩]

অর্থ:- অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাব। (সুরা ইউনুস: ২৩)

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ([هود/4]

অর্থ:- আল্লাহর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। (সুরা হুদ: ৪)

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.

অর্থ:- তারপর তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাদের সত্য মাওলা আল্লাহর কাছে। সাবধান! হুকুম প্রাদানের ক্ষমতা তাঁরই। আর তিনি হচ্ছেন খুব দ্রুত হিসাবকারী। (সুরা আন’আম: ৬২)

যারা আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজেরা আইন তৈরী করে তারা নিজেরাই আল্লাহ এবং রব হয়ে যায়।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থ:- তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের (শাসক ও পীর বুজুর্গদের) রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র। (সুরা তাওবা: ৩১)

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) التوبة ٣١، وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه ـ وكان نصرانياً فأسلم ـ: أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) فقال: إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم (أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟) فقال: بلى، قال صلى الله عليه وسلم (فتلك عبادتهم) رواه أحمد والترمذى وحسّنه.

অর্থ: ‘তারা তাদের ধর্ম পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত। (তাওবা, ৯ঃ ৩১) হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা:) থেকে বর্ণিত, (তখন তিনি খৃষ্টান ছিলেন, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন) তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত পড়তে শুনেঃ তিনি বললেনঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো তাদের ইবাদত করি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করে, অত:পর তোমরা তা হারাম মেনে নাও এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করে, অত:পর তোমরা তা হালালরূপে মেনে নাও, বিষয়টি এমন নয় কী? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ এটাই হচ্ছে তাদেরকে রব বানানো বা তাদের ইবাদত করা। (আহমদ, তিরমীযি)

وقال الألوسى فى تفسير هذه الآية (الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم) أهـ.

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম আলুসী (রহ:) বলেনঃ যে, অধিকাংশ মুফাসসীরদের বক্তব্য হলোঃ তারা তাদের ধর্মীয় নেতা এবং পীর-বুযুর্গদেরকে গোটা সৃষ্টির রব বলে বিশ্বাস করতো না। বরং তারা তাদেরকে নিজ এলাকার সর্বময় ক্ষমতার মালিক এবং আদেশ-নিষেধের মালিক জ্ঞান করতো।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

অর্থ:- বল, 'হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আলাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমদের কেউ কাউকে আলাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি'। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম'। (সুরা আল ইমরান: ৬৪)

ইবলিস কেন কাফের হলো?

ইবলিস আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করতে গিয়েই কাফের হয়েছে শুধু আল্লাহর হুকুম পালন না করার কারনে নয়। কারণ আদম (আঃ) ও নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিলেন।

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ:- আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্‌তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সুরা আল বাক্বারা: ৩৫) কিন্তু তিনি শয়তানের ধোকায় পরে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

অর্থ:- অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে স্খলিত করল। (সুরা আল বাক্বারা: ৩৬) অতপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অর্থ:- অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল-াহ তার তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু। (সুরা আল বাক্বারা: ৩৭)

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থ:- তারা (আদম এবং হাওয়া) বলল, 'হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুল্‌ম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে রহম না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্‌তদের অন্‌তর্ভুক্ত হব'। (সুরা আ'রাফ: ২৩)অতপর আল্লাহ তাদের কে ক্ষমা করে দিলেন।

ঠিক একই ভাবে ইবলিসও আল্লাহর হুকুম (আদমকে সিজ্‌দা করা) অমান্য করেছিল এবং আল্লাহ তাকেও জিজ্ঞেস করলেন-

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

অর্থ:- তিনি বললেন, 'কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি'? (সুরা আল আ'রাফ: ১২) এ সময় ইবলিও যদি আদমের মত ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহলে কি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেন না? অবশ্যই করতেন। কিন্তু সে ক্ষমা না

চেয়ে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করলো এবং আল্লাহর নির্দেশ কে ভুল আখ্যায়িত করার প্রয়াস চালিয়েছে ।

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

অর্থ: "সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম । আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে ।" (সুরা আ'রাফ: ১২)

আর আগুনের গতি হচ্ছে উর্ধে এবং মাটির গতি নিম্নে । আগুন নিচে প্রজ্জ্বলিত করলেও উপরে উঠতে থাকে । আর মাটি উপরে ছুড়ে মারলেও নিচে নেমে আসে । সুতরাং যুক্তির দাবি হলো আদম আমাকে সেজদা করবে আমি আদমকে নয় । এখানে ইবলিসের যুক্তিটিই ভুল ছিল । কারণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যখন কোন আদেশ দেন তখন তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি করার সুযোগ নাই । তিনি যদি একটি পিপড়াকেও সিজদা করতে বলতেন তাও তার জন্য অপরিহার্য ছিল । "যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি" বলে আল্লাহ (সুবঃ) সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন ।
বুঝা গেল কুরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যারাই যুক্তি পেশ করবে অথবা যারা মনে করে যে আল্লাহর আইন এ যুগে চলেনা বা চললেও তার চেয়ে মানব রচিত আইন বেশী ভাল । এমনি ভাবে যারা আল্লাহকে বা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) অথবা আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিধান কে অস্বীকার করে অথবা উপহাস করে বা মজাক করে কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় ।
সুতরাং যারা আল্লাহর প্রদত্ত চোরের বিচার, যিনা ব্যভিচারের বিচার, খুন-ডাকাতির বিচার, সম্পত্তি বন্টনের বিচার, হিজাবের বিচারকে বর্বর আইন বলে মজাক করে এই যুগে এসব আইন চলে না বলে সে গুলো বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করে এবং সেই আইন মানতে মানুষকে বাধ্য করে । যারা আল্লাহর হারামকৃত যিনা-ব্যভিচার, মদ, সুদের লাইসেন্স দিয়ে হালাল (বৈধ) করে দেয় তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তারা কি মুসলিম না কাফির? যদি এসব করার পরও মুসলিম হয় তাহলে কি শয়তানকে মুসলিম বলবেন?

আর যদি বলেন যে, না শয়তান কাফির এবং অবশ্যই কাফির । তাহলে যারা শয়তানের মত আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে তারাও কাফের যারা আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করে সেই আইন মানতে জনগনকে বাধ্য করে তারাও কাফির । আর যারা তাদের কে ভোট দিয়ে নির্বচিত করে তারাও কুফরী কাজে লিপ্ত আছে ।
এ প্রসঙ্গে কুরআন সুন্নাহর দলিল পেশ করা হলো ।

মানব রচিত আইনে বিচার করলে কাফের, ফাসেক, জালিম হয়ে যায়

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

অর্থ:- আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল-াহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না । আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল-াহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে । অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল-াহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান । আর মানুষের অনেকেই ফাসিক । (সুরা মায়িদা:৪৯)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থ:- আর যারা আল-াহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির । (সুরা মায়িদা:৪৪)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ:- আর আল-াহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম । (সুরা মায়িদা:৪৫)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থ:- আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক । (সুরা মায়িদা:৪৭)

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.

অর্থ: “তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা।” (সুরা মায়িদা:৪৮)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ:- তারপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল– খুশীর অনুসরণ করো না। (সুরা জাছিয়া:১৮)

মানব রচিত আইন-বিচার মান্য করলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ:- অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। (সুরা নিসা: ৬৫)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থ:- তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। (সুরা নিসা:৬০)

মুসলিমগন আল্লাহর নির্দেশ শুনবে এবং মানবে

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ:- মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: ‘আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।’ আর তারাই সফলকাম। (সুরা নূর: ৫১)

মুনাফিকরাই আল্লাহর হুকুম থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.

অর্থ:- আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে’, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে। (সুরা নিসা:৬১)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অর্থ:- আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আলাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস’, তারা বলে, ‘আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না তবুও? (সুরা মায়িদা:১০৪)

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.

অর্থ:- ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, ‘আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম’। আর তুমি শোন না শোনার মত, তারা নিজদের জিহ্বা বাঁকা করে এবং দীনের প্রতি খোঁচা মেরে বলে, ‘রা‘ইনা’[1]। আর তারা যদি বলত, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং তুমি শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ’ তাহলে এটি হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও যথার্থ। কিন্তু

---

[1] আরবীতে ‘রা’ইনা শব্দের অর্থ ‘আমাদের তত্ত্বাবধান করুন’। ইয়াহূদীরা শব্দটিকে বিকৃত করে উচ্চারণ করত, যা তাদের ভাষায় (হিব্রুতে) গালি হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ সম্পর্কে আরো দ্র. সূরা বাকারার ১০৪ নং আয়াতের টীকা।

তাদের কুফরীর কারণে আল-াহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাই তাদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে। (সুরা নিসা:৪৬)

যারা আল্লাহর আইন কিছু মানে কিছু মানে না তারাও কাফের

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

অর্থ:- তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আলাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। (সুরা আল বাক্বারা:৮৫)

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

অর্থ: "এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।" (সুরা নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১)

نواقض الإيمان বা ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

ناقض বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নামাজ বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, তেমনিভাবে তাওহীদ বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। মুসল্লি যদি নামাজ বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটিতে পতিত হয়, তাহলে সাথে সাথে তার নামাজ বাতিল হয়ে যায়। যেমন নামাজের মধ্যে শব্দ করে হাসা, কিছু আহার করা বা পান করা ইত্যাদি। এমনি ভাবে তাওহীদ বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় রয়েছে যার মধ্যে বান্দা পতিত

হলে তার তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে সে কাফের মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়।

তাওহীদ বিনষ্টকারী কতিপয় বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলো

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (যুমার, ৩৯ঃ৬৫)

আল্লাহ আরও বলেন:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: "হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (মায়েদা, ৫ঃ৭২)

একইভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই শিরক।

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করা

মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন,

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন অন্যদের ইবাদত করে যারা না পারে তাদের ক্ষতি করতে আর না পারে কোন ভাল করতে এবং বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল (হে মুহাম্মাদ)! তোমরা কি

আল্লাহকে আসমান ও জমিনের মধ্যে ঐ জিনিস শিখাতে চাও যা তিনি জানেন না। তারা যে সমস্ত শির্ক করছে আল্লাহ পাক এর থেকে পবিত্র ও উচ্চ।" (ইউনুসঃ ১৮)

আল্লাহ অন্যত্র আরোও বলেনঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ

অর্থ: "জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়।" (যুমার, ৩৯ঃ ৩)

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরে যায়, তাদের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসিকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়, কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে যেমনঃ তাদের কাছে দোয়া করা, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, পশু যবাই করা, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করা এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা।

৩। মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সহীহ মনে করা

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীম দ্বীন হলো ইসলাম।' (আল ইমরান, ৩ ঃ ১৯)

অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

অর্থঃ "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।" (আল ইমরান, ৩ ঃ ৮৫)

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলমানের সন্দেহ পোষণ করা যেমনঃ ইহুদী নাসারা মুশরিক (অর্থাৎ ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই, তাই কোনো মুসলমান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। করলে সেও কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে)। এ দৃষ্টি কোন থেকে

জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরনের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেনঃ শিরক নামকরণকৃত কতিপয় বিষয়ের ওপর শুধুমাত্র শিরক নাম জুড়ে দিলেই শিরক বলা যায় না, বরং শিরক হচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য এমন কাজ করা যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট। চাই সে কাজ জাহেলী যুগের কোনো নামেই হোক, অথবা বর্তমান যুগের অন্য কোনো নামেই হোক। এক্ষেত্রে নামে কিছুই আসে যায় না। (অর্থ্যৎ কোনো কাজ যদি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহলে সেটা যে যুগেই হোক, আর যে নামেই হোক, শিরক হিসেবেই গণ্য হবে। যেমনঃ ভক্তির নামে গাইরুল্লাহকে সেজদা করা)।

৪। রাসূল (সঃ) এর দ্বীন, অথবা (পুন্য কাজের) সাওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয় রং-তামাশা বিদ্রুপ করা কুফরী

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.

অর্থ: "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'?

ইমাম মোহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহ্‌হাব তাঁর কাশফুশ শুবহাত কিতাবে লিখেছেন: "এটা যখন নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত যে কতিপয় মুনাফিক যারা রাসুল (সা.) এর সাথে রূমের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ও তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপাত্মক কথা দ্বারা কুফরী করেছে, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদের স্বল্পতার আশংকায় কিংবা কিছু প্রাপ্তির আশায় অথবা কারো মনতুষ্টির জন্য কুফরী কথা বলল অথবা কুফরী কর্ম করল, সে

অবশ্যই ঐ ব্যক্তির চেয়ে জঘন্য কাজ করেছে যে ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কথা বলেছে।

এমন অবস্থা আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের যারা পর্দা করা, দাড়ি রাখা অথবা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে প্রকারান্তরে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করে।

৫। যাদু

যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিছিন্নতা সৃষ্টি করা; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া। তাওলা হচ্ছে (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ, যাতে স্ত্রীর ভালবাসায় স্বামী পাগল প্রায় হয়ে থাকে। এটা শিরক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা বিপদাপদ দূর করা এবং উপকার বা কল্যাণ সাধনের বিষয়টিকে গাইরুল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ.

অর্থ: "তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না।" (বাক্বারা, ২ঃ ১০২-১০৩)

৬। মুসলমানদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করা

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ "তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন না সীমালঙ্ঘনকারী লোকদেরকে।" (সূরা মায়িদা : ৫১)

৭। মূর্তি, প্রতিমা, মানব রচিত সংবিধান ইত্যাদি সহ অন্যান্য তাগুতকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার জন্য শপথ করা

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) বলেন, অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের স্থান হবে ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে, দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং গাইরুল্লাহর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে, দ্বীনের স্থান হবে মুখে স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে। এমনি ভাবে

দ্বীনের স্থান হবে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কার্যকর করা এবং যাবতীয় কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় যদি বান্দা পরিত্যাগ না করে তাহলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন পরিত্যাগ করলো বলে বিবেচিত হবে। (*আদ্দোরার অস্‌সুন্নিয়া (৮/৭৮)*

৮। মুহাব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ দাড় করায় এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী।" (বাক্বারা :১৬৫)

৯। যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবী (সঃ) এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীম দ্বীন হলো ইসলাম।' (আল ইমরান, ৩ ঃ ১৯)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

অর্থঃ "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।' (আল ইমরান, ৩ ঃ ৮৫)

হাদীসে বর্ণনা আছে, নবী মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ জাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মাতের ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহন্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গন্য হবে।" (*মুসলিম)*

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া

আল্লাহ বাণীঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.

অর্থ: "আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে?" (সূরা কাহাফ, আয়াত ৫৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

এসব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভয় দ্বারা প্রভাবিতদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি নিরূপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন। এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে। মুসলমানের উচিত এগুলোতে পতিত হওয়ার আশংকায় ভীত এবং সতর্ক থাকা। যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

সংশয় নিরসন : لا اله الا الله মুখে উচ্চারণই কি যথেষ্ট?

(যারা মনে করে যে *لا اله الا الله* মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলে ক্ষতি নেই, তাদের একথার জবাব, সূত্রঃ কাশফুশ শুবহাত, ইমাম মোহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহ্হাব)

মানুষের মনে একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাহলো এই যে, তারা বলে থাকে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও হযরত উসামা (রাঃ) যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী (সাঃ) সেই হত্যাকান্ডটাকে সমর্থন করেননি।

এইরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই হাদীসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উচ্চারণকারীদের হত্যা করা সম্বন্ধেও আরও অনেক হাদীস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে।

এই মূর্খদের এসব প্রমান পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবে না।

এই সব জাহেল মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কয়েদ করেছেন যদিও তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত।

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবাগণ বানূ হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল; তারা নামাযও পড়তো এবং ইসলামেরও দাবী করত।

ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে হযরত আলী (রাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ঐ সব জাহেলরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায়– তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। তা হলে ইসলামের একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারণে যদি তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ তার কোন উপকারে না আসে, তবে রাসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মুখ্য বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করল তাকে ঐ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে? কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা হাদীস সমূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে না।

হযরত ওসামা (রাঃ) হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল।

কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে তার থেকে ইসলামবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সম্বন্ধে কুরআনের ঘোষণা এই যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنً

অর্থ: "হে মু'মিন সমাজ! যখন তোমরা আল্লাহর রাহে বহির্গত হও, তখন (কাহাকেও হত্যা করার পূর্বে) সব বিষয় তদন্ত করে দেখিও। আর যে

তোমার সামনে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, (যাচাই-বাছাই না করেই) তাকে অমুসলিম বলো না।" (সুরা নিসাঃ ৯৪)

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হইও। এই আয়াত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপারে হত্যা থেকে বিরত থেকে তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তদন্তের পর যদি তার ইসলামবিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে হত্যা করা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, (ফাতাবাইয়ানূ) অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ। তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে। যদি এই অবস্থাতে হত্যা না করা হয় তা হলেঃ 'ফাতাবাইয়ানু'– তাসাব্বুত (অর্থ) অর্থাৎ স্থির নিশ্চিত হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

এইভাবে অনুরূপ হাদীসগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে। ঐগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে- যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হবে। এ কথার দলীল হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কৈফিয়তের ভাষায় ওসামা (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ তুমি হত্যা করেছ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও?

এবং তিনি আরও বলেছিলেনঃ 'আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবেঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সেই রাসূলই কিন্তু খারেজীদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ

অর্থাৎ "যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করবে, আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব 'আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।" (*বুখারী ও মুসলিম*); যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুযার, অধিক মাত্রায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সুবাহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।

খারেজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে নামায আদায় করত যে, সাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলানায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু ইলম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু কোনই উপকারে আসল না তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরী'আতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইয়াহুদদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড। ঐ একই কারণে নবী (সঃ) বানু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাঁকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবে না। এই সংবাদ এবং অনুরূপ অবস্থায় তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

অর্থ: "হে মুমিন সমাজ! যখন কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন গুরুতর সংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখো।" (সুরা হুজরাতঃ ৬)

উপরোক্ত সংবাদদাতা তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল।

এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে সমস্ত হাদীসকে তারা হুজ্জত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

সংশয় নিরসনঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফের হয়ে যায় না। যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির নিরসন এবং তার বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জী

উপরের আলোচনায় একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শির্কী কাজে লিপ্ত- নামধারী মুসলমানদের) চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শির্ক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অতঃপর একথাও তুমি জেনে রাখো যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি। অতএব এই ভ্রান্তিও অপনোপদন ও সন্দেহের অবসান কল্পে নিম্নের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনঃ

তারা বলে থাকেঃ যাদের প্রতি সাক্ষাৎভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির-মুশরিকগণ) তারা আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই একথার সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তার রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল

এবং বলেছিল এটাও একটি যাদু মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া নেই কোন মাবুদ এবং (এ সাক্ষ্যও দেই যে,) নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল, আমরা কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি আর পুনরুত্থান এর বিশ্বাস রাখি, আমরা নামায পড়ি এবং রোযাও রাখি, তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফেরদের) মত মনে কর কেন?

এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ তথা শরীআতের বিদ্বান মন্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সত্য বলে মানে আর কোন কোন বিষয়ে তাকে মিথ্যা বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফের, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না; এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু নামায যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, নামাযও পড়ল কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না; অথবা এগুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু রোযাকে অস্বীকার করে বসল কিংবা ঐ গুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল, এরা সবাই হবে কাফের।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় কতক লোক হজ্জকে ইনকার করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: "(পথের কষ্ট সহ্য করতে এবং) রাহা খরচ বহনে সক্ষম যে ব্যক্তি (সেই শ্রেণীর) সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের (কা'বাতুল্লাহর) হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য, আল্লাহ হচ্ছেন সমুদয় সৃষ্টি জগত হতে বেনেয়ায।" (আল ইমরানঃ ৯৭)

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই (অর্থাৎ তাওহীদ, নামায, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, হজ্জ) মেনে নেয় কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন-দৌলত সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল লুট করা সিদ্ধ হবে) যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

অর্থ: "নিশ্চয় যারা অমান্য করে আল্লাহকে তাঁর রাসূলদেরকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের (আনুগত্যের) মধ্যে প্রভেদ করতে চায় আর বলে কতককে আমরা বিশ্বাস করি আর কতককে অমান্য করি এবং তারা ঈমানের ও কুফরের মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে নিতে চায়–এই যে লোক সমাজ সত্যই তারা হচ্ছে কাফের, বস্তুতঃ কাফেরদিগের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি এক লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি।" (আন নিসাঃ ১৫০)

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কালাম পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফের এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এতদ্বারা এ সম্পর্কিত ভ্রান্তিও অপনোদন ঘটছে।

আর এই একথাও বলা যাবেঃ তুমি যখন স্বীকার করছ যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে সত্য জানবে আর কেবল নামাযের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হবে, আর তার জান-মাল হালাল হবে, ঐরূপ সব বিষয় মেনে নিয়ে যদি পরকালকে অস্বীকার করে তবুও কাফের হয়ে যাবে।

ঐরূপই সে কাফের হয়ে যাবে যদি ঐ সমস্ত বস্তুর উপর ঈমান আনে আর কেবল মাত্র রমযানের রোযাকে ইনকার করে। এতে কোন মাযহাবেরই দ্বিমত নেই। আর কুরআনও এ কথাই বলেছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। সুতরাং জানা গেল যে, নবী (সঃ) যে সব ফরয কাজ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় এবং তা নামায, রোযা ও হজ্জ হতেও শ্রেষ্ঠতর।

যখন মানুষ নবী (সঃ) কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজেব সমূহের সবগুলোকে মেনে নিয়ে ঐগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায় তখন কি করে সে কাফের না হয়ে পারে যদি রাসূল, সমস্ত দ্বীনের মূল বস্তু

তাওহীদকেই সে অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা!

তাকে এ কথাও বলা যায় যে, মহানবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল। এ ছাড়া তারা আযানও দিত এবং নামাযও পড়ত।

সে যদি তাদের এই কথা পেশ করে যে, তারা তো মুসায়লামা (কায্যাব)-কে একজন নবী বলে মেনেছিল।

তবে তার উত্তরে বলবেঃ ঐটিই তো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে নবীর মর্যাদায় উন্নীত করে তবে সে কাফের হয়ে যায় এবং তার জান মাল হালাল হয়ে যায়, এই অবস্থায় তার দুটি সাক্ষ্য (প্রথম সাক্ষ্যঃ আল্লাহ ছাড়া নেই অপর কোন ইলাহ, দ্বিতীয় সাক্ষ্যঃ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল) তার কোনই উপকার সাধন করবে না।

নামায ও তার কোন কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। অবস্থা যখন এই, তখন সেই ব্যক্তির পরিমান কি হবে যে, শিমসান, ইউসুফ (অতীতে নাজদে এদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হত) বা কোন সাহাবা বা নবীকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে? পাক পবিত্র তিনি, তাঁর শান-শাওকাত কত উচ্চ।

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: "আল্লাহ এই ভাবেই যাদের জ্ঞান নেই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।" *(সুরা রূমঃ ৫৯)*

প্রতিপক্ষকে এটাও বলা যাবেঃ হযরত আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরেছিলেন তারা সকলেই ইসলামের দাবীদার ছিল এবং হযরত আলীর অনুগামী ছিল, অধিকন্তু তারা সাহাবাগণের নিকটে শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তারা হযরত আলীর সম্বন্ধে ঐরূপ বিশ্বাস রাখত যেমন ইউসুফ, শিসমান এবং তাদের মত আরও অনেকের সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করা হত। (প্রশ্ন হচ্ছে) তাহলে কি করে সাহাবাগণ তাদেরকে (ঐভাবে) হত্যা করার ব্যাপারে এবং তাদের কুফরীর উপর একমত হলেন? তাহলে তোমরা কি ধারণা করে নিচ্ছ যে, সাহাবাগণ মুসলমানকে কাফেরের রূপে

আখ্যায়িত করেছেন? জানি তোমরা ধারণা করছ যে, তাজ এবং এবং অনুরূপ ভাবেই অন্যান্যের উপর বিশ্বাস রাখা ক্ষতিকর নয়, কেবল হযরত আলীর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখাই কুফরী?

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে, যে বানু ওবায়দ আল কান্দাহ বানু আব্বাসের শাসন কালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কালেমার সাক্ষ্য দিত–ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবী করত। জুমা ও জামাআতে নামাযও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরী'আতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর আলেম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে দুরুল হরব বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলমানদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন।

তাকে আরও বলা যেতে পারে যে, পূর্ব যুগের লোকদের মধ্যে যাদের কাফের বলা হত তাদের এজন্যই তা বলা হত যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক ছাড়াও রাসূল (সঃ) ও কুরআনকে মিথ্যা জানতো এবং পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করত। কিন্তু এটাই যদি প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ হয় তাহলে বাবু হুকমিল মুরতাদ-- মুরতাদের হুকুম নামীয় অধ্যায় কি অর্থ বহন করবে যা সব মাযহাবের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন? "মুরতাদ হচ্ছে সেই মুসলিম, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে যায়।"

তারপর তারা মুরতাদের বিভিন্ন প্রকরণের উল্লেখ করেছেন আর প্রত্যেক প্রকারের মুরতাদকে কাফের বলে নির্দেশিত করে তাদের জান এবং মাল হালাল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমন কি তারা কতিপয় লঘু অপরাধ যেমন অন্তর হতে নয়, মুখ দিয়ে একটা অবাঞ্ছিত কথা বলে ফেলল অথবা ঠাট্টা মশকরার ছলে বা খেল-তামাশায় কোন অবাঞ্ছিত কথা উচ্চারণ করে ফেলল। এমন অপরাধীদেরও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের এ কথাও বলা যেতে পারেঃ যে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

অর্থ: "তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছেঃ কিছুই তো আমরা বলিনি" অথচ কুফরী কথাই তারা নিশ্চয় বলছে, ফলে ইসলামকে স্বীকার করার পর তারা কাফের হয়ে গিয়েছে।" (সুরা তওবাঃ ৭৪)

তুমি কি শুননি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ এক দল লোককে কাফের বলছেন, অথচ তারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, নামায পড়েছে যাকাত দিয়েছে, হজ্বব্রত পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে?

আর ঐসব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ.

"তুমি বলঃ তোমরা কি ঠাট্টা তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলোর এবং তাঁর রাসূলের সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত পেশ করো না। তোমরা নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার পরও তো কুফরী কাজে লিপ্ত ছিলে।" (তওবা ৬৫-৬৬)

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ তারা ঈমান আনার পর কাফের হয়েছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

অতএব, তুমি এ সংশয় ও ধোঁকাগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। সেটা হলঃ তারা বলে, তোমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোককে কাফের বলছ যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জওয়াবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। কেননা এই পুস্তকের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে এটাই উপকারজনক। এই বিষয়ের আর একটা প্রমাণ হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনী যা আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলের সম্বন্ধে বলেছেন। তাদের ইসলাম, তাদের জ্ঞান এবং সত্যাগ্রহ সত্ত্বেও তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.

অর্থ: "তারা বললো হে মূসা! আমাদের জন্যও একটা ঠাকুর বানিয়ে দাও তাদের ঈশ্বরগুলোর-মত। তিনি বললেন, তোমরা তো মূর্খ সম্প্রদায়ের মতো কথা বলছো।" *(সুরা আরাফঃ ১৩৮)*

ঐরূপ সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেনঃ

"আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত প্রতিষ্ঠা করে দিন। তখন নবী (সঃ) হলফ করে বললেনঃ এটা তো বনী ইসরাইলদের মত কথা যা তারা মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ আমাদের জন্যও একটা ইলাহ বানিয়ে দাও তাদের মূর্তির মত।"

দ্বিতীয় প্রধান ত্বা-গুত 'শয়তান'

শয়তান অনেক কারণে তাগুত।

(ক) সে নিজের ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের ইবাদত করা থেকে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

অর্থ: "হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (ইয়াসীন: ৬০)

(খ) সে গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। যা মূলতঃ নিজের ইবাদতের দিকেই আহ্বান করা হয়।

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: 'যখন সব কাজের ফায়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে: নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অত:পর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার

কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অত:পর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (ইবরাহীম, ১৪ঃ ২২)

(গ) শয়তান মানুষের সামনে মিথ্যাকে সাজ্জিত-মণ্ডিত করে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى - فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

অর্থ: 'অত:পর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বলল: হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? অত:পর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (ত্বহা, ২০ঃ ১২০-১২১)

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

অর্থ: 'অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচছন্দ্য ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। (বাক্বারা, ২ঃ ৩৬)

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: 'আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে না - আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন। (আনফাল, ৮ঃ ৪৮)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ - فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অত:পর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে। অত:পর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না ? বস্তূত: তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। (আনআম, ৬ঃ ৪২-৪৩)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

অর্থ: 'সে (শয়তান) বলল: হে আমার রব, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (হিজর, ১৫ঃ ৩৯-৪০)

(ঘ) শয়তান মানুষের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে, ধোকা দেয়, বিভ্রান্ত করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ - ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

অর্থ: 'সে (শয়তান) বলল: আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক

থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (আরাফ, ৭ঃ ১৬-১৭)

وَقَالَ لأتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ـ وَلأضِلَّنَّهُمْ وَلأمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ـ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا

অর্থ: সে (শয়তান) বলল: আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (নিসা : ১১৮-১২০)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: ‘শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (বাক্বারা, ২ঃ ২৬৮)

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থ: ‘এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। (আল ইমরান, ৩ঃ ১৭৫)

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا

অর্থ: “শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।” (নিসা, ৪ঃ ৬০)

(ঙ) শয়তান মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

অর্থ: ‘শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে? (মায়েদা, ৫ঃ ৯১)

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

অর্থ: ‘শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (বনী ইসরাঈল, ১৭ঃ ৫১)

(ঙ) শয়তান মানুষের শত্রু, আল্লাহর অবাধ্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا

অর্থ: “হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান রহমানের অবাধ্য।” (মারইয়াম, ১৯ঃ ৪৪)

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

অর্থ: ‘নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (বনী ইসরাঈল : ৫৩)

قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ

অর্থ: ‘তিনি বললেন: বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য। (ইউছুফ, ১২ঃ ৫)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ـ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ـ فَدَلاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

অর্থ: “অত:পর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল: তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও

চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল: আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। অত:পর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (আরাফ, ৭ঃ ২২-২২)

শয়তান দুই প্রকার ঃ মানুষ শয়তান এবং জ্বিন শয়তান। ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ إِلَهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

অর্থ: "বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের, মানুষের ইলাহর। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।" (নাস, ১১৪ঃ ১-৬)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থ: "আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। তারা নিজেদের মনের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরে যায় তখন তারা অকল্যাণ সৃষ্টির চেষ্টা করে যাতে শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।" (বাক্বারা, ২ঃ ২০৪-২০৫)

وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

অর্থ: আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্রা। (বাক্বারা, ২ঃ ১৪)

(আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জ্বিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন

কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষেত্রে কোথায় শয়তান শব্দটি জিনদের জন্য এবং কোথায় মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। তবে আমাদের আলোচ্য স্থানে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে 'শায়াতীন' বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।)

জ্বিন শয়তান এবং *মানুষ শয়তান* তাদের কর্মের কারণে এ শ্রেনীর তাগুতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ ব্যতীত সকল মা'বুদ (উপাস্য), সব গোমরাহীর প্রধান, যে বাতিলের দিকে আহবান জানায়, বাতিলকে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করে এরা সকলেই তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। এর সাথে সাথে গণক, যাদুকর ও কবরবসীসহ অন্যান্য বস্তুর উপাসনার ক্ষেত্রে যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে (কবর, মাযার ইত্যাদির খাদেম) তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল।" *(মাজমুআতুত্ তাওহীদ ১৭৩/১পৃঃ)*

জ্বিন শয়তান শ্রেনীর ত্বাগুত হচ্ছে:

জ্বিন শয়তানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহবান করে অথবা অন্যের ইবাদত করতে প্রেরণা যোগায় বরং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে নিজেই ইবাদত নেয় তারা তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। জ্বিন শয়তানেরা যেভাবে অন্যের ইবাদতের দিকে আহবান করে কিংবা প্রেরণা যোগায়। গনকদেরকে গায়েবের (অদৃশ্য) সংবাদ প্রদানের নামে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত খবর প্রদান করে যার কারণে মানুষ গনকদের কাছে যায় এমন বিষয় (গায়েব) জানার জন্য যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না ।

শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়, প্ররোচনা দেয়, মানুষের মনে কুহক জাল সৃষ্টি করে মূর্তি, মাজার, পীর-ফকির, গাছ-পাথর ইত্যাদির জন্য মানত, সেজদা, দো'য়া এসব ইবাদত করার জন্য এবং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে শয়তানই এসব ইবাদত গ্রহন করছে।

বিভিন্ন চরমপন্থী সুফী (মরমী) বিধানের শাইখগন (সর্দারগণ)। তাদের অনেকে দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহর্তের মধ্যে বহু দুরুত্বে অতিক্রম

করতে, শূন্য হতে খাদ্য অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয়। তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ঐ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। তাদের উপর মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করে, পীরদের জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচছায় উৎসর্গ করে। এই সব ঘটনার পিছনে গোপন এবং অশুভ জিন জগৎ লুকিয়ে রয়েছে।

মানুষ শয়তান শ্রেনীর ত্বাগুত হচ্ছে:

মানুষদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের আহ্বান জানায়, উৎসাহিত করে তারা এ শ্রেনীর তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। এরা হচ্ছে- সেসব পীর এবং মাজারের খাদেমরা যারা মানুষকে পীর ও মাজারকে সিজদা দিতে, মানত করতে, দোয়া করতে, ভয় করতে আহ্বান জানায় এবং উৎসাহিত করে, এগুলোকে সুন্দর করে মানুষের সামনে উত্থাপন করে তারা এ শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত।

সেসব নেতা যারা মানুষকে প্রচলিত গনতান্ত্রিক দলের অন্তর্ভূক্ত হতে এবং প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য আহবান জানায়, উৎসাহিত করে, চাপ প্রয়োগ করে, বাধ্য করে তারা এ শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত। কারণ সে নেতা মানুষকে কুফরীর এবং শিরকের দিকে আহবান করে এবং বাধ্য করে। যেহেতু আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সে তার দলের নেতাদের সার্বভৌম ক্ষমতায় বা আইন-বিধান রচনাকারীর আসনে বসাবার জন্য আহ্বান করে, চাপ প্রয়োগ করে প্রকারান্তরে সে তার দলীয় নেতাদের রবের আসনে বসাতে আহ্বান করে এবং চাপ প্রয়োগ করে।

মানুষ শয়তানের অন্তর্ভূক্ত অন্যতম শয়তান ঐ সকল নেতা-নেত্রী, যারা মানুষকে বিপথগামী করে, কিয়ামত দিবসে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে, ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ـ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

অর্থ: 'তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অত:পর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। (আহযাব, ৩৩ঃ ৬৭-৬৮)

প্রশ্ন ঃ তাগুতের সঙায় বলা হয়েছিল:

ان الطاغوت هو الذى يعبد من دون الله

অর্থ: "ত্বা-গুতহচ্ছে আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়। কিন্তু শয়তানের তো কেউ ইবাদত করে না। তাহলে শয়তান ত্বা-গুত হল কি করে?

উত্তর ঃ কুফর এবং শিরকের ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য করাই হচ্ছে তার ইবাদত করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

অর্থ: "হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (ইয়াসীন: ৬০)

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا

অর্থ: 'তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। (নিসা, ৪ঃ ১১৭)

يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا

অর্থ: 'হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (মারইয়াম, ১৯ঃ ৪৪)

জুমার বয়ান। তারিখ : ১৮-০৯-২০০৯

স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

যুগে যুগে ইসলামের বেশি ক্ষতি করেছে দুই শ্রেণীর লোক

(ক) ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা

(খ) উলামায়ে 'ছু' (দুনিয়াদার আলেমগণ)

হযরত আলী (রা:) বলেনঃ

وهل افسد الدين الا الملوك * واحبار سوء ورهبانها

অর্থ: "যুগে যুগে ইসলামের ক্ষতি এক শ্রেণীর শাসক গোষ্ঠী, বিজ্ঞ আলেম, এবং বুযুর্গরা ছাড়া অন্য কেউ করেছে কি?"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।" (তাওবা, ৯ঃ ২৩)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ

অর্থ: "আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (বাক্বারা, ২ঃ ১৭০)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ

অর্থ: "যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে? (মায়েদা, ৫ঃ ১০৪)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না। (আরাফ, ৭ঃ ২৮)

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ـ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "মূসা বললেন, তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছার পর তার ব্যাপারে তোমরা এ কি বলছ? একি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না। (ইউনুস, ১০ঃ ৭৭-৭৮)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ـ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ـ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ

অর্থ: "যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ। তারা বলল: আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পুজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন: তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। (আম্বিয়া, ৫২-৫৪)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ـ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ـ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ـ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ـ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ـ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

অর্থ: "আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ:) বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল: না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত। (শুআরা, ২৬ঃ ৬৯-৭৪)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: "তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি?" (লোকমান : ২১)

তৃতীয় প্রধান ত্বা-গুত تقليد اباء 'তাক্বলীদে আবা'

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যখনই মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ তথা হক্বের দিকে আহ্বান করা হতো, তখনই তারা পূর্ব পুরুষ ও আকাবিরদের দোহাই দিয়ে বলতো ঃ 'এটা পূর্ব পুরুষ হতে চলে এসেছে, অমুক অমুক বড় বড় বুযুর্গ এ কাজ করেছেন, তারা কি কম বুঝেছেন? যেমনঃ

হযরত নূহ (আ:) যখন তার জাতীকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেনঃ

فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: "সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্িতর আশঙ্কা করি। (আরাফ, ৭ঃ ৫৯)

তখন তার কওম উত্তরে বললঃ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

অর্থ: "তারা বলল: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (নূহ, ৭১ঃ ২৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নূহ (আ:) তার জাতীকে শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তিনি কারো নাম নেন নাই, কিন্তু তার জাতী সাধারণ

মানুষদেরকে উত্তেজিত করার জন্য তৎকালীন পাঁচজন বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো।

এমনিভাবে হযরত সালেহ (আ:) যখন তার কওম কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন ঃ

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: "আর সামুদ জাতি প্রতি তাদের ভাই সালেহ কে প্রেরণ করি; তিনি বললেন-হে আমার জাতি। আল্লাাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই।" (হুদ, ১১ঃ ৬১)

তখন তার কওম উত্তরে বললঃ

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

অর্থ: "তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচেছ না।" (হুদ, ১১ঃ ৬২)

এমনিভাবে হযরত শোইয়াব (আ:) যখন তার কওম কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন ঃ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: "আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আ:) কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন-হে আমার কওম! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। (হুদ, ১১ঃ ৮৪)

তখন তার কওম উত্তরে বললঃ

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

অর্থ: "তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আ:) আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? (হুদ, ১১ঃ ৮৭)

ঠিক বর্তমানেও যখন কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বিভিন্ন শিরক-বেদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সাবধান করা হয়, তখনও একই কথা বলা হয় যে আমরা এ কাজটা যুগ যুগ ধরে করে এসেছি, পূর্বপুরুষরা করে গেছে, অমুক অমুক বড় বড় আলেমরা করে গেছেন ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত উত্তর সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সাবধান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

অর্থ: "আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে কিছু বড় বড় অপরাধী সর্দার (আকাবের) নিয়োগ করেছি-যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (আনআ'ম, ৬ঃ ১২৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেনঃ

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

অর্থ: "বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত।" (যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২২)

বর্তমানেও বিভিন্ন পীরের মুরীদদেরকে যখন হক্বের দাওয়াত বা কুরআন-হাদীসের কথা বলা হয়, তখন তাদের বলতে শুনা যায় ঃ 'আমরা এই পীর-বুযুর্গদের মাধ্যমেই দ্বীন পেয়েছি, আমরা তাদের ত্বরীকায় আছি, থাকবো (যদিও তা কুরআন-হাদীসে না থাকে)।'

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ـ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

অর্থ: "এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে?

তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না।" (যুখরুফ, ৪৩ঃ ২৩-২৪)

বর্তমানেও অনেক বিত্তশালী লোকেরা তাদের পূর্বসূরীদের মত একই কথা বলে।

'এসো আল্লাহর পথে' সিরীজের প্রথম বই

কিতাবুল ঈমান

এখানেই সমাপ্ত। এই সিরীজের দ্বিতীয় বই

কিতাবুত তাওহীদ